Contents

সপ্তম বর্ষ

৯ম-১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

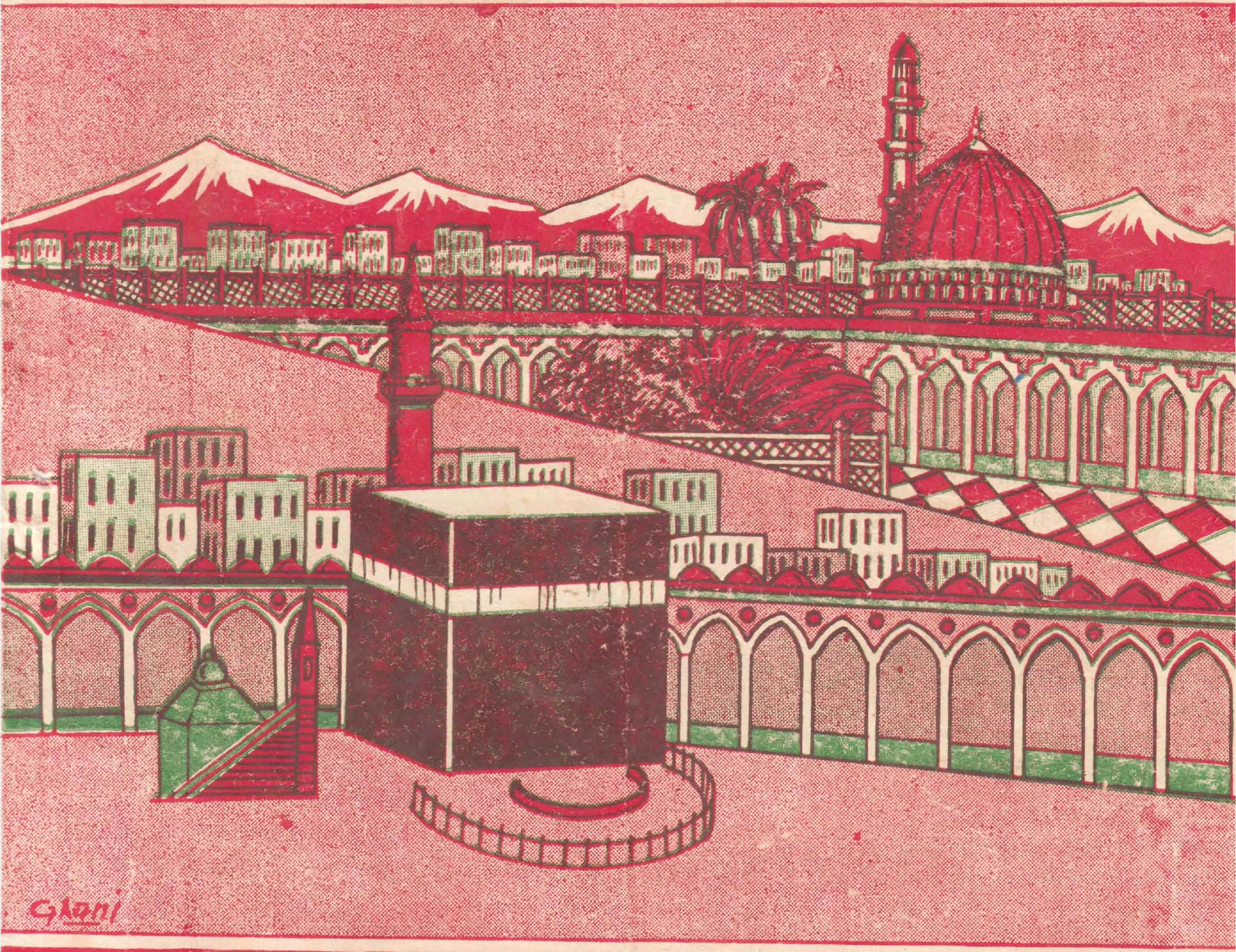

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কা[illegible] আলকোরায়শী

এই
সংখ্যার মূল্য
১৲

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬॥০

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—৯ ও ১০ম যুগ্ম সংখ্যা

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ বাং——অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫৭ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ছুরত-আলফাতিহার তফ্‌ছীর		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	৩৭৩
২।	তিন-তালাক্ প্রসঙ্গ	(জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৩৮৪
৩।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী	(ইতিহাস)	মূল : স্যর উইলিয়ম হান্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাঘোণা	৩৯৭
৪।	নারী স্বাধীনতা	(প্রবন্ধ)	ডক্টর এম, আবদুলকাদের ডি-লিট	৪০৫
৫।	স্পেন বিজয়	(নাটক)	আছাদুয্‌যামান বি, এস. সি,	৪১১
৬।	জাতীয় উন্নয়ন ধর্ম্মের স্থান	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুলগণি এম, এ,	৪২০
৭।	হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ বা কালোপাথর	,,	মোঃ আবদুন্‌নয়ীম চৌধুরী এল, এল, বি	৪২৫
৮।	মৃত্যুবার্ষিকী না ইসালেসওয়াব ?	,,	মোহাম্মদ অবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	৪২৮
৯।	সোভিয়েত মার্কা চাঁদের মহড়া	(সমালোচনা)	সম্পাদক	৪৩২
১০।	ইমাম হুসাইন বিনে আলী বিনে আবু তালিব ও সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবুছুফ্‌য়ান		মূল, শায়খুলইসলাম ইমাম ইবনে-তয়মিয়া অনুবাদ, মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৪৩৬
১১।	সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদকীয়	৪৩৯
১২।	জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রাপ্তিস্বীকার		মওলানা আবদুল হক হক্কানী	৪৪১

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জময়ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফ্‌তর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু,

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

সপ্তম বর্ষ | অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ ; রবিউস্‌সানী ১৩৭৭ হিঃ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ বংগাব্দ | ৯—১০ম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

تفسير القرآن العظيم
কোরআন মজীদের তফসীর

بسم الله الرحمن الرحيم

ছূরত-আল্‌-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪৮

সূরত-আন্‌নিসার উল্লিখিত আয়ত প্রসঙ্গে ইব্‌নুল-মন্‌যর ও ইব্‌নেআবিহাতিম হয্‌রত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের প্রদত্ত যে ব্যাখা তাঁহাদের গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন তাহা এই যে, তোমরা বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত অভিমতের অনুসরণ করিতে বিরত থাকিও। কারণ আল্লাহ স্বীয় নবীকে(দঃ) আল্লাহর প্রদর্শিত প্রজ্ঞানুসারে মানুষদের কলহ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, একথা বলেন নাই যে, আপনার ব্যক্তিগত বিবেচনা মত নিষ্পত্তি করুন।¶

اياكم و الراى ! فان الله قال لنبيه صلى الله عليه و سلم لتحكم بين الناس بما اراك الله ، ولم يقل بما رايت -

আবুদাঊদ স্বীয় সুননে হয্‌রত উমর ফারূক সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, একদা তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া জনমণ্ডলীকে নিম্নোক্ত ভাষায় সম্বোধন করিতেছিলেন, দেখ মানবগণ, শুধু রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় অভিমতে অভ্রান্ত ছিলেন, কারণ যাহা প্রকৃত

يا ايها الناس ، ان الراى انما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم مصيبا ،

¶ দুর্‌রেমনসূর (২) ২১৯ পৃঃ।

সঠিক, তাঁহাকে আল্লাহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতেন, আর আমাদের অভিমত ধারণা আর কষ্ট-কল্পনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। †

لان الله عز و جل كان يريه ، و انما هو منا الظن و التكلف –

রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ব্যতীত কোরআনের অনুসরণ অসম্ভব।

অতীতের মত বর্তমানেও এরূপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল নয়, যারা শুধু কোরআনে উল্লিখিত আদেশ ও নিষেধের অনুসরণকেই যথেষ্ট মনে করে, রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ও অনুসরণের তাহাদের কাছে সবিশেষ মূল্য নাই। ঐশী গ্রন্থের ধারক, বাহক, প্রচারক ও সঠিক ব্যাখ্যাতা যিনি, তাঁহাকে বাদ দিয়া শুধু গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া চলা যদি সম্ভবপর হইত, তাহাহইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একজন নবীরও আবির্ভাব ঘটিতনা। ইহা কার্যতঃ অসম্ভব।কেবল আভিধানিক অভিজ্ঞতার সাহায্য লইয়া গণিত, রসায়ন, বিজ্ঞান, ন্যায় ও চিকিৎসা প্রভৃতি লৌকিক শাস্ত্রগুলিই কেহ আয়ত্তে আনিতে পারেনা, অথচ শুধু অভিধান খুলিয়া ঐশী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারাযাইবে, এরূপ অর্বাচীন উক্তি একান্ত হাস্যকর! কোরআনের বহুলাংশ পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ: সওম, সালাত, যাকাৎ, ইহ্‌রাম, তামাত্তো, মীকাৎ, নুসুক কিয়াম, রুকূ, সজুদ, কুনুৎ, কিয়ামত, হিসাব, জহীম, জান্নাত কোনটারই কোরআনী তাৎপর্য অভিধানের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। যাহারা এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাহিয়াছে, অর্থাৎ কোরআনের জীবন্ত আলেখ্য মুহাম্মদ মুস্‌তফার (দঃ) সক্রিয় বা কথিত ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া যাহারা শুধু আভিধানিক পদ্ধতিতে উল্লিখিত শব্দগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, বিভ্রান্তির অন্ধকারে তাহাদের পদস্খলন ঘটিয়াছেই। কথার কথা, কোরআনের এরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা যদি কিছুক্ষণের জন্য মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি এই মনোবৃত্তি ইস্‌লামের প্রাথমিক মূলনীতির বিরোধী, স্বয়ং কোরআনেরই বিপরীত। কারণ কোরআনে রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে যে শত সহস্র বিধান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে, এই মনোবৃত্তি ও আচরণ তাহার প্রতিকূল!

নিম্নে এ-সম্পর্কে কয়েকটি মাত্র আয়ত উধৃত করা হইল:—

১। সূরত-আন্নূরে কথিত হইয়াছে, যে-সকল ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশের অন্যথাচরণ করে, তাহারা যেন হুশিয়ার থাকে! কারণ তাহারা হয় বিপন্ন হইবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে আক্রান্ত হইবে—৬৩ আয়ত।

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

স্বনামধন্য হাদীস-শাস্ত্র-বিশারদ আবদুর রহমান বিনে মাহ্‌দী অত্যধিক উত্তাপের জন্য একদা মদীনার মস্‌জিদে স্বীয় চাদর বিছাইয়া নমায পড়িয়াছিলেন। সূরত-আন্নূরের উল্লিখিত আয়ত অনুসারে ইমাম মালিক ইমাম ইব্‌নে মহ্‌দীর এই কার্যের নিন্দাবাদ করেন।

কেহ কেহ অতিরিক্ত ইবাদতকে খুবই পছন্দ করিয়া থাকে, এমন কি হজ্জের উদ্দেশ্যে স্বদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার প্রাক্কালে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া যাত্রাকরাকে পুণ্যবর্ধক বলিয়া মনে করে কিন্তু তাহারা একথা শুনিয়া হতবাক হইবে যে, জনৈক ব্যক্তির মদীনা অথবা মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধা সম্বন্ধে সুফ্‌য়ান বিনে উআয়না ইমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আলোচ্য আয়ত উল্লেখ করিয়া বলেন, এই লোকটি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বিরোধকারী, আমি তাহার জন্য পার্থিব বিপদ আর পারলৌকিক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির আশংকা করি। ‡

هذا رجل مخالف لله تعالى و لرسوله صلى الله عليه و سلم. اخشى عليه الفتنة فى الدنيا والعذاب الاليم فى الاخرة

২। সূরত-আলজিন্নে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্য

و من يعصى الله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا

---

† আবুদাউদ, সুনন (৩) ৩২৯ পৃঃ।

‡ ইব্‌নে হযম, আলইহ্‌কাম (৮) ৩৫পৃঃ ; তফ্‌সীর্ আল্‌মানার (৭) ১৯২ পৃঃ।

হইবে, তাহার জন্য দুঃখের আগুন, অনন্তকাল ধরিয়া সে উহাতে চিরবাস করিবে,—৩ আয়ত।

৩। সূরত আল্‌হুজুরাতে বলা হইয়াছে, দেখ বিশ্বাসী সমাজ, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইওনা, দেখ, আল্লাহকে ভয় কর! ১ম আয়ত।

يا ايها الذين آمنوا لا
تقدموا بين يدى الله و
رسوله و اتقوا الله !

হাফেয ইব্‌নুল কাইয়েম এই আয়তের তাৎপর্যে লিখিয়াছেন:-তোমরা কোন অভিমত প্রকাশ করিওনা, যতক্ষণ রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রকাশ না-করেন এবং কোন বিধি-নিষেধ প্রদান করিওনা যতক্ষণ তিনি প্রদান না করেন, কোন ফত্‌ওয়া দিওনা, যতক্ষণ রসূলুল্লাহ (দঃ) না দেন এবং কোন আইন বলবৎ করিওনা যতক্ষণ রসূল (দঃ) তাহার জন্য আদেশ দিয়া উহা বলবৎ না করেন। †

لاتقولوا حتى يقول
و لاتأمروا حتى يأمر ،
و لا تفتوا حتى يفتى
و لا تقطعوا امراً حتى
يكون هو الذي يحكم
فيه و يمضيه -

৪। সূরত-আলহশরে মুস্‌লিম সমাজ আদিষ্ট হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহা তোমাদিগকে প্রদান করেন, তাহা গ্রহণ কর, আর যে বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করেন, সেবিষয়ে ক্ষান্ত থাক!—৭ আয়ত।

وماآتاكم الرسول فخذوه،
وما نهاكم عنه فانتهوا -

এই আয়ত প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদের একটি ঘটনা অবধানযোগ্য। তিনি বলেন, যে-সকল নারী সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য উল্কি পরায় ও পরে, বা কপোল দেশের লোম উৎপাটিত করে বা দন্ত-রাজি ঘষিয়া ফাঁক ফাঁক করে, তাহাদের উপর অল্লাহর অভিসম্পাৎ। ইয়াকুবের মা নাম্নী বনীআসাদ গোষ্ঠির জনৈকা নারী ইব্‌নে-মস্‌উদের নিকট তাঁহার অভিসম্পাতের কৈফিয়ত চাওয়ায় তিনি বলিলেন, যাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) অভিসম্পাৎ করিয়াছেন এবং কোরআনেও যাহার উল্লেখ রহিয়াছে, আমি তাহাকে অভিসম্পাৎ করিবনা কেন? স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি কোরআন আগাগোড়াই পড়িয়াছি কিন্তু ইহার উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাইনাই। হযরত ইব্‌নেমস্‌উদ বলিলেন, তুমি সত্যই যদি কোরআন পাঠ করিতে, তাহাহইলে উহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে। তুমি কি কোরআনে এই নির্দেশ পাঠ করনাই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে যাহা দেন, তাহা গ্রহণ কর আর যে বিষয়ে নিষেধ করেন, সে বিষয়ে বিরত থাক? স্ত্রীলোকটি বলিল, একথা অবশ্যই পড়িয়াছি। তখন ইবনে-মসউদ বলিলেন, উল্লিখিত কার্যগুলি রসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। *

لعن الله الواشمات و
المستوشمات و المتفلجات
للحسن، المغيرات خلق الله

و مالى لا العن من لعنه
رسول الله صلى الله عليه
وسلم و من هو في
كتاب الله ! قالت لاقرأ
ما بين اللوحين ، فما
اجده —قال إن كنت قارئه
لقد وجدتيه ، اما قرأت :
وما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا
—قالت : بلى ! قال: فانه
قدنهى عنه رسول الله
صلى الله عليه و سلم !

এই হাদীসের মূলাংশ বুখারীও স্বীয় সহীহ-গ্রন্থে স্বয়ং রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ কিতাবুল লিবাসে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ¶

উল্লিখিত আয়ত ও উহার ব্যাখ্যার সাহায্যে যেরূপ রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্যের অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, তেমনি আরও দুইটি বিষয় সাব্যস্ত হইতেছে:

প্রথম, রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্যকে কেবল ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবেনা। লৌকিক বিষয়েও তাঁহার আদেশ ও নিষেধ তুল্যভাবে অবশ্য প্রতিপালনীয় হইবে। যাহারা শুধু ইবাদত সম্পর্কে রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ শিরোধার্য করে পক্ষান্তরে রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনের অপরাপর কার্যকলাপে তাঁহার বিধি-নিষেধকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে তাহারাও শরীআতের যবানে অভিশপ্ত। আমাদের পুরাঙ্গনাগণ চরিত্রহীন পুরুষদের প্ররোচনায় যেভাবে রূপজীবীদের অন্ধঅনুকরণে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহা পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় বিষয়টি, যাহা এই আয়ত প্রমাণিত করি-

---

‡ ইবনুল কাইয়েম (২) ৫৮ পৃঃ।

‡ ইবনে আবদুলবর, কিতাবুল ইল্‌ম (২) ১৮৮ পৃঃ।

* বুখারী, ফতহসহ, (১০) ৩১৬-৩১৭ পৃঃ!

তেছে তাহা হইতেছে কোরআন ও সহীহ সুন্নতের অদ্বৈততা। রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধ কোরআনের নির্দেশের মতই অবশ্য প্রতিপালনীয়। কারণ স্বয়ং কোরআনেই রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রদত্ত বিধানের আনুগত্য ফরয করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার কোন আদেশ বা নিষেধ কোরআনে উল্লিখিত আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা নিরর্থক ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। স্বনামধন্য হাদীস-তত্ত্ববিদ আবদুররহমান বিনে মহ্‌দী বলেন, যিন্দীক ও খারেজীরা এই মর্মের একটি হাদীস গড়িয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যেন বলিয়াছেন, তোমরা আমার নিকট হইতে যে আদেশ পাও, কোরআনের সহিত তাহার মুকাবিলা কর। যদি উহা কোরআনের সহিত সুসমঞ্জস হয়, তবেই উহাকে আমার আদেশ বলিয়া গণ্য করিবে আর যদি উহা কোরআনের সহিত সুসমঞ্জস না-হয়, তাহাহইলে জানিবে উহা আমার আদেশ নয়।

الزنادقة و الخوارج وضعوا الحديث ماروى عن النبى صلى الله علــه وسلم انه قال ما اتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق كتاب الله فانا قلته و ان خالف كتاب الله، فلم اقله –

রসূলুল্লাহর (দঃ) কোন নির্দেশই কোরআনের বিপরীত নয়,—কিন্তু যে ভাষায় এই কথাগুলি হাদীসের আকারে রচনা করা হইয়াছে, তাহা উদ্দেশ্যমূলক এবং সম্পূর্ণ জাল! ইবনেমহ্‌দী ব্যতীত ইবনে-আবদুল-বর প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও ইহার কৃত্রিমতা স্বীকার করিয়াছেন। ইবনে-আবদুল-বর বলিতেছেন : বিদ্বানগণের নিকট এই হাদীসটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়নাই। একদল মুহাদ্দিস বলেন যে, জালিয়াতের প্রস্তাবমতই আমরা এই হাদীসটিকে কোরআনের সহিত মুকাবিলা করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম, ইহা কোরআনের বিপরীত। কারণ কোরআনে আমরা এরূপ নির্দেশের সন্ধান পাইনাই যে, উহার সহিত সুসমঞ্জস নাহওয়া পর্যন্ত কোন হাদীস গ্রহণ করা চলিবেনা, বরং কোরআনে সকল অবস্থায় রসূলুল্লাহর (দঃ, পবিত্র জীবনাদর্শকে বরণ করার, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করার এবং তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ সম্পর্কে হুশিয়ার থাকার নির্দেশই আমরা দেখিতে পাইয়াছি ‡

৫। সূরত-আন্‌নিসায় বলা হইয়াছে, আর হিদায়ত প্রকট হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রসূলের (দঃ) বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, সে বিশ্বাসপরায়ণদের পথ পরিহার করিল। সে যেপথ অবলম্বন করিয়াছে, আমরা সেই পথেই তাহাকে চালিত করিব এবং তাহাকে দুযখে পৌঁছাইব এবং উহা প্রত্যাবর্তনের জন্য কুৎসিৎ স্থান,--১১৫ আয়ত।

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى: و نصله جهنم وساءت مصيرا

রসূলুল্লাহর (দঃ) বিরুদ্ধাচরণ না করার অর্থ হইতেছে—তাঁহার আদেশ লংঘন না করা এবং তাঁহার অনুবর্তী, হইয়া চলা ইহাই মুসলিম সমাজের পরিগৃহীত পথ। যাহারা তাঁহার আনুগত্যের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে, তাহারা মুসলিম সমাজের বহিভূ'ত এবং এরূপ পাপিষ্ঠ যে তাহাদের জন্য দুযখ অপরিহার্য। হযরত উমর বিনে আবদুলআযীয বলিতেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার পর তদীয় খলীফাগণের সুন্নত, যাঁহারা মুসলিম সমাজের আদর্শ অধিনায়ক ছিলেন, আল্লাহর গ্রন্থের স্বীকৃতিরই নামান্তর, সেগুলির অনুসরণ আল্লাহর আনুগত্যের পরিচায়ক এবং দ্বীনের শক্তি সদৃশ্য। এই সুন্নতকে পরিবর্তিত এবং উহার বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করার কাহারও অধিকার নাই। যে ব্যক্তি সুন্নত অনুসারে স্বীয় আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিল, সে বিজয়ী হইল এবং যে ব্যক্তি উহার অন্যথাচরণ করিল সে মুসলমানদের সর্ববাদীসম্মত পথ বর্জন করিল, তাহার পরিগৃহীত পথেই চালিত করিয়া আল্লাহ তাহাকে দুযখে নিক্ষেপ করিবেন। *

৬। রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতের অনুসরণকে কেবল ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবেনা, তাঁহার বিচার ও শাসনব্যবস্থাকেও নতশীরে মানিয়া চলা অবশ্যকর্তব্য। সূরত-আন্‌নিসায় এই বিষয়টি বিষদভাবে কথিত হইয়াছে। আল্লাহ তদীয় রসূল (দঃ) কে

---

‡ কিতাবুল ইল্‌ম (২) ১৯১ পৃঃ।

* ইব্‌নেতায়মিয়া, মিরাজুল ওসূল, ১২ পৃঃ ; কিতাবুলইল্‌ম (২) ১৮৭ পৃঃ।

সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, দেখুন, আপনার প্রভুর শপথ। উহারা বিশ্বাসপরায়ণরূপে কদাচ গণ্য হইবেনা, যতক্ষণ তাহারা তাহাদের সমুদয় কলহ বিবাদের মীমাংসার জন্য আপনাকে বিচারক মান্য না করিতেছে(আর শুধু বিচারক স্বীকার করা আর আপনার বিচারকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানিয়া লওয়া যথেষ্ট নয়) বরং অতঃপর আপনার বিচারে তাহারা তাহাদের মনের গোপন কোণে দ্বিধা ও ক্ষোভ অনুভব না করিয়াই আপনার আদেশ শিরোধার্য করিয়া না লইতেছে—৬৫ আয়ত।

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما —

৭। সূরত-আন্নূরে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বিঘোষিত হইয়াছে,—দেখ, শুধু মুমিনদেরই এই আচরণ যে, তাহাদিগকে তাহাদের বিচার মীমাংসার উদ্দেশ্যে যখনই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আদেশ প্রতিপালনের জন্য আহ্বান করা হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠে, আমরা আদেশ শ্রবণ করিলাম এবং মান্য করিয়া লইলাম। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের অধিকারী—৫১ আয়ত।

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون!

৮। সূরত আল্ আহ্যাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আল্লাহ ও তদীয় রসূল কর্তৃক আদেশ প্রযোজ্য হইবার পর কোন মুস্লিম নর-নারীর তাহাদের কার্যে আর কোন স্বাধীনতা নাই অর্থাৎ উহা মান্য করা না করা সম্বন্ধে তাহাদের আর কোন ইখ্তিয়ার নাই, উহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে আর যেব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রদত্ত ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিবে সে খোলাখুলি গোম্রাহীতে নিপতিত হইল—৩৬ আয়ত।

وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعصى الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا—

ইমাম ইস্হাক বিনে রাহ্ওয়েহ বলিতেন, যে ব্যক্তির কাছে রসূলুল্লাহর (দঃ)হাদীস পৌঁছিয়া গেল এবং উহার বিশুদ্ধতাও সে অবগত হইল, অথচ ভয়ের কোন কারণ ব্যতিরেকেই উক্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করিল সে কাফের! *

من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر

হাফেয ইব্নুলকাইয়েম বলেন, আল্লাহর নির্দেশ যে, আল্লাহর মীমাংসার ও তদীয় রসূলের মীমাংসার পর কোন মুমিনের উহা অগ্রাহ্য করার স্বাধীনতা নাই আর এই স্বাধীনতা যে গ্রহণ করিবে সে সুস্পষ্ট ভাবে পথভ্রষ্ট। †

اخبر سبحانه و تعالى انه ليس لمؤمن ان يختار بعد قضاء الله و قضاء رسوله' و من تخير بعد ذالك ، فقد ضل ضلالا مبيناً

৯। সূরত-আন্নিসায় স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যেব্যক্তি রসূলুল্লাহর(দঃ) বাধ্য হইবে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহরই বাধ্য হইয়াছে, ৮০ আয়ত।

من يطع الرسول فقد اطاع الله —

এই আয়তে সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতাকে রসূলের আনুগত্যের শর্ত্তাধীনে রাখা হইয়াছে অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ব্যতিরেকে আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতার দাবীর কোন মূল্যই নাই বরং যাহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুগত নয়, তাহারা আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহী!

এই ভাবে আল্লাহ তাঁহার অনুরাগ ও প্রণয়ণলাভকেও রসূলুল্লাহর (দঃ) পদাংকানুসরণের শর্তাধীন করিয়াছেন।

১০। সূরত-আলে-ইমরানে একথা প্রচার করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) আদিষ্ট হইয়াছেনযে, আপনি বলুন—তোমরা যদি আল্লাহর প্রেমানুরাগী হও, তাহা হইলে আমার পদাংক-

قل ان كنتم تحبون الله ، فاتبعوني يحببكم الله !

---

* আল ইহ্কাম (১) ৯৯ পৃঃ।

† ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (১) ৫৮ পৃঃ।

Contents

অনুসরণ করিয়া চল, তবেই আল্লাহ তোমাদিগকে প্রেমদান করিবেন—২৯ আয়ত।

অর্থাৎ ঐশ-প্রেমের আস্বাদন লাভ রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। কোন তপস্যা, কৃচ্ছ্র-সাধনা, প্রজ্ঞাশীলতা ঐশ-প্রেম লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাহার অন্তর রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাশূন্য, যেব্যক্তি তাঁহার পবিত্র জীবনাদর্শকে স্বীয় কর্মজীবনের দিশারী রূপে বরণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য, সৃষ্টিকর্তার প্রেম ও অনুরাগ-বঞ্চিত নরকের কীট!

উল্লিখিত আয়তসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশয়াতীত ভাবে জানাগেল যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ব্যতীত কোরআনের অনুসরণ একাধারে কার্যতঃ অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ বিদ্রোহমূলক! এই দাবী হঠকারিতা ও প্রবঞ্চনা মাত্র। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) এই বিদ্রোহের ঘোর নিন্দা করিয়াছেন!

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী দারেমী, তাহাবী, হাকেম, ইব্‌নেমাজা ও ইবনে-আবদুলবর প্রভৃতি মা'দী করবের পুত্র হযরত মিক্দামের প্রমুখাৎ এবং ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইব্‌নেমাজা, হাকেম ও ইবনেআবদুলবর রসূলুল্লাহর মওলা (মুক্ত-ক্রীতদাস) হযরত আবুরাফে এর পিতার বাচনিক এবং ইমাম আহমদ, ইব্‌নেমাজা ও বায্‌যার প্রভৃতি হযরত আবুহোরায়রার বাচনিক এবং তাবারাণী ও ইব্‌নে আবদুলবর প্রভৃতি হয্‌রত জাবেরের প্রমুখাৎ এবং আবুদাউদ ও বয়হকী প্রভৃতি হযরত ইর্‌বায বিনে সারিয়ার বাচনিক সামান্য শাব্দিক ব্যতিক্রম সহকারে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে. (আমি আবুদাউদের পাঠ উধৃত করিবে) রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,

لاالفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امرى مما امرت او نهيت عنه ، فيقول: لاندرى ! ما وجدنا فى كتاب الله اتيناه — الا ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ما حرم الله تعالى —

দেখ, তোমাদের মধ্যে এমন লোকের উদ্ভব হইবে যেব্যক্তি সুসজ্জিত আসনে ঠেস দিয়া বসিবে। তাহার কাছে আমার কোন নির্দেশ, যাহার মধ্যে আমি কোন আদেশ বা নিষেধ করিয়াছি. উল্লেখ করিলে সে বলিবে, আমরা ওসব বুঝিনা, আমরা কোরআনে যাহা পাইব, শুধু তাহারই অনুসরণ করিব। তোমরা অবহিত হও, আল্লাহর রসূল (দঃ) যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর মতই। জাবেরের রেওয়ায়তে আছে, রসূলুল্লাহ (দং) বলিলেন,

الا من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذب الله و رسوله —

তোমরা অবহিত হও, যাহার নিকট আমার হাদীস পৌঁছিল, আর সে উহাকে অস্বীকার করিল, সেব্যক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ ও রসূলকেই অস্বীকার করিল। মিক্দামের রেওয়ায়তে আছে,

يوشك احدكم ان يكذبنى —

তোমাদের মধ্যে কেহ-কেহ আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। †

ইমাম হাকেম, হাফেয যহবী, হাফেয ইব্‌নেহয্‌ম ও হাফেয শওকানী প্রভৃতি এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ¶

ইহার উপর টীকা টিপ্পনি অনাবশ্যক! যাহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহারা প্রকারান্তরে রসূলুল্লাহর (দঃ) রিসালত সম্বন্ধেই সন্দেহ পোষণ করে, কোরআনের প্রতি তাহাদের আস্থার দাবী অলীক ও মিথ্যা! নবুওতের পবিত্র উৎস হইতেই কোরআন ও সুন্নাহর দ্বিস্রোতা প্রবাহিত হইয়াছে, সুতরাং নবুওতের উৎসে যাহারা আস্থাশীল নয়, উক্ত উৎস-নিঃসৃত কোরআনের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের দাবী কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া সম্ভবপর নয়।

ইমাম ইব্‌নে হয্‌মের মূল্যবান বিতর্কের আংশিক

---

† মুস্‌নদে আহ্‌মদ (১) ১৩২ পৃঃ; মুস্‌তদ্‌রকে হাকেম (১) ১০৯ পৃঃ; ফতহুর রব্বানী (১) ১৯১ পৃঃ; শরহে মা আনিল-আসার (২, ৩২১; ইব্‌নেমাজা (১) ৫ ও ৬ পৃঃ; কিতাবুল-ইল্‌ম [২] ১৯০ পৃঃ; আবুদাউদ [৪] ৩২৯ পৃঃ; তিরমিযী [৩] ৩৭৪ পৃঃ; মুস্‌নদ (৬) ৮ পৃঃ; কন্‌যুলউম্মাল [১] ৪৪ ও ৫০ পৃঃ; মজ্‌মাউয্‌ যওয়ায়েদ [১] ১৪৮ পৃঃ; দারেমী ৭৬ পৃঃ।

¶ মুস্তদ্‌রক ও তল্‌খীস [১] ১০৮ পৃঃ; আলইহ্‌কাম [২] ৮২ পৃঃ; নয়লুল আওতার।

Contents

উদ্ধৃতি দ্বারা এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব ঃ—

ইমাম সাহেব বলেন, আহ্‌লে কোরআন, যাহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস মান্য করেনা, তাহাদের জিজ্ঞাসা কর, কোন্ কোর্‌আনে আছে যে, যুহ্‌রের নমায চার রাক্‌আত আর মগ্‌রিবের নমায তিন রাক্‌আত পড়িতে হইবে ? রুকুতে কি ভাবে যাইতে হইবে, সিজ্‌দা কি রূপে করিতে হইবে, কির্‌আতের কি নিয়ম, নমাযের শেষ সালামের কি ব্যবস্থা, সিয়ামে কোন্ কোন্ কার্য বর্জনীয়, স্বর্ণ, রৌপ্য, ছাগ, উষ্ট্র ও গরুর যাকাতের নিয়ম কি, কতটায় কি পরিমাণ যাকাত পরিশোধ্য হইবে ? হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, আরাফাতে দাঁড়াইবার নিয়ম, তথায় নমাযের ব্যবস্থা, মুয্‌দালাফায় অবস্থান, কংকর নিক্ষেপ, ইহ্‌রাম বাঁধিবার মিয়ম, ইহ্‌রাম অবস্থার বর্জনীয় আচরণ, চুরির জন্য হাত কাটার নিয়ম, দুগ্ধ সম্পর্কের ব্যাখ্যা ও উহার হুরমতের বিধান, কোন্ কোন্ খাদ্য নিষিদ্ধ, যব্‌হের নিয়ম, কোরবানীর বিধান, দণ্ড বিধির-ব্যবস্থা, তালাক সংঘটিত হওয়ার বিধান, ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম, সূদের ব্যাখ্যা ও বিধান, বিচার ব্যবস্থা, দাবী-দাওয়ার নিয়ম, শপথ গ্রহণের নিয়ম, ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থা, সদ্‌কার বিধি, মোটের উপর সমুদয় ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধে কোন্ কোর্‌আন হইতে নির্দেশ লাভ করা হইবে ? কোর্‌আনে কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে মাত্র, এই শব্দ গুলির কার্যতঃ রূপায়ণ কি, আমরা তাহা অবগত নই। ইহা জানিতে হইলে রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ ও আচরণ অবগত হওয়া আবশ্যক। খুব সামান্য কয়েকটি বিষয় ইজ্‌মার সাহায্যে অবগত হওয়া সম্ভবপর। অতএব হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

যদি কেহ বলে, “কোরআনে যত টুকু আছে, আমরা তাহার অতিরিক্ত মান্য করিবনা,” তাহালইলে সমুদয় দিদ্বানের সম্মিলত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে কাফের হইবে। এই কথা সূত্রে সূর্য ঢলার সময় হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত এক রাক্‌আত আর ফজ্‌রে এক রাক্‌আত-মাত্র সালাত তাহার জন্য ফরয হইবে। ‘সালাত’শব্দের সর্বনু্যন পরিমাণ ইহাই আর ইহার অধিক যাহা, তাহার পরিমাণ নির্ধারিত নাই। আর এ-কথা যে বলে, সে কাফের ও মুশ্‌রিক, তাহার রক্ত হালাল ! কতিপয় গোঁড়া রাফেযী এই মত পোষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইমামগণ সমবেত ভাবে তাহাদের কুফ্‌র সম্পর্কে একমত হইয়াছেন।

যদি কেহ বলে, কোরআনে যাহা আছে, আমি তাহা মান্য করিব আর যাহা কোরআনের সহিত সুসমঞ্জস অথবা তাহার বিরোধী নয়,তাহাও গ্রহণ করিব, কিন্তু কোরআনের খেলাফ যাহা তাহা স্বীকার করিবনা। তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তিকে বলিতে হইবে, দেখ বিশুদ্ধ হাদীসে কোরআনের খেলাফ কিছুই নাই। কোর্‌আনের অতিরিক্ত কোন আদেশকে সে যদি কোরআনের খেলাফ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার পক্ষে এক পয়সার চুরিতেও হস্ত কর্তন করা ওয়াজিব হইবে, কারণ কোরআনে সাধারণ ভাবে চুরির জন্য হস্ত কর্তণ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এ অবস্থায় তাহকে বিষ্ঠা হালাল করিতে হইবে, কারণ কোরআণে শুধু মরা, বিচ্ছুরিত রক্ত, শুকরের মাংস ও গায়রুল্লাহর উৎসর্গকেই হারাম করা হইয়াছে, বিষ্ঠার কোন উল্লেখ নাই। যদি সে বলে, বিষ্ঠা অপবিত্র বস্তু, তাহাহইলে তাহাকে বলা হইবে, সকল প্রকার হারামই অপবিত্র, সুতরাং বিভিন্ন প্রকার বিষ্ঠা জাতীয় বস্তুর মধ্যে তারতম্য করার কারণ কি ? কোরআনের বহির্ভূত কোন হাদীস্ যে মান্য করেনা, তাহার পক্ষে স্ত্রীর বিদ্যমানে তার ফুফু আর তার ভাতিজিকে, তার খালা আর তার ভাগ্নিকে একত্র ভাবে বিবাহ করাও বৈধ হইবে কারণ কোরআনে নিষিদ্ধ সম্পর্কের যেতালিকা রহিয়াছে তাহাতে স্ত্রীর ফুফু ও খালাকে গণনা করা হয়নাই, পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলির উল্লেখের পর কোরআনে স্পষ্টভাবে و احل لكم ما وراء ذالكم অপরাপর নারীদিগকে হালাল করা হইয়াছে। আর এ বিষয়ে ইজমার দাবীও টিকিতে পারেনা, কারণ উস্‌মান বাত্তী প্রভৃতি কতিপয় বিদ্বান স্ত্রীর বিদ্যমানতায় তাহার ফুফু ও খালাকে বিবাহ করা বৈধ বলিয়াছেন।

মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে ময়সারা বলেন, সমুদয় হাদীস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ কোরআনের অনুকূল হাদীস, এগুলি গ্রহণ করা ফরয। কোরআনের

অতিরিক্ত হাদীস, এগুলি কোরআনেরই শামিল এবং এ-গুলিও গ্রহণ করা ফরয আর কোরআনের বিরুদ্ধ হাদীস—এগুলি বর্জনীয়। ইমাম ইব্‌নেহযম ইহার উত্তরে দাবী করিয়াছেন, এরূপ একটিও বিশুদ্ধ হাদীসের অস্তিত্ব নাই, যাহা কোরআন-বিরোধী। সমুদয় হাদীসই শরীআত, যাহা কোরআনে আছে, হয় তাহা কোরআনেরই শামিল, উহার সহিত সংযুক্ত অথবা উহার ব্যখ্যাকারী অথবা কোরআনের আয়ত হইতে স্বতন্ত্র হইলেও উহারই শব্দাবলীর ব্যাখ্যা মাত্র! এই ত্রিবিধ হাদীস ব্যতীত বিশুদ্ধ হাদীসের অন্য কোন শ্রেণী নাই †

নবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য,

নবীর ব্যাখ্যা আলোচ্য-প্রসঙ্গের সূচনাতেই প্রদত্ত হইয়াছে এবং একটি হাদীসের উধৃতি দিয়া ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নবীগণের সংখ্যা ন্যূনাধিক সোওয়ালক্ষ তন্মধ্যে রসূলগণের সংখ্যা হইতেছে ৩ শত তেরজন। আল্লাহর বাণীপ্রাপ্ত ভাববাদী এবং তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষ মাত্রই নবী ছিলেন কিন্তু তাঁহারা সককেই স্বতন্ত্র 'জীবন ব্যবস্থা'র ধারক ও বাহক ছিলেননা। যাঁহারা মনুষ্যসমাজের সীমাবদ্ধ বা বৃহত্তর গণ্ডির জন্য নির্দিষ্ট 'জীবন ব্যবস্থা' অর্থাৎ শরীআত লইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন, কেবল তাঁহারাই রসূল রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। মোটের উপর সমুদয় রসূল যুগপৎ ভাবে নবী ছিলেন, কিন্তু সমুদয় নবী রসূল ছিলেননা।

"মুন্‌ইম-আলাইহিম" অর্থাৎ আল্লাহর 'ইন্‌আম-প্রাপ্ত' অনুগ্রহভাজন দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নবীগণ সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর অন্তরভূক্ত। ইঁহাদের মোটামুটি পরিচয় শেষ হইলেও কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে যে সকল নবীর উল্লেখ রহিয়াছে তাঁহাদের জীবনকথার কোন আভাষ এযাবৎ প্রদত্ত হয়নাই। অথচ তাঁহাদের পবিত্র জীবন-কাহিনী ব্যতীত তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহাদিগকে অনুগ্রহভাজন দলের পুরোভাগে আসনপ্রাপ্ত বলিয়া উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। অবশ্য কোরআনের বিস্তৃত তফ্‌সীরই ছিল এই ইতিহাসের যথোপযুক্ত আলোচনাস্থল. কিন্তু আমার জীবদ্দশায় এ-গৌরব অর্জন করার আমি সুযোগ পাইব, সে আশা আমার নাই। পক্ষান্তরে সূরত-আলফাতিহা কোরআনের উপক্রম ভাগ, গ্রন্থের আলোচ্য যাবতীয় বিষয়ের ইংগীত উপক্রমণিকায় থাকা উচিত। কোরআনের আলোচনা সম্পদের অন্যতম শ্রেষ্ঠাংশ হইতেছে উহার ইতিহাস-ভাগ। সুতরাং এই ইতিহাস-ভাগ কে সূরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌সীরেরও যে অন্যতম বুনিয়াদ হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব আল্‌ফাতিহার তফ্‌সীর সম্পূর্ণ করিতে হইলে সংক্ষিপ্ত আকারে হইলেও নবীগণের জীবনবৃত্তও এই তফ্‌সীরে সংযোজিত হওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

নবীগণের ইতিবৃত্ত

হযরত আদম সফীউল্লাহ

আলাইহিস্ সালাতো ওয়াস্ সালাম

কোরআনে নবীগণের আলোচনা প্রসংগে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছেন মানুষের প্রথম পিতা হয্‌রত আদম। সূরত-আলবাকারার ২১, ২৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ আয়তে, সূরত-আলে-ইম্‌রানের ২৩ ও ৫৯ আয়তে, আল্‌মায়েদার ২৭ আয়তে. আল্‌আ'রাফের ১১, ১৯. ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ও ১৭২ আয়তে, বনী ইস্‌রাঈলের ৬১ ও ৭০ আয়তে, আল্‌কহ্‌ফের ৫০ আয়তে, সূরত-মরইমের ৫৮ আয়তে, সূরত তাহার ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২০ ও ১২১ আয়তে এবং সূরত ইয়াসীনের ৬০ আয়তে অর্থাৎ কোরআনে সর্বশুদ্ধ ২৫টি আয়তে মোট ২৫ বার হযরত আদমের নামের উল্লেখ রহিয়াছে এবং বিভিন্ন ভংগীমায় নানা প্রকার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে তাঁহার সৃষ্টি ও জীবনকথার অবতারণা করা হইয়াছে। কোরআনে প্রদত্ত আদম-কাহিনীর সারাংশ নিম্নরূপ:

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হযরত আদমকে মৃত্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহের জন্য মাটির কাই প্রস্তুত হইবার পূর্বেই আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, অনতিকালমধ্যেই তিনি মাটি হইতে একটি জীব সৃষ্টি করিবেন এবং উহা 'বশর'—মানুষ রূপে কথিত হইবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হইবার গৌরব অর্জন করিবে। আদমের খামির মাটি দিয়া ছানা হইয়াছিল আর সে মাটির বৈশিষ্ট্য ছিল নিত্যনূতন পরিবর্তনগ্রহণের। মাটি পাকিয়া

---

† আলইহ্‌কাম (২) ৭৯-৮১ পৃঃ।

খোলার মত ঝনঝনে হওয়ার পর সেই মৃন্ময় দেহে আল্লাহ জীবনী শক্তি বা রূহ ফুঁকিয়া দিলেন এবং একান্ত আকস্মিক ভাবে সেই মৃন্ময়-দেহ গোশত, হাড়, চামড়া ও পেশিযুক্ত জীবিত মানুষের আকার পরিগ্রহ করিল, সে ইচ্ছা, অনুভূতি. বোধশক্তি, প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি প্রভৃতি গুণের ধারক হইয়া বসিল।

তখন আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদিগকে আদমের সম্মুখে নতশীর হইবার জন্য আদেশ দিলেন. সকলেই এই আদেশ প্রতিপালন করিল. কিন্তু শয়তান ইব্‌লীস সদম্ভে এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করিল।

যদিও আল্লাহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং মনের কোণের সমুদয় অবস্থা তাঁহার সুবিদিত, তথাপি শুধু পরীক্ষাচ্ছলে ইব্‌লীসকে তিনি সিজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইবলীস উত্তর দিল, আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন আর উহাকে মাটি দিয়া গড়িয়াছেন।

ইব্‌লীস অহমিকা মদে মত্ত হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণস্বরূপ তাহার সৃষ্টি আগ্নেয় উপাদানে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল, সে ভাবিয়াছিল আগুণ ঊর্ধগামী ও উচ্চতাকামী আর আদম মাটির জীব, একথা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে আর আদম উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টজীব, আর সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ স্রষ্টা অপেক্ষা অধিকতর উত্তমরূপে অবগত হওয়া অন্যের সাধ্যায়ত্ত নয়। সে তার দাম্ভিকতায় দিশাহারা হইয়া একথা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই. যে নির্ম্মানের উপদান কোন জীবের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের নিদর্শন নয়, বরং গুণরাজির সাহায্যেই নির্মিত বস্তুর প্রকৃত আসন ও মূল্য নিরূপিত হইয়া-থাকে।

দম্ভ ও অহংকারে অন্ধ হইয়া ইব্‌লীস আল্লাহকে জওয়াব দিয়াছিল বলিয়া তাহার সৃষ্টিকর্তা তাহাকে বলিলেন, তুই তোর সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাপ্য সম্মান আর তোর তাহারই সৃষ্ট জীব হইবার প্রকৃত স্বরূপ সমস্তই আত্ম-গৌরবের আতিশয্যে ভুলিয়া গিয়াছিস, সুতরাং এই বিদ্রোহের ফল তুই ভোগ কর! দাম্ভিকদের জন্য আমার সান্নিধ্য ও নৈকট্যের দ্বার চিররুদ্ধ, অতএব তুই দূর হ! ইহাই তোর কৃতকর্মের ফল।

ইব্‌লীস দেখিল, তাহার দম্ভ আর বিদ্রোহ তাহাকে চিরতরে আল্লাহর করুণা ও সান্নিধ্য হইতে বিমুখ এবং বেহেশ্‌ত হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, অথচ অনুশোচনা ও অনুতাপের পরিবর্তে কিয়ামতের সমাগম পর্যন্ত সে মুহ্‌লৎ প্রার্থনা করিল এবং ইহার জন্য সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া বসিল! ইবলীসের প্রার্থনা স্রষ্টার সীমাহীন প্রজ্ঞার অধীনস্থ হওয়ায় তিনি উহা গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। ইবলীসের প্রার্থনা গ্রাহ্য হওয়ার ফলে সে অধিকতর অহংকারে প্রমত্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার শয়তানীর পুনরাবৃত্তি করিয়া আল্লাহকে শুনাইতে লাগিল,—দেখুন, আপনি যখন আমাকে বিতাড়িত করিয়াই দিলেন, তখন আমিও ক্ষান্ত হইবনা! যে আদমের জন্য আমার এই সর্বনাশ ঘটিল, আমি তাহার বংশাবতংশের পথ-রোধ করিব, তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম সকল দিক দিয়াই তাহাদের উপর আমি চড়াও করিব. তাহাদের অধিকাংশকে আমি অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ না বানাইয়া ছাড়িবনা! অবশ্য যাহারা আপনার অকৃত্রিম বান্দা, তাহারা আমার বিভ্রান্তির চক্রে পতিত হইবেনা, তাহাদের আমি কোনরূপ ক্ষতিও করিতে পারিবনা।

আল্লাহ বলিলেন, “আমি তজ্জন্য পরওয়া করিনা. আমার প্রাকৃতিক বিধান হইতেছে কর্মফল!” যে যেরূপ করিবে, তাহার কর্মের প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ হইবে। আমার এই বিধান অভ্রান্ত ও অনড়! আদমের বংশধরদের মধ্যে যাহারা আমাকে উপেক্ষা করিয়া তোর অনুসরণ করিয়া চলিবে, তোর সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আল্লাহর দণ্ড ভোগ করিবে। যা! নিজের লাঞ্ছনা ও দুরদৃষ্টের বিড়ম্বনাকে সম্বল করিয়া তুই আমার নৈকট্য হইতে বিদূরিত হ! আর নিজের সঙ্গী-সাথীদের লইয়া সীমাহীন ও অনন্ত অভিসম্পাতের অপেক্ষা কর্।

আদমের খিলাফত, আদমকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালেই আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন। এই প্রতিনিধি

ক্ষমতাশালী ও ইচ্ছাময় হইবে, পৃথিবীকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন মত নিজের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারিবে, সে আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের প্রতীক হইবে। ফেরেশ্তাগণ একথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহারা সমস্বরে নিবেদন করিলেন যে, আপনি যে জীব সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছেন, যদি তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই হয় যে, তাহারা দিবা-নিশি আপনার বন্দনা ও প্রশস্তিতে মশ্গুল থাকিবে, তাহাহইলে এই কার্যের জন্য আমরা তো হাযিরই আছি। আমরা প্রতিমুহূর্তেই আপনার বন্দনা ও জয়গান করি এবং অকুণ্ঠভাবে আপনার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালন করিয়া যাই। এই মৃন্ময় দেহে আমরা কিন্তু বিদ্রোহ ও ফাছাদের গন্ধ পাইতেছি, শেষপর্যন্ত ইহারা পৃথিবীতে গোলযোগ ও রক্তারক্তি যেন বাধাইয়া না দেয়! প্রভুহে, আপনার এই অভিনব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য আমরা জানিতে পারিব কি?

ইব্লীস আর ফেরেশ্তাগণের প্রশ্নের ভংগীমায় যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য! তথাপি আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে তাহাদের প্রশ্নের জওয়াবের পূর্বে এই আদব শিখাইলেন যে, স্রষ্টার কার্যে সৃষ্টজীবের পক্ষে বাস্তবাগীশ হইয়া কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ করা উচিত নয় আর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং রহস্যোদ্ঘাটন না করা পর্যন্ত সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াও অসঙ্গত। আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে বলিলেন, আমার সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডারের তোমারা কিছুই অবগত নও!

আদমের শিক্ষালাভ এবং ফেরেশ্তাদের পরাভব স্বীকার

ইহা বিশেষ ভাবে জানিয়ারাখা আবশ্যক—যে, ফেরেশতারা বিতর্কের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে আদমের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেননাই, তাঁহারা আদমের সৃষ্টির কারণ এবং তাঁহার প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্য বুঝিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র! তাই আদম সম্বন্ধে ফেরেশতাদের অবজ্ঞাসূচক জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়ার পর আল্লাহ তাঁহাদের জিজ্ঞাসার সক্রিয় জওয়াব দিতে ইচ্ছা করিলেন, যাহাতে ফেরেশতাগণ আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজেদের ভ্রান্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁহার স্বকীয় শ্রেষ্ঠতম গুণ প্রজ্ঞা বা বিদ্যার গৌরবে আদমকে বিভূষিত করিলেন তাঁহাকে বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান দান করা হইল। অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে বস্তুর প্রকৃতি ও রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ফেরেশতাদের এ বিদ্যায় কোন অধিকার ছিলনা, তাই তাঁহারা কোন উত্তর করিতে পারিলেননা কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য-গৌরবে মহিমান্বিত থাকার দরুণ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রশ্নের উদ্দেশ্য ফেরেশতাদের পরীক্ষা করা নয়, কারণ বস্তুবিজ্ঞান ফেরেশ্তাদের যেশিক্ষা দেওয়া হয় নাই, সৃষ্টিকর্তার তাহা অবিদিত ছিলনা, তিনি ফেরেশ্তাদের শুধু এই বিষয়ে চৈতন্যোৎপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, "হুকুমতেইলাহীর" অধিকারলাভ বন্দনা ও তস্বীহের প্রাচুর্যে নির্ভর করেনা বরং উহার ভিত্তি হইতেছে জ্ঞানসাধনা এবং বস্তুর সম্যক পরিচিতিলাভ! কারণ ইচ্ছা ও অধিকার ইচ্ছাকে পূর্ণ আর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে। সরল কথায় বিদ্যার গুণে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত পার্থিব প্রভুত্বের গৌরব অর্জ্জন করা সুদূরপরাহত! সুতরাং আদমকে আল্লাহ স্বীয় প্রজ্ঞাগুণের প্রতীকে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতম অধিকারী তাঁহারই হওয়া উচিত। ফেরেশ্তারা এউদ্দেশ্যে সৃষ্টই হননাই। আল্লাহর সমর্পিত কার্যসম্পাদন করা ব্যতীত পার্থিব কোন প্রয়োজন বা ইচ্ছাই তাঁহাদের নাই, তাই তাঁহাদের বস্তুবিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হয়নাই আর আদমকে উত্তরকালে এই সকল বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান-সমর্পণ করা হইয়াছিল।

আদমকে বস্তুতত্ত্বের যে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতস্বরূপ সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণ দ্বিবিধ মত পোষণ করিয়া থাকেন। একদলের অভিমত এইযে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সমুদয় বস্তুর সহিত তাঁহাকে পরিচিত করা হইয়াছিল আর এক দল বলেন, আদমের সৃষ্টিকাল পর্যন্ত যেসকল বস্তু বিদ্যমান ছিল, কেবল সেইগুলিরপরিচয় তাঁহাকে দান করা হইয়াছিল।

Contents

ফলকথা, ফেরেশতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেনযে, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আদমকে দেওয়া হইল কেন ? আর ফেরেশতারা এ গৌরব হইতে বঞ্চিত থাকিলেন কি কারণে ? খাদ্য ও ধনের প্রয়োজন ছিল মানুষের, ফেরেশতাদের নয়, তাই খাদ্য ও ধনসম্পদের পরিচয় এবং সে গুলি সংগ্রহ করার উপায় আদমকেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, সমুদ্রে ডুবিয়া ফেরেশতাদের মরার আশংকা ছিলনা কিন্তু মানুষেরছিল, তাই তাহাকে নৌকা, জাহাজ,টরপেডো, সাবমেরিন আবিষ্কারকরার কৌশল শিখান হইয়াছিল। ফেরেশতাদের রোগ ব্যাধির ভয়ছিলনা, কিন্তু মানুষকে উহার কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার ভৈষজ্য ও খনিজ পদার্থের জ্ঞান এবং রসায়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ফল কথা, ভূগোল, খগোল, ভূতত্ত্ব, প্রকৃতি বিদ্যা, ফিজিক্স, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, ইঞ্জিনিয়ারিং,কলা, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থ নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিদ্যা পৃথিবীকে অধিকৃত এবং উহাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মানবপিতা আদমকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং আদমই ছিলেন দুনিয়ার খিলাফতের যোগ্যপাত্র' ফেরেশ্‌তারা নন।

আদমের বেহেশ্‌তে অবস্থান,

আদম দীর্ঘকাল পর্যন্ত বেহেশতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে থাকেন, বেহেশ্‌তের সকল প্রকার সুখ ও আনন্দের মধ্যেও তিনি তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনে এক প্রকার শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। তাই তাঁহার সঙ্গিনী ও সহচরী রূপে আল্লাহ্ হাউয়াকে সৃষ্টি করিলেন। বেহেশতের সর্বত্র গমনাগমন এবং সর্ববিধ সম্ভোগের অনুমতি তাঁহাদের দেওয়া হইয়াছিল, শুধু একটি বৃক্ষের নিকট যাইতে আর উহার ফল ভক্ষণ করিতে তাঁহারা নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বেহেশত হইতে বহিষ্কার, ইতিমধ্যে ইবলীস সুযোগের সন্ধান করিতেছিল, সে আদমকে বুঝাইল যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষটি প্রকৃতপক্ষে জীবন বৃক্ষ। ইহার ফল ভক্ষণ করিলে বেহেশতে চিরবাসের সুযোগ মিলিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্দর্শন হইতে তাহারা কোন দিন.বঞ্চিত হইবেন। ইবলীস বারম্বার শপথ করিয়া আদমকে বিশ্বাস করাইল যে, সে আদমের একান্ত শুভানুধ্যায়ী, তাহার শত্রু নয়। ইবলীসের প্ররোচনায় মানব চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিস্মৃতি ও ভুলের প্রভাব সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিল, আদম ভুলিয়া গেলেন যে, আল্লাহর নিষেধ আদেশ মূলক ছিল, কেবল পরামর্শ-সূচক ছিলনা। বেহেশতে চিরবাসের লোভ আর আল্লাহর নৈকট্যের দুর্বার আকাংখায় তাঁহার সংকল্প শিথিল হইয়াগেল এবং শেষ পর্যন্ত আদম ও হাউয়া উভয়েই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রকৃতির বিকাশ ঘটিল, বেহেশ্‌তের পরিচ্ছদ তাঁহাদের দেহ হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহারা নিজেদের উলঙ্গ অবস্থায় দর্শন করিলেন এবং বৃক্ষের পাতায় লজ্জাস্থান ঢাকিতে লাগিলেন। যেন মানবের তমদ্দুনের এই ভাবে সূচনা ঘটিল, মানুষ গাছের পাতায় সর্বপ্রথম তাহার দেহ আবৃত করিল।

আদমের আচরণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কৃতকর্মের কৈফিয়ত চাহিলেন আদম আদমই ছিলেন, তিনি নিজের দোষ বুঝিতে পারিলেন, ইবলীসের মত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেননা,সরলমনে অনুতপ্ত হৃদয়ে অপরাধ স্বীকার করিলেন। তিনি জানাইলেন, বিদ্রোহ বা আদেশ লংঘন করার উদ্দেশ্যে এই অপরাধ তিনি করেন-নাই, বিস্মৃতি ও ভুলের দরুণেই ইহা ঘটিয়াছে অতঃপর ব্যাকুল মনে ও আকুল কণ্ঠে আদম আল্লাহর কাছে স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লাহ্ আদমকে ক্ষমাদান করিলেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করার সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছিল তাই আল্লাহ্ আদমকে আদেশ দিলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরদিগকে নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে বসবাস করিতে হইবে, আদমের পরম শত্রু ইবলিসও শত্রুতাসাধনের যাবতীয় কলাকৌশল ও অস্ত্র সস্ত্র সহকারে সেখানে মওজুদ থাকিবে। আদমকে ইবলীসী ও মালাকুতী এইদুই শক্তির মধ্যভাগে জীবন যাপন করিতে হইবে। যদি আদম ও তাঁহার বংশধররা দুনিয়ায় আল্লাহর সত্যকার প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ হন

Contents

الأسئلة والمسائل জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمد الله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ❋

তিন তালাক প্রসংগ

সংশোধন করুন : তর্জুমানুল হাদীস ৭ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ৩৬৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে তিন তালাক শব্দের পর "এক তালাক" শব্দ বাদ পড়িয়াগিয়াছে। পাঠকগণ উল্লিখিত শব্দটি যুক্ত করিয়া লউন। —তর্জুমান সম্পাদক

ইমাম ইস্‌হাক বিনে রাহওয়ে (১৬১—২৩৮) এবং পূর্ববর্ত্তী বিদ্বানগণের মধ্যে আরও কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাকের পর্যায়ভুক্ত করিতেন কিন্তু যেসকল নারীর সহিত তাহাদের পুরুষরা সঙ্গম করেনাই, শুধু তাহাদের বেলাতেই তাঁহারা এই নির্দেশ প্রযোজ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিতেন। ইঁহারা তাঁহাদের ব্যবস্থার পোষকতায় যে দলীল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইল :—

আবুদাউদ স্বীয় সনদ সহকারে হাম্মাদ বিনে যয়েদের নিকট হইতে এবং তিনি আইয়ূব সুখতিয়ানির নিকট হইতে এবং তিনি একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে এবং তাঁহারা তাউসের নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবুস্‌সহবা নামক জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসকে সকল সময়ে বহুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তিনি একদা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে.কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্ব একত্রিত ভাবে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহর (দঃ) সময়ে এবং আবুবক্‌রের যুগে এবং উমরের খিলাফতের প্রাথমিক ভাগে উক্ত তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য করা হইত? ইবনেআব্বাস বলিলেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং উমরের খিলাফতের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যৌনসংযোগের পূর্বেই স্ত্রীকে একত্র তিন তালাক দিলে উহাকে এক বলিয়াই গণ্য করা হইত, কিন্তু যখন উমর দেখিতে পাইলেন যে, লোকেরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিতে লাগিয়া গিয়াছে অর্থাৎ একত্র তিন তালাক দেওয়ার রীতি সীমালংঘন করিয়া চলিয়াছে,তখন তিনি তাহাদের জন্য একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। ¶

روى ابو داؤد بسنده عن حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاؤس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثير السوال لابن عباس، قال: اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر و صدرا من خلافة عمر؟ قال ابن عباس : بلى، كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابى بكر وصدرا من امارة عمر، فلما راى الناس قد تتابعوا فيها، قال اجيزوهن عليهم •

কিন্তু তিন তালাককে, যেসকল নারীর সহিত সঙ্গম করা হয়নাই, শুধু তাহাদের জন্য এক তালাক রূপে সীমবদ্ধ করার নির্দেশ বিভিন্ন কারণে সঠিক নয়। কারণ,

[১] উপরিউক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন এবং উহাতে

¶ আবুদাউদ, সুনন (আওলনহ) ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃঃ।

(৩৮৩ পৃষ্ঠার পর)

তাহাহইলে তাদের আসল বাসভুমি বেহেশত চিরদিনের জন্য তাঁহাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করা হইবে।

আল্লাহর আদেশ মত আদম তাঁহার জীবনসঙ্গিনী হাউয়া সমভিব্যাহারে এই রূপে ভুপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইলেন।

ক্রমশঃ

Contents

অজ্ঞাতনামা রাবী রহিয়াছেন। আইয়ুব যে একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে তাউসের রেওয়ায়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই একাধিক ব্যক্তি কাহারা, তাহা জানা নাই। হাফিয মন্‌যরী বলিয়াছেন, যাহারা তাউসের নিকট হইতে ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছে, তাহারা অজ্ঞাত ব্যক্তি। †

> الـرواة عـن طـاؤس مجاهيـل

[২] স্বয়ং আবদাউদ স্বীয় সনদ সহকারে "আন্‌-আনার" পরিবর্তে 'তহ্‌দীসের" নিয়ম অনুসারে এই হাদীসটি আবদুর্‌রয্‌যাকের বাচনিক এবং তিনি ইব্‌নে জুরায়জের বাচনিক এবং তিনি তাউসের পুত্রের বাচনিক এবং তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবুস্‌সহবা ইব্‌নেআব্বাসকে বলিলেন, আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] ও হয্‌রত আবুবক্‌রের যুগে আর হযরত উমরের খিলাফতের তিন বৎসর পর্যন্ত একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইত? ইব্‌নেআব্বাস বলিলেন, হাঁ! সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়াই এই হাদীস সহীহ মুস্‌লিমের অনুরূপ, ইহাতে অজ্ঞাতনামা রাবী নাই, ইহা 'আন্‌আনা' ভাবে বর্ণিতও হয়নাই। সুতরাং যৌন সংযোগ সম্পর্কিত হাদীস যদি ইহার বিপরীত হয়, তাহাহইলে উহার তুলনায় এই হাদীস উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ আর ইহাতে যৌন-সংযোগ হওয়া বা না হওয়ার উল্লেখ নাই। আর যদি বলা হয়, এই দুই হাদীসে বিরোধ নাই, তাহাহইলে আর কোন গণ্ডগোল থাকেনা। কারণ যৌন সংযোগ না হওয়ার হাদীস দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয়না যে, যেসকল হাদীসে ও কথার উল্লেখ নাই, সেগুলি উড়াইয়া দিতে হইবে। যদি একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্যকরার ব্যবস্থা যাহাদের সহিত যৌন-সংযোগ হইয়াছে আর যাহাদের সহিত হয়নাই, উভয়বিধ নারীর প্রতি প্রযোজ্য হয়, তাহাহইলে উভয় হাদীসে কোন বিরোধ থাকেনা।

> ان اباالصهباء قال لابن عباس: اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و ابى بكر و ثلاثًا من امارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم!

[৩] এ-সম্পর্কে যতগুলি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিতেই যৌন সংযোগ না হওয়ার শর্ত উল্লিখিত নাই এবং ইমাম মুস্‌লিমও এই ব্যতিক্রম উল্লেখ করেননাই।

আর একটি প্রমাণ,

আবু দাউদ আবদুররয্‌যাকের হাদীস হইতে, তিনি ইব্‌নে জুরায়জের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবুরাফে এর কোন পুত্র ইক্‌রিমার নিকট হইতে এবং তিনি ইব্‌নেআব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন, রুকানা ও তদীয় ভ্রাতাগণের— পিতা আব্দ ইয়াযীদ রুকানার জননীকে তালাক দিয়া মুযায়না-গোত্রের জনৈকা নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি একদা রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মস্তক হইতে একটি কেশ উৎপাটিত করিয়া বলিল, এই কেশটিতে যেরূপ হয়, আব্দ-ইয়াযীদ দ্বারা তাহার অতিরিক্ত আমার কার্যোদ্ধার হয়না, আপনি উহার সহিত আমার বিচ্ছেদ করিয়া দিন। রসূলুল্লাহ (দঃ) উৎকণ্ঠা বোধ করিলেন এবং রুকানা ও তাহার ভাইদের ডাকাইয়া আনিলেন। অতঃপর

> قال: طلق عبد يزيد ابو ركانة و اخوته ام ركانة و نكح امرأة من مزينة، فجاءت النبى صلى الله عليه و سلم فقالت مايغنى عنى الا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها، ففرق بينى و بينه فاخذت النبى صلى الله عليه و سلم حمية فدعا بركانة و اخوته، ثم قال لجلسائه: اترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد و فلانًا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم! قال النبى صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد: طلقها، ففعل! قال راجع امرأتك

---

† আওনুলমাবুদ (২) ২২৮ পৃঃ।

ام ركانـة واخوتـه ، فقـال:
انى طلقـتهـا ثلاثًا يارسول
الله ! قال: قـدعلمـت،
راجعـها! و تلى: يـاايهـا
النبـى اذا طلقـتم النسـاء
فطلقـوهن لعـدتهـن—
الى آخر الايـة—

সমবেত লোকদের বলিলেন, দেখ দেখি, আব্দইয়াযীদের এই পুত্রের দেহের অমুক অমুক অংশে আর এই পুত্রের দেহের অমুক অমুক অংশে কিআব্দইয়াযীদের সৌসাদৃশ্য নাই ? সকলেই বলিল, অবশ্যই আছে। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) আব্দইয়াযীদকে বলিলেন, উহাকে তালাক দাও! তিনি তাহাই করিলেন। অতঃপর তাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার স্ত্রী রুকানা ও তাহার ভাইদের জননীকে পুনঃগ্রহণ কর। আব্দইয়াযীদ বলিলেন,হে আল্লাহর রসূল, আমি তাহাকে তিন তালাক দিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি জানি, তুমি উহাকে পুনঃগ্রহণ কর। অতঃপর তিনি সূরত-আত্তালাকের প্রথম আয়তটি পাঠ করিলেন, (যাহা আমি এই নিবন্ধের গোড়ায় উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহার অনুবাদ এই যে,) হে নবী, যদি আপনি স্ত্রীকে তালাক দিতে চান, তাহাহইলে তাহাদের ইদ্দত অনুসারে তালাক দিন এবং ইদ্দত গণনা করিতে থাকুন এবং আপনার প্রভু সম্বন্ধে সাবধান থাকুন। দেখুন, তালাকের পর স্ত্রীদের গৃহ হই ত বহিষ্কৃত করিবেননা, আর তাহারাও যেন স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া বহির্গত না হয়। অবশ্য যদি খোলাখুলি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহাহইলে স্বতন্ত্র কথা! দেখুন, ইহা আল্লাহর বিধানের সীমারেখা, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করিয়া যায়, সে নিজের উপরেই অত্যাচার করিয়া থাকে। সে এ-কথা অবগত নয় যে, তালাকের পরও আল্লাহ অন্য কোন পন্থা বাহির করিতে পারেন। ¶

সূরত-আত্তালাকের আয়তের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে তালাকের বিধান প্রদান করিয়াছেন, তাহা ইদ্দতের তালাক, আকাস্মিক ও যুগপৎ তালাক নয়। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই মীমাংসা করিতে হইবে, পুরুষ তার স্ত্রীকে লইয়া শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে, না চিরদিনের মত তাহাকে পরিহার করিবে? তিন তালাক একত্রিত ভাবে বলবৎ করিতে হইলে কোরআনের এই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ ইদ্দত গণনা করার কোন অবসর এ-অবস্থায় থাকেনা। তারপর আয়তের শেষাংশে এই মুহলত দেওয়ার ও তালাকের শেষকে বিলম্বিত করার তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ তালাকের পর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনুশোচনার সঞ্চার হইতে পারে, তাই পুনর্মিলনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তিন তালাকের আকস্মিক ও যুগপৎ প্রয়োগ আল্লাহর কথিত তাৎপর্যের পরিপন্থী আর তালাকের আসল উদ্দেশ্যই এই পদ্ধতিতে পণ্ড হইয়া যায়। অনুশোচনা ও পুনর্মিলনের সমুদয় সম্ভাবনা এক-চোটেই ফুরাইয়া যায়। এই মহান উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আব্দইয়াযীদকে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদত্ত স্ত্রী ফিরাইয়া লইতে আদেশ দিয়াছিলেন।

আব্দইয়াযীদের উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে কোন কোন বিদ্বান বিবিধ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন:—

প্রথমতঃ ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আবুদাউদ বলেন, আবদুল্লাহ বিনে ইয়াযীদ বিনে রুকানা তাঁহার পিতার নিকট হইতে এবং তিনি রুকানার নিকট হইতে এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন যে, রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে নিশ্চয়বাচক অর্থে তালাক দিয়াছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে তাহার স্ত্রী ফিরাইয়া দেওয়ান। †

ان ركانـة طلق امرأتـه
البـتـة، فردها اليـه النبى
صلى الله عليـه و سلـم—

ইহা অনস্বীকার্য যে, আব্দ বিনে ইয়াযীদের হাদীস সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। যদিও ইবনে জোরায়েজ 'তহ্দীসী' নিয়মে এই ঘটনা আবুরাফে-এর কোন বংশধরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু সে বংশধর কে, সনদে তাহা উল্লিখিত নাই। পক্ষান্তরে আবুরাফে এর বংশধর গণের মধ্যে ফয্ল বিনে উবায়দুল্লাহ বিনে আবিরাফে ব্যতীত অন্য কাহারও অবস্থা রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নাই। ইহাকে হাফিযুলইস্লাম ইব্নে-হজর গ্রহণীয় (মক্বুল) বলিয়াছেন। ‡ এতটুকু

¶ সুনানে আবিদাউদ (২) ২২৬ পৃঃ; আওন সহ।

† সুনানে-আবিদাউদ (২) ২২৬ পৃঃ।

‡ তক্রীব, ৩০০ পৃঃ।

Contents

সন্দেহের জন্ত আব্‌দ ইয়াযীদের হাদীস সম্পূর্ণ বর্জনীয় হইতে পারেনা, বিশেষতঃ ইহার পোষকতায় যখন বিশুদ্ধ হাদীসও মওজুদ রহিয়াছে। এক্ষণে এইরূপ কতিপয় প্রমাণ উধৃত করা হইবে।

আরও একটি প্রমাণ

ইমাম আহমদ ও আবুইয়োলা তাঁহাদের সনদ সহকারে বলিতেছেন, মোহাম্মদ বিনে ইস্‌হাক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি দাউদ বিনে হুসাইনের বাচনিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইক্‌রিমার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস বলিলেন, আব্দইয়াযীদের পুত্র রুকানা তাঁহার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার পর তাঁহার স্ত্রীর জন্য অতিশয় শোকাকুল হন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহাকে কিরূপ তালাক দিয়াছ? রুকানা বলিলেন, একত্রিতভাবে তিন তালাক দিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে, সুতরাং তুমি উহাকে পুনঃগ্রহণ করিতে পার। ইহাতে রুকানা তাঁহার তিন তালাক-দত্তা স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইলেন।

قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد فقال النبى صلى الله عليه و سلم انما تلك واحدة ، فارتجعها ان شئت — فارتجعها !

এই হাদীসটি বিশুদ্ধ, ইহা সর্বপ্রকার ত্রুটিবিমুক্ত! হাফেযুল-ইস্‌লাম ইব্‌নেহজর বলেন, হাফেয আবুইয়োলা মোহাম্মদ বিনে ইস্‌হাকের মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই হাদীসটি বক্ষমান মস্‌আলার অকাট্য প্রমাণ! অন্যান্য রেওয়ায়তে যেসকল ত্রুটি বা পরোক্ষ ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে, ইহাতে সেগুলি নাই! *

صححه ابويعلى من طريق محمد بن اسحاق، و قال هذا الحديث نص فى المسئلة ، لايقبل التاويل الذى فى غيره من الروايات —

কেহ কেহ ঐতিহাসিক কুলাগ্রগণ্য মুহাম্মদ বিনে ইস্‌হাকের বিরুদ্ধ 'তদ্‌লীসের' অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন কিন্তু বিদ্বানগণ সম্যক অবগত আছেন যে, মুদাল্লিসের 'আন্‌আনা' অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহার 'তহ্‌দীস' কদাচ আগ্রহ্য নয় আর এই হাদীসটি মোহাম্মদ বিনে ইস্‌হাক 'আন্‌আনা'র পরিবর্তে 'হাদ্দাসানী' বলিয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সুতরাং এই আপত্তির অলীকতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত আবুরাফে এর হাদীসের প্রামাণিকতাও সাব্যস্ত হইল।

দ্বিতীয় আপত্তি একান্ত হাস্যকর! রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে নিশ্চয়তঃ বাচক তিন তালাক দিয়াছিলেন বলিয়া আবুদাউদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকেই পরমবিশুদ্ধ বলিয়াছেন। আমি বলিতেছি, এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী, তিরমিযী, ইবনেমাজা ও ইবনেহিব্বানও স্বস্ব গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন। রুকানার স্বীয় স্ত্রীকে আল্‌বাত্তা'র তালাক দেওয়ার ঘটনা যদি পরমবিশুদ্ধও হয়, তাহাতে তাঁহার পিতা আব্দবিনে ইয়াযীদের তিন 'তালাকের হাদীস বাতিল হইবে কেমন করিয়া? পিতা ও পুত্রের ঘটনা কি পৃথক পৃথক হইতে পারেনা? তারপর 'আলবাত্তা'র হাদীসটি মুহাম্মদ বিনে ইস্‌হাকের হাদীসের প্রতিকুল নয়কি? আর ইব্‌নে ইস্‌হাকের হাদীসের বিশুদ্ধতাও কি সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয় নাই?

আসুন পাঠক, "আলবাত্তা"র হাদীসটি কিরূপ পরমবিশুদ্ধ, এইবারে তাহা পরীক্ষা করা যাক।

হাফেয ইব্‌নেহজরের উক্তি এইযে, আলবাত্তার হাদীস স্বয়ং রুকানা বর্ণনা করিয়াছেন না উহা তাঁহার নামে মুর্স'ল আকারে বর্ণিত হইয়াছে, এ-সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। ইবনেআবদুলবর বলেন, বিদ্বানগণ 'আলবাত্তা'র হাদীসকে দুর্বল বলিয়াছেন। ‡

واختلفوا هل هو من مسند ركانة او مرسل عنه — صححه ابوداؤد وابن حبان و اعله البخارى بالاضطراب و قال ابن عبد البر ضعفوه —

---

* ফতহুলবারী (৯) ২৯০ পৃঃ

‡ তলখীসুল হাবীর (২) ৩১৯ পৃঃ।

উকায়লী এই হাদীসের সনদকে অনিশ্চিত বলিয়াছেন। হাফেয যহবী বলেন, اسناده مضطرب

জরীর বিনে হাযিম-আন্‌-যুবায়র বিনে সঈদ-আন্‌-আবদুল্লাহ বিনে ইয়াযীদ বিনে রুকনা-আন্‌-আবিহে আন্‌ জাদ্দেহী—এই সনদে বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে ইমাম বুখারীর সাক্ষ্য এই যে, আলী বিনে যয়েদের হাদীস সঠিক নয়, অধিকন্তু একমাত্র জরীরব্যতীত অন্য কেহই ইহা রেওয়ায়ত করেননাই।¶ হাফেয ইবনে হজর আলী বিনে ইয়াযীদ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনি ৪র্থ স্তরের অজ্ঞাত অবস্থার রাবী।§ আবার জরীর যে যুবায়ের বিনে সঈদের নিকট হইতে এই হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন, নাসায়ী তাঁহাকে যঈফ বলিয়াছেন। * আল্লামা শওকানী বলেন, একাধিক বিদ্বান যুবায়ের বিনে সঈদকে দুর্বল সাব্যস্ত করিয়াছেন এমনকি তাঁহাকে পরিত্যাজ্যও বলা হইয়াছে।

قال البخاري: لم يصح حديثه تفرد به جرير

علی بن يزيد بن ركانة مستور من الرابعة -

و قد ضعفه غير واحد و قيل انه متروك

ইমাম শা'ফেয়ীর সনদের রাবীগণের অবস্থাও তথৈবচ। আল্লামা আবদুলহক তাঁহার আহ্‌কামে বলিয়াছেন, এই হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ বিনে আলী বিনে সায়েব রহিয়াছেন তিনি নাফে বিনে উজায়র বিনে আব্দ ইয়াযীদের নিকট হইতে এবং তিনি রুকানার নিকট হইতে ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং যুবায়ের বিনে সঈদ আবদুল্লাহ বিনে আলী বিনে রুকানার নিকট হইতে আর আবদুল্লাহ তদীয় পিতা আলী বিনে ইয়োযীদের এবং তিনি তদীয় পিতামহ রুকানার নিকট হইতে এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ইহারা সকলেই দুর্বল আর তাঁহাদের মধ্যে যুবায়ের বিনে সঈদ সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্বল। †

فی اسناد حديث الباب عبدالله بن علی بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد عن ركانة والزبير بن سعيد عن عبد الله بن علی بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده، و كلهم ضعفاء و الزبير اضعفهم!

ইমাম খাত্তাবী বলেন, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল এই হাদীসের সমুদয় সনদকেই দুর্বল সাব্যস্ত করিতেন। *

وقد حكی الخطابی ان الامام احمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها!

হাফেয ইবনুল-কাইয়েমের অভিমত এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন বড়ই আশ্চর্য যে, নাফে বিনে উজায়র, যে ব্যক্তি অজ্ঞাত আর যাহার অবস্থা অবিদিত, সে কে, আর কি, তার কিছুই জানানাই, তাহাকে 'আবুস্‌সহবার হাদীস রেওয়ায়তকারী ইবনেজুরায়জ, মা'মর ও আবদুল্লাহ বিনে তাউস প্রভৃতির অগ্রগণ্য করা হয়, অথচ হাদীসশাস্ত্রের অধিনায়ক মোহাম্মদ বিনে ইস্‌মাঈল বুখারী সাক্ষ্য দিয়াছেন, নাফেবিনে উজায়রের হাদীসে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামে গ্রন্থে ইহা উধৃত করিয়াছেন। অন্যস্থানে বুখারী স্বয়ং নাফেকেই অস্থির বলিয়াছেন, কখন তিনি বলেন, রুকানা তিন তালাক দিয়াছিলেন, কখন বলেন এক তালাক আর কখনও বা বলেন আলবাত্তা তালাক দিয়াছিলেন!

فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذی لايعرف حاله البتة و لا يدری من هو و لا ما هو، علی ابن جريج و معمر و عبدالله بن طاؤس فی قصة ابی الصهباء و قد شهد امام الحديث محمد بن اسمعيل البخاری بان فيه اضطرابا هكذا قال الترمذی فی الجامع— و ذكر عنه فی موضع آخر انه مضطرب، فتارة يقول طلقها ثلاثا و تارة يقول واحدة و تارة يقول البتة و قال الامام احمد : وطرقه كلها ضعيفة و ضعفه ايضا البخاری، حكاه المنذری عنه، ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية علی حديث عبدالرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بنی ابی رافع، واولاده تابعيون و ليس فيهم متهم بالكذب، و قد روي عنه ابن جريج —

ইমাম আহমদ বলেন, এই হাদীস যতগুলি বিভিন্ন

¶ মীযানুল ইতিদাল [২] ২১৬ পৃঃ

§ তকরীব, ২৭৫ পৃঃ

* মীযান [১] ৩০৮ পৃঃ

† তালিকুল মুগনী [৩] ৪৩৯ পৃঃ

§ যাদুল মাআদ

Contents

তরীকায় বর্ণিত হইয়াছে সমস্তই দুর্বল। ইবনুলকাইয়েম বলেন, এমতাবস্থায় এরূপ অনিশ্চিত ও অজ্ঞাতনামা হাদীসকে আব-দুর্রযযাক-আন-ইবনে-জুরায়জের হাদীসের উপর শুধু আবুরাফের এর কোন পুত্রের নাম স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত নাথাকার দরুণ কেমন করিয়া অগ্রগণ্য করা চলিবে? অথচ তাঁহার পুত্রগণ তাবেয়ী এবং তন্মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যাকথনের অভিযোগও নাই এবং ইবনেজুরায়জের ন্যায় ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। *

উল্লিখিত প্রমাণ সমূহের উপর নির্ভর করিয়া আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন, পুরুষ আকস্মিক ভাবে স্ত্রীকে একত্রিত তিন তালাক প্রদান করিলে উহা এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে এবং এক তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে পুরুষ তাহার সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে আর যদি ইদ্দত নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাহাহইলে পুনর্বিবাহ দ্বারা উক্ত নারীকে গ্রহণ করা চলিবে। সূরত-আলবাকারার ২৩২ আয়তে উপরিউক্ত নির্দেশের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা স্ত্রীকে যদি তালাক দাও আর তাহারা তাহাদের ইদ্দত শেষ করিয়া ফেলে তাহাহইলে তোমরা স্ত্রীদের পথে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহিতা হইতে বাধা সৃষ্টি করিওনা, অবশ্য যদি তাহারা সততার সহিত পরস্পর সম্মত হয় তবেই। তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহাদিগকে এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। এই বিধান তোমাদের জন্য মলিনতাবিমুক্ত ও সুন্দর। বস্তুতঃ যাহা উত্তম, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন, তোমরা অবগত নও।

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذالك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، ذالك ازكى لكم و اطهر، والله يعلم و انتم لاتعلمون--

ইমাম ইব্‌নেজরীর বলিয়াছেন, কোরআনের ভাষ্যকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়তে নারীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

واتفق اهل التفسير ان المخاطب بذالك الاولياء -

হাফেয ইবনুল মনযর আলী বিনে তল্‌হার মাধ্যমে ইবনেআব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই আদেশ এরূপ পুরুষ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে যে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে, এবং পুনর্মিলনের পূর্বেই ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ পুরুষ তাহার সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে চায় এবং স্ত্রীর ইচ্ছাও তাহাই, কিন্তু স্ত্রীলোকটির অভিভাবকরা সেই বিবাহে অন্তরায় হয়। ‡

هى فى الرجل يطلق امرأته ، فتقضى عدتها فيبدوله ان يرجعها و تريد المرأة ذالك فيمنعه وليها —

ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহগ্রন্থে হাসান বস্‌রীর মাধ্যমে মা'কেল বিনে ইয়াসরের ঘটনা রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাঁহার ভগ্নিপতি মা'কেলের ভগ্নিকে তালাক দেন এবং রুজূর ইদ্দত শেষ হইয়াযায়। তাঁহার ভগ্নিপতি পুনঃবিবাহের পয়গাম দিলে মা'কেল প্রত্যাখ্যান করেন, ইহাতে উল্লিখিত আয়ত অবতীর্ণ হয়।

আল্লামা শাইখ আহ্‌মদ যিনি মোল্লা জীবন নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার তফ্‌সীরাতে আহ্‌মদীয়ায় লিখিয়াছেন. এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা জায়েয, অবশ্য যদি স্পষ্টাক্ষরে তালাক প্রদত্ত হয়, তবেই। কিন্তু যদি ইদ্দত শেষ হইয়া যায় অথবা আকারে ইংগীতে তালাক দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাহইলে স্ত্রী বায়েনা হইয়া যাইবে এবং তাহার সেই পুরুষের সঙ্গে পুনর্বিবাহ বা অন্য

ثم فى الطلقة و الطلقتين يجوز له الرجعة اذا كانت فى العدة و يكون الطلاق بلفظ الصريح — واما ان انقضت العدة او كانت كنايات ، بانت ويحل لها نكاحه ثانياً ونكاح غيره من الازواج — انتهى

---

* যাদুলমাআদ (৪) ৮৪ ও ৮৫পৃঃ।

‡ ফতহুলবারী (৮) ১৩৩ পৃঃ।

Contents

পুরুষের সহিত বিবাহ বৈধ হইবে। ‡

মূল বক্তব্যের আলোচনা এই স্থানেই শেষ হইতে পারিত, কিন্তু একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক-তালাক গণ্য করার স্বপক্ষে আমরা যে-সকল দলীল প্রমাণের অবতারণা করিয়াছি, সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্বানগণের একটি বৃহৎ দল বহুবিধ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের উপস্থাপিত প্রমাণসমূহের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সেই সকল আপত্তির কতকাংশের জওয়াব দেওয়া হইলেও আলোচ্য প্রসঙ্গটিকে সর্বাংগ সুন্দর ও সকল দিক দিয়া সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে এক্ষণে অন্যান্য আপত্তিগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

و الله يقول الحق ويهدى السبيل و هو
حسبى و نعم الوكيل

(৩)

প্রথম আপত্তি

উল্লিখিত বিদ্বানগণের অন্যতম আপত্তি এই যে, একত্রিত ভাবে তিন তালাক্ দিলে উহা তিন তালাক গণ্য করার ফত্ওয়া স্বয়ং হয্রত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসও প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যে-সকল রেওয়ায়ত সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্বন্ধে এই নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার ফত্ওয়ার বিরোধী। অতএব ইব্নে আব্বাসের রেওয়ায়ত গুলির পরিবর্তে তাঁহার ফত্ওয়াই অনুসরণীয় হইবে।

কিন্তু এই আপত্তি গ্রাহ্য করিতে হইলে সর্বপ্রথম একটি মূলনীতি স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। কোন সাহাবীর আচরণ বা ফত্ওয়া যদি তাঁহার রেওয়ায়তের বিপরীত হয়, তাহাহইলে সাহাবীর ফত্ওয়া বা আচরণ অনুসরণীয় হইবে, না তিনি যে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণীয় হইবে?

আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণ রেওয়ায়তকারীর রেওয়ায়তকেই গ্রহণীয় বিবেচনা করেন। কারণ সত্য পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য নির্ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের অভিমত ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এ-কথা বলার উপায়নাই যে, উহা অভ্রান্ত। রেওয়ায়তকারী যে একমাত্র যইফ হওয়ার কারণেই তাঁহার রেওয়ায়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এ-কথা সঠিক নয়, অপরাপর বহুবিধ কারণেও তাঁহার পক্ষে স্বীয় রেওয়ায়তের প্রতিকুল কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা ফত্ওয়া দেওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। এ-সম্পর্কে ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল বলেন,—সাহাবী যাহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণীয় হইবে, তাঁহার ফত্ওয়া গ্রাহ্য হইবেনা। *

ان العبرة بما رواه الصحابى لابقوله اذا خالف الحديث:—

শাইখুল ইস্‌লাম ইব্‌নে-তায়মিয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, রেওয়ায়তকারীর স্বীয় রেওয়ায়তের বিপরীত আচরণের জন্য উক্ত হাদীসের কোন দোষ সাব্যস্ত হইতে পারে কিনা? এ বিষয়ে ইমাম আহ্‌মদ ও অধিকাংশ বিদ্বানগণের সুপ্রসিদ্ধ অভিমত যে, হাদীসের কোন দোষ সাব্যস্ত হইবেনা।

و عمل الراوى بخلاف روايته ، هل يقدح فيها ؟ و المشهور عن الامام احمد و اكثر العلماء انه لايقدح فيها ، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث —

কারণ হাদীসের ত্রুটি ছাড়াও রেওয়ায়তকারীর স্বীয় রেওয়ায়তের বিপরীত কার্য করার অপরাপর বহুবিধ কারণ থাকিতে পারে। ¶

উল্লিখিত মূলনীতির বশবর্তী হইয়া হয্রত ইব্নে-আব্বাসের বহু ফত্ওয়া ইমাম আহ্‌মদ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

(ক) তারপর এ দাবীও সম্পূর্ণ অমূলক যে, হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস তাঁহার রেওয়ায়তের বিপরীত ফত্ওয়াই শুধু দিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীসসমূহের অনুকূলে তিনি আদৌ কোন ফত্ওয়া দেননাই। একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে একতালাক গণ্য-করা সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি ফত্ওয়া নিম্নে সন্নিবেশিত হইল:—

১। আবুদাউদ হাম্মাদ বিনে যয়েদের মাধ্যমে, তিনি আইয়ুব সখ্তিয়ানির নিকট হইতে, তিনি ইক্‌রিমার নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইবনেআব্বাস বলিয়াছেন: যদি কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে

---

‡ তফসীরাতে আহ্‌মদীয়া, ৯৫ পৃঃ

ইগাসাতুল লহ্‌ফান (১] ২৯৩ পৃঃ

¶ সিরাতে মুস্তকীম, ৬২ পৃঃ

তাহার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক দিলাম! তোমাকে তালাক দিলাম! তোমাকে তালাক দিলাম! অর্থাৎ তিনবার, তাহাহইলে উহা এক-তালাক হইবে। †

اذا قال انت طالق ثلاثاً بفم واحد ، فهى واحدة —

হাফেয ইব্‌নুলকাইয়েম বলেন, ইহার সনদ বুখারীর শর্তের অনুরূপ। বিশুদ্ধতা ও গৌরবের দিক দিয়া এই সনদ তোমাদের জন্য যথেষ্ট!‡

২। ইমাম আবদুর রয্‌যাক স্বীয় সনদ সহকারে আইয়ূবের নিকট হইতে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হাকাম বিনে উআয়না ইমাম যুহরীর কাছে আগমন করিলেন, আমিও (আইয়ুব সখতিয়ানী) তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। হাকাম এরূপ একজন বিবাহিতা কুমারী সম্বন্ধে যুহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহার স্বামী তাহার সহিত যৌনবিহারের পূর্বেই তাহাকে তিন তালাক দিয়াছিল, যুহরী বলিলেন, এসম্পর্কে ইবনে-আব্বাস, আবুহোরায়রা ও আবদুল্লাহ বিনেউমর জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন আর তাঁহারা সকলেই এই ফত্‌ওয়া দিয়াছিলেন যে, অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীকে তাহার স্বামী পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবেনা। আইয়ুব বলিতেছেন, হাকাম সেস্থান হইতে বহির্গত হইয়া ইব্‌নে-আব্বাসের ছাত্র তাউসের কাছে আসিলেন। তখন তিনি মস্‌জিদে-নববীতে ছিলেন। হাকাম তাঁহাকে উপরিউক্ত মস্‌আলায় ইবনেআব্বাসের ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আর যুহরী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে জানাইলেন। আইয়ুব বলিতেছেন, আমি দেখিলাম, এই কথা শুনিয়া তাউস আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার উভয় হস্ত উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, আল্লাহর শপথ! ইবনে আব্বাস এরূপ তিন তালাককে শুধু একতালাকই গণ্য করিতেন।*

دخل الحكم بن عيينة على الزهرى وانا معهم فسالوه عن البكر تطلق ثلاثاً ، فقال سئل عن ذالک ابن عباس وابو هريرة و عبدالله بن عمر رضى الله عنهم فكلهم قالوا: لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال: فخرج الحكم فاتى طاؤسا و هو فى المسجد ، فاكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها ، و اخبره بقول الزهرى - فقال: فرأيت طاؤسا رفع يديه تعجباً من ذالک و قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها الا واحدة —

প্রকৃতপ্রস্তাবে আবদুল্লাহবিনে আব্বাসের প্রমুখাৎ দুই প্রকার ফতওয়াই বর্ণিত আছে। কতক ফতওয়ায় তিনি যুগপৎ তিন তালাককে তিন তালাক সাব্যস্ত রাখিয়া শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে হযরত উমরের সহিত একমত হইয়াছেন এবং অপরাপর ফতওয়ায় তিনি যে-সকল হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিয়াছেন।

অতএব আহলেহাদীসগণের অবলম্বিত সূত্র অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় প্রকার ফতওয়াই গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় হইবে।

আর একটি আপত্তি

একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্পর্কে এ-আপত্তিও উপস্থিত করা হইয়া থাকে যে, ইহাতে সাহাবাগণের নির্ধারণের অন্যথাচরণ করা হয়।

ইহার উত্তরে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইতে পারে যে, হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীকের শাসনকালের আড়াই বৎসর পর্যন্ত লক্ষাধিক সাহাবা একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিতেন আর এ বিষয়ে হযরত উমর ফারূকও তাঁহাদের সহিত তখন একমত ছিলেন, একথা আমরা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত করিয়াছি। সুতরাং একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিলে সাহাবাগণের নির্ধারণের অন্যথাচরণ হইতে

---

† সুনানে আবিদাউদ (২) ২২৭ পৃঃ।

‡ ইগাসা [১] ৩২২ পৃঃ ও ২৮৬ পৃঃ।

* আওনুল মাবুদ [২] ২২৭ পৃঃ।

পারেনা, এ-অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কোন কোন লোকের মুখে শুনাযায় যে, যুগপৎ ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) ও হয্রত আবুবক্রের যুগের নির্দেশ মন্সূখ হইয়াগিয়াছে।

ইহার জওয়াব এইযে, ইহা মিথ্যা ও বাতিল এবং অসম্ভব! রসূলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের পর শরীআতের কোন নির্দেশ মনসূখ হইতে পারেনা। জগতশুদ্ধ লোকেরও এ অধিকার নাই। কোন মর্দে-মুমিনের মুখ হইতে এরূপ অর্বাচীন উক্তি নির্গত হওয়ার কথা কল্পনার অতীত!

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا

মস্তবড় ভয়ংকর কথা, তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা সবৈধ মিথ্যা!

আরও একটি আপত্তি

এরূপ কথাও বলা হয় যে, একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ব্যবস্থা রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ মত প্রদান করা হইতনা।

কিন্তু ইব্নেআব্বাসের সাক্ষ্য যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দং) রুকানাকে তাহার তিন তালাকদত্তা স্ত্রী ফিরাইয়া দেওয়াইয়াছিলেন, ইহা উপরিউক্ত আপত্তির অলীকতা সাব্যস্ত করিতেছে! পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইমাম আহ্মদ ও আবুইয়োলা এই হাদীস স্বস্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং আবুইয়োলা ও ইব্নেহজর উহার বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু সত্যসত্যই যদি ইহা রসূলুল্লাহর(দঃ) অজ্ঞাত ব্যাপার হইত, তাহাহইলে আবুস্সহবার কথা হয্রত ইব্নেআব্বাস অস্বীকার করিতেন না কি? তিনি কি তাঁহার জওয়াবে ইহা বলিতেননা যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহা অবগত ছিলেন কিনা, আমি তাহা জানিনা? পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাইতেছি, তিনি ইহার বিপরীত রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

তারপর সত্যই যদি ইহা রসূলুল্লাহর (দঃ) অজ্ঞাত থাকিত, তাহাহইলে হয্রত উমরের একথার কি অর্থ হইবে "যেবিষয়ে— ان الناس قد استعجلوا لোকদের মুহলৎ দেওয়া في امر كانت لهم হইয়াছিল, সেই বিষয়ে فيه اناة ـ তাহারা ক্ষিপ্র হইয়াছে?" বরং একথার পরিবর্তে একত্রিত তিন তালাক যে, শরীআতের ব্যবস্থিত তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে, রসূলুল্লাহর (দঃ) এরূপ কোন হাদীস তাঁহার অভিপ্রায়ের সমর্থনে হযরত উমর প্রচার করিয়া দিতেন না কি? অথচ তিনি বলিলেন, যদি আমরা তিন তালা- فلو امضيناه عليهم কের ব্যবস্থা তাহাদের উপর বলবৎ করিয়া দেই, তাহাহইলে উত্তম হয়।

আর একটী আপত্তি

অনেক বিদ্বান ব্যক্তি একথাও বলিতে চাহিয়াছেন যে, আবুস্সহবার হাদীসের সনদে ও মতনে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে! সনদ সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি যে, এক সনদে উহা তাউস আন্ ইবনে আব্বাস রূপে আর অপর সনদে উহা তাউস-আন্-আবিস্সহবা-আন্-ইবনে আব্বাস রূপে কথিত হইয়াছে। মতনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য এইযে, একবার আবুস্সহবা ইবনে আব্বাসকে বলিতেছেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে যৌন সংযোগের পূর্বেই যদি তিন তালাক দিত তাহাহইলে তাঁহারা উহাকে এক তালাক গণ্য করিতেন।

الم تعلم ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، جعلوها واحدة ؟

আর একবার আবুস্সহবা বলিতেছেন তিন তালাক কি রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগে এবং আবুবক্রের খিলাফতে আর উমরের খিলাফতের গোড়ার দিকে এক তালাক ছিলনা?

الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وابى بكر و صدرا من خلافة عمر واحدة ؟

আমি বলিতে চাই, সনদের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে আপত্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন! হাদীস শাস্ত্রের শ্রুতধর ইমামগণ এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। পরমবিশ্বস্ত হাফেযুল হাদীস আবদুর রয্যাক্ (১২৬—২১১)

Contents

এই হাদীসটি 'আখবারাণী' বলিয়া শাব্দিক ভাবে রেওয়ায়ত করিরাছেন, এইরূপ মক্কার হরমের স্বনামধন্য ফকীহ, হাদীস শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতাগণের অন্যতম ইব্‌নেজুরায়েজ (৮০—১৫০) আবদুল্লাহ বিনে তাউসের হাদীস হইতে এবং আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা তাউসের হাদীস হইতে ইহা শাব্দিক ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সহীহ মুস্‌লিমের দ্বিতীয় রেওয়ায়তের অবস্থা এইরূপ, ইহাতে আপত্তি উপস্থিত করার কোন বিদ্বানের সুযোগ কোথায়? এতদ্ব্যতীত ইরাকের উস্‌তায হাফেযুলহাদীস ইমাম হাম্মাদ (৯৮১-৭৯) সৈয়েদুলফুকাহা আ'য়ুব সুখতিয়ানীর নিকট হইতে, তিনি ইবরাহীম বিনে ময়সারার নিকট হইতে এবং তিনি তাউসের প্রমুখাৎ এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, তাউসের নিকট হইতে আন্‌আনা, আখবার ও তহ্‌দীস ত্রিবিধ পদ্ধতিতেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে, তাউসের এই হাদীসের তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ একক রাবী নন, আবার শুধু আবদুর-রযযাক্ বা একক ইবনেজুরায়জ-ইহা রেওয়ায়ত করেন-নাই! এরূপ ক্ষেত্রে ইহার সনদে অনিশ্চয়তা অবিষ্কার করা অহ্‌লেহাদীসে অভিজ্ঞ কোন বিদ্বানের পক্ষে কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

আর মতনের অনিশ্চয়তার কথা উত্থাপনকরাও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কারণ সম্ভোগ-বঞ্চিতা স্ত্রীর তালাক সম্পর্কিত হাদীসের প্রকৃত স্বরূপ আমরা পূর্বেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি এবং উহার বিস্তারিত জওয়াব প্রদান করা হইয়াছে।

আরও এক আপত্তি

এরূপ আপত্তিও করা হইয়া থাকে যে, এই হদীসটি হযরত আবদুল্লাহবিনেআব্বাস ব্যতীত আর কোন সাহাবী রেওয়ায়ত করেন নাই আর ইবনেআব্বাসের নিকট হইতেও তাউস ছাড়া অন্য কোন তাবেয়ী ইহা বর্ণনা করেন নাই।

এ আপত্তির যে জওয়াব হাফেয ইব্‌নুলকাইয়েম প্রদান করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে সঠিক ও প্রকৃত জওয়াব! তিনি বলিয়াছেন, আমরা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে এমন একজনকেও জানিনা,

لانعلم احدا من اهل العلم قديما ولا حديثا قال ان الحديث اذا لم يروه الا صحابى واحد لم يقبل، و انما يحكى عن اهل البدع و من تبعهم فى ذالك اقوال لايعرف لها قائل من الفقهاء - و قد تفرد الزهري بنحو ستين سنة لم يروها غيره و عملت بها الامة و لم يردوها بتفرده —

যিনি একথা বলিয়াছেন যে, যে-হাদীসকে শুধু একজন সাহাবী রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য হইবেনা। অবশ্য বিদ্‌আতী এবং তাহাদের অনুসরণকারীদের প্রমুখাৎ এরূপ কথা উল্লিখিত আছে কিন্তু ফকীহগণের কেহই একথা বলেননা। ইমাম যুহ্‌রী একক ভাবে এরূপ ন্যূনাধিক ষাটটি সুন্নত রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যাহা অন্য-কোন বিদ্বানের প্রমুখাৎ বর্ণিত নাই, অথচ উম্মত সেগুলির অনুসরণ করিয়াছে এবং যুহ্‌রী একক ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেননাই। ‡

আর ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, এরূপ বহু হাদীস রহিয়াছে, যেগুলি তাউস অপেক্ষা নিম্নস্তরের রাবীগণ রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু ইমামগণ সেসব হাদীস বর্জন করেননাই।

তারপর শুধু তাউস হযরত ইবনেআব্বাসের এই হাদীসের একক রেওয়ায়তকারী নন, ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট ছাত্র ও মুক্ত-ক্রীতদাস হযরত ইক্‌রিমাও রুকানার হাদীস ইবনেআব্বাসের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন আর উহা তাউসের রেওয়ায়তেরই পরিপোষক!

আর এক দফা,

আপত্তির তালিকার আর একটি দফা হইতেছে, ইবনেআব্বাসের হাদীসটি না কি বিরলতা দোষে দোষণীয়—শায!

এ আপত্তির জওয়াবে আমি বলিব, যাঁহারা এই হাদীসকে 'শায' অর্থাৎ বিরলতা দোষে দুষ্ট মনে করেন, তাঁহারা 'শাযে'র তাৎপর্যই অবগত নন। এই হাদীস এবং এইরূপ ধরণের অন্য কোন হাদীস কস্মিনকালেও 'শাযে'র পর্যায়ভুক্ত নয়। অছূল-ফিক্‌হের জনক ইমামুল

---

‡ ইগাছা (১) ২৯৫ পৃঃ।

> ليس الشاذ ان يتفرد به الثقة برواية الحديث بل الشاذ ان يروى خلاف ما رواه الثقات!

আয়েম্মা শাফেয়ী বলিতেছেন, কোন বিশ্বস্ত রাবী যদি তাঁহার রেওয়ায়তে একক হন, তজ্জন্য সে হাদীস 'শায' হয়না। বিশ্বস্ত রাবীদের বিরুদ্ধ যদি কেহ একক কোন হাদীস রেওয়ায়ত করে, বস্তুতঃ তাহাকেই শায বলা হয়। ফলকথা, যদি তাউস অথবা ইক্‌রিমার মধ্যে কেহ একত্রিত তিনতালাককে এক তালাক গণ্য করার হাদীস এককভাবেই ইবনেআব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিতেন, তথাপি ইহাকে 'শায' বলার উপায় ছিলনা, কারণ একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করিতে হইবে, রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ এরূপ কোন বিশুদ্ধ হাদীস নির্ভরযোগ্য বিদ্বানগণ সম্মিলিত ভাবে রেওয়ায়ত করেননাই।

শেষ আপত্তি,

সর্বাপেক্ষা গুরুতর আপত্তির যে আওয়াজ এই প্রসঙ্গে উত্থিত করা হয়, তাহা এইযে, যাহাই কিছু বলনা কেন, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূকের শাসনকালে এবিষয়ে ইজমা সংঘটিত হইয়াছে যে, একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করিলে উহা তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে এবং তালাক-দত্তা নারীটি অপর পুরুষের সহিত বিবাহিতা ও সহবাসিতা নাহওয়া পর্যন্ত পূর্বস্বামী তাহাকে কিছুতেই পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবেনা। সুতরাং একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে যাহারা এক তালাক সাব্যস্ত করিয়া থাকে তাহারা ইজ্‌মার খিলাফ করে আর ইজ্‌মার বিরোধিতা মহাপাপ!

এই গুরুতর অভিযোগের জওয়াবে আমরা বলিব, উপরিউক্ত বিষয়ে ইজ্‌মা সংঘটিত হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিদ্বান ইহার বিপরীত ইজ্‌মা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াও দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তিন তালাক এক সঙ্গে প্রদান করিলে উহা এক তালাক গণ্য করা সম্পর্কেই বিদ্বানগণের ইজ্‌মা ঘটিয়াছে। হাফেজ ইবনুলকাইয়েম লিখিয়াছেন, আবুবক্‌র সিদ্দীকের খিলাফতের যুগ হইতে উমর ফারূকের খিলাফতের তিন বৎসরকাল (সাড়ে পাঁচ বৎসর) পর্যন্ত সমুদয় সাহাবী ফত্‌ওয়া বা স্বীকৃতি বা মৌনসম্মতি দ্বারা এবিষয়ে একমত হইয়াছিলেন যে, একত্রিত তিন তালাক প্রকৃতপক্ষে এক তালাকই! তাই কোন কোন বিদ্বান দাবী করিয়াছেন যে, ইহাই শাশ্বত ইজ্‌মা! †

> وكل صحابى من لدن خلافة الصديق الى ثلاث سنين من خلافة عمر رضى الله عنهم كان على ان الثلاث واحدة فتوى او اقرارًا او سكوتًا ولهذا ادعى بعض العلم ان هذا اجماع قديم!

আর ফারূকী খিলাফতের যুগে বা তারপরে ইজমা সংঘটিত হইবার দাবীও সঠিক নয়, কারণ সকল যুগেই এবিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়া গিয়াছে, ইজমার অবস্থা কোন দিনই ঘটেনাই। যেসকল গ্রন্থকার উল্লিখিত বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদের সন্ধান স্বস্ব গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। হাফিয ইব্‌নুলমন্‌যির স্বীয় 'আওসৎ' গ্রন্থে।

২। ইমাম মুয়াররজ সদোসী (১৯৫) স্বীয় তফসীরে।

৩। ইমাম মোহাম্মদ বিনে নস্‌র মর্‌ওয়াযী "ইখতিলাফুল উলামা" গ্রন্থে।

৪। ইমাম ইবনেমুগীস মালেকী 'কিতাবুল ওছায়েক' গ্রন্থে।

৫। ইমাম ইবনে হিশাম কর্তৃক 'মুফীতুল হুক্কাম' গ্রন্থে।

৬। ইমাম তাহাবী স্বীয় 'ইখতিলাফুল উলামা,' 'শরহে-মাআনিল আসার' ও 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থগুলিতে।

৭। ইমাম আবুবক্‌র রাযী জস্‌সাস 'আহকামুল কোরআনে'।

৮। আল্লাম মাযেরী 'মু'লিম-বি-ফাওয়ায়েদে মুস্‌লিম' গ্রন্থে।

৯। আল্লামা ইবনেওয়াযযাহ স্বীয় গ্রন্থে।

১০। হাফেয ইবনেহযম তাঁহার 'আল্‌মুহাল্লা'য়।

১২। আল্লামা আবুল মুফ্‌লিস তদীয় পুস্তকে।

১৩। ইমাম তলমাসানী 'তফরী-এ-ইবনুলহাজ্জাবের-

---

† ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) ৪৮পৃঃ

Contents

টীকায়।

১৪। হাফেযুলইসলাম ইবনেহাজার আস্‌কালানী সহীহ-বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফতহুলবারী'তে।

১৫। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী স্বীয় 'মফাতীহুল গয়েব' নামক 'তফসীরে কবীরে'।

১৬। আল্লামা আবদুস্‌সালাম ইবনে তয়মিয়া 'মুন্‌তাকাল আখবার' নামক হাদীস গ্রন্থে।

১৭। ইমাম নববী সহীহ-মুস্‌লিমের ভাষ্যে।

১৮। আল্লামা কস্‌তল্লানী সহীহ বুখারীর টীকা 'ইর্‌শাদুস্‌সারী' গ্রন্থে।

১৯। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী সহীহ বুখারীর টীকা-'উম্‌দাতুলকারী' গ্রন্থে।

২০। আল্লামা ইবনেআবেদীন শামী দুররুল মুখতারের টীকা 'রদ্দ্‌লমুহতারে'।

২১। আল্লামা কহস্তানী 'জামেউর্‌রমূয' গ্রন্থ।

২২। আল্লামা শাইখীযাদা মুল্‌তাকাল আবহুর নামক ফিক্‌হ পুস্তকের টীকা 'মজমউল আন্‌হরে'।

২৩। আল্লামা মাহমুদ আলুসী তাঁহার তফসীর 'রূহুলমাআনী'তে।

২৪। আল্লামা ইবনুল আলুসী স্বীয় 'জলাউল আয়নায়েন' গ্রন্থে।

২৫। আল্লামা সৈয়েদ আহমদ তহ্‌তাবী 'দুর্‌রুল মুখতারে'র টীকায়।

২৬। আল্লামা নেশাপুরী তাঁহার তফসীর 'গরায়েবুল-কোরআনে'।

২৭। আল্লামা ইবনুত্‌তম্‌জীদ তফসীর-বয়যাভীর টীকায়।

২৮। শাইখুল্‌ইসলাম তকীউদ্দীন ইবনেতায়মিয়া তাঁহার 'ফতাওয়া'য়।

২৯। হাফেয ইবনুল কাইয়েম স্বীয় 'ইলাম,' 'ইগাছা' ও 'যাদুলমাআদ' গ্রন্থত্রয়ে।

৩০। আল্লামা সৈয়েদ মোহাম্মদ বিনে ইস্‌মাঈল আমীরে ইয়ামানী 'বলুগোল-মরামে'র টীকা 'সুবুলুস্‌সালামে'।

৩১। আল্লামা মোহাম্মদ বিনেআলী শওকানী 'মুনতাকা'র ভাষ্য 'নয়লুল আওতারে'।

৩২। আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পাণিপথী তদীয় 'তফসীরে মযহরী'তে।

৩৩। আল্লামা শাইখ মোহাম্মদ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী শরহে-বিকায়ার টীকা 'উমদাতুর্‌রেআয়ায়'।

৩৪। আল্লামা নওয়াব সৈয়েদ সিদ্দীকহাসান তদীয় 'রওযাতুন্‌নদীঈয়া' ও 'মিছকুলখিতাম' নামক গ্রন্থদ্বয়ে।

৩৫। আল্লামা সৈয়েদ আবুত্‌তাইয়েব শমসুলহক দারকুত্‌নীর টীকা 'মুগ্‌নী' ও 'আওনুলমাবুদ' নামক সুনেনে আবুদাউদের ভাষ্যে।

(৪)

একত্রিত তিন তালাক সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ

আমরা নিবন্ধের সূচনাতেই লিখিয়াছিলাম, একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে দশ প্রকার মতভেদ ঘটিয়াছে। সময়াভাবে উল্লিখিত দশবিধ মতভেদের গবেষণামূলক আলোচনা সম্ভবপর হইলনা। আমরা বিষয়টিকে চূড়ান্তকরার উদ্দেশ্যে এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের কেবল তিন প্রকার অভিমতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত উল্লেখ প্রদান করিব—

والله ولی السداد وهو الهادی الی سبیل الرشاد !

প্রথম অভিমত, পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করে, তাহাহইলে এই কার্য হারাম ও বিদআত হওয়ার দরুণ পাপ হইবে, কিন্তু এক তালাকও সংঘটিত হইবেনা।

তাবেয়ী বিদ্বানগণের একটি দল, বিশেষতঃ তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় ইমাম সঈদবিনুল মুসাইয়েব এই অভিমত পোষণ করিতেন। আল্লামা অলুসী ইহা তাঁহার তফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন[১]। ইবনুলআলীঈয়া, হিশাম বিনুলহাকাম এবং আবুউবায়দাও এই মতের অনুসারী ছিলেন[২]। হাজ্জাজ বিনে আর্‌তাতের দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে ইহা অন্যতম[৩]। ইমামীয়া বিদ্বানগণ, মুতাযেলাদের মধ্য কেহ কেহ আর অধিকাংশ

---

[১] রূহুলমাআনী (১) ৪৩০ পৃঃ; জলাউল আইনাইন ১৪৬ পৃঃ।

[২] নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

[৩] নববীর শরহে মুসলিম (১) ৪৭৭ পৃঃ।

যাহেরী বিদ্বানও এই মতের সমর্থক ৪।

আর একত্রিত তিন তালাককে হারাম ও বিদআত স্থির করার সিদ্ধান্ত হযরত উমর ফারূক, হযরত উস্‌মানগনী, হযরত আলীমুর্তযা, আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, ইমরাণবিনুলহুসাইন, আবুমুসা আশআরী, আবুদ্ দর্দা ও হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান প্রভৃতি সাহাবাগণ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লামা দবুসীর প্রমুখাৎ ইমামরাযী তাঁহার তফ্‌সীরে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন ৫। শয়খুল ইস্‌লাম বলেন, ইমাম মালেক বিনে আনস, ইমাম আবুহানীফা নো'মান, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের মধ্যে বহু বিদ্বান একত্র তিন তালাককে হারাম-বিদ্‌আত বলিয়াছেন ৬।

দ্বিতীয় অভিমত

পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়, তাহাহইলে স্ত্রী সহবাসিতা হউক কি নাহউক, আর একত্রিত তিন তালাক দেওয়া হারাম ও বিদআত অথবা জায়েয ও বৈধ যাহাই হউক না কেন, উহা তিন তালাকই গণ্য হইবে।

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ও হযরত উমর ফারূক এই অভিমত পোষণ করিতেন ৭। হযরত আলী-মুর্তযা ও হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস উভয়ের বাচনিক যে দ্বিবিধ উক্তি বর্ণিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ইহা অন্যতম ৮। সাহবাগণের বিরাট দল, অধিকাংশ তাবেয়ীন, আহ্‌লেবয়েত ইমামগণের একটি ক্ষুদ্র দল, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের অনুবর্তীগণের অধিকাংশ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন ৯।

তৃতীয় অভিমত

একত্রিত ভাবে তিন তালাক দেওয়া অবৈধ হইলেও যদি পুরুষ তাহার স্ত্রীকে এই ভাবে তিন তালাক দেয়, তাহাহইলে উহা এক তালাক গণ্য হইবে এবং তালাকের নির্ধারিত ইদ্দতের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোককে তাহার পুরুষ বিনা বিবাহেই ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী মুর্তযার প্রমুখাৎ যে দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত বর্ণিত রহিয়াছে, ইহা তাহার অন্যতম, ইহাই হযরত আবদুল্লা বিনে মসউদের অভিমত। ইবনে-ওয়াযযাহ কিতাবুলওয়াসায়েকে, আবুলওলীদ হিশাম আযদী মুফিতুলহুক্কামে ও শরীফ আহমদ বিনে ইয়াহ্য়া বাহরুয্‌যাখেরে উল্লিখিত রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন ১০। হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসও এই অভিমত পোষণ করিতেন ১১। সাহাবাগণের মধ্যে আব্দুররহমান বিনে আওফ ও যুবায়ের বিনুল আওয়ামও এই মতের অনুসারী ছিলেন ১২। হযরত আবুমুসা আশআরীর যে দুই অভিমত বর্ণিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ইহা অন্যতম ১৩।

শায়খুলইসলাম ইবনেতয়মিয়া লিখিয়াছেন :

القول الثالث انه محرم، ولايلزم منه الا واحدة - و هذا القول منقول عن طائفة من السلف و الخلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الزبير بن العوام و عبد الرحمن بن عوف و يروى عن على و ابن مسعود و ابن عباس القولان —

একত্রিত তিন তালাক সম্বন্ধে তৃতীয় অভিমত এইযে, ইহা যদিও হারাম কিন্তু এরূপ তালাকে এক তালাক ব্যতীত অন্য কিছু সংঘটিত হয়না। ইহাই যুবায়ের বিনুল আওয়াম ও আবদুররহমান বিনে আওফের উক্তি স্বরূপ বর্ণিত আছে আর হযরত আলী ও ইবনেমস্‌উদ ও ইবনেআব্বাসের প্রমুখাৎ দ্বিবিধ উক্তিই বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাক দ্বারা শুধু এক তালাক এবং তিন তালাক সংঘটিত হওয়া।*

রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে এবং হযরত সিদ্দীকের খিলাফতের আগাগোড়ায় সমুদয় সাহাবাই যে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিতেন, তাহা সর্বজনবিদিত ১০।

(ক্রমশঃ)

---

[৪] ফত্‌হুলবারী (৯) ২৮৯ পৃঃ; ফতাওয়ায় ইব্‌নেতয়মিয়া (৩) ২৭ পৃঃ; রদ্দুলমুহ্‌তার (২) ৪১৯ পৃঃ; ইব্‌নুলহুমামের ফত্‌হুলকদীর [৩] ২৬ পৃঃ; উম্‌দাতুর্ রেআয়া [২] ৬৭ পৃঃ; তফ্‌সীর মযহরী [১] ২৩৫ পৃঃ।

(৫) তফসীর কবীর [২] ২৭২ ও ২৭৩ পৃঃ

[৬] ফতাওয়ায় ইবনেতয়মিয়া [৩] ৩৭ পৃঃ।

[৭] সুবুলুস্‌সালাম [২] ৯৮ পৃঃ।

[৮] ই'লাম [৩] ৪৮ পৃঃ; সুবুলুস্‌সালাম [২] ৯৫; নয়লুল আওতার [৬] ১৯৭ পৃঃ।

[৯] নয়লুল আওতার [৬] ১৯৭; রদ্দুলমুহ্‌তার [২] ৪১৯; ফতহুলকদীর [৩] ২৬ পৃঃ; উমদাতুর রেআয়া [২] ৬৭ পৃঃ; জলাউল আইনাইন ১৪৬ পৃঃ; শরহে মুস্‌লিম, নববী [১] ৪৭৮ পৃঃ।

[১০] ফতহুলবারী [৯] ২৯ পৃঃ; নয়লুল আওতার [৬] ১৯৭; ফতাওয়ায়-ইবনেতয়মিয়া [৩] ৩৭ পৃঃ; ইলামুলমুওয়াক্কেয়ীন [৩] ৪৯ পৃঃ; সুবুলুস্‌সালাম [২] ৯৮ পৃঃ ও মিস্‌কুল খিতাম [২] ২১৫ পৃঃ।

[১১] নববীর শরহে মুসলিম [১] ৪৭৭ পৃঃ; সুনানে আবুদাউদ [২] ২২৭পৃঃ; ইর্‌শাদুস্‌সারী [৮] ১২৭ পৃঃ; ফতহুলকদীর [৩] ২৬ পৃঃ ও রদ্দুলমুহতার [২] ৪১৯ পৃঃ।

[১২] ফতহুলবারী [৯] ২৯০; ইর্‌শাদুস্‌সারী [৮] ১২৭ ও জলাউল আইনাইন, ১৪৬ পৃঃ।

[১৩] ই'লাম [৩] ৪৯; পৃঃ; নয়েল [৬] ১৯৭ পৃঃ।

* ফতাওয়া ইবনে তয়মিয়া [৩] ৩৭ পৃঃ।

[১৪] তহ্‌তাবীর হাশিয়া [২] ১৬৬ পৃঃ; জামেউর্‌রমুয ২৭৭ পৃঃ; মজমাউল আনহর ৩২৬ পৃঃ।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(৩)

মূল—**স্যার-উইলিয়ম হাণ্টার**

অনুবাদ—**মওলানা আহমদ আলী**
মেছাঘোনা, খুলনা।

বৃটিশ পার্লামেন্টের কোন সদস্য যদি কোন দুঃখাবহ ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থিত করিয়া পার্লামেন্টে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে চাহেন, তবে সেজন্য বাংলার কোন প্রাচীন মুসলমান বংশের ধ্বংসের চিত্র অপেক্ষা উপযুক্ত বস্তু আর কিছু নাই। তাঁহাকে এইভাবে প্রথমটির সূচনা করিতে হইবে যথাঃ—"এক মহা প্রবলশালী নওয়াব বিস্তৃত ভূ-ভাগের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অধীনে বিরাট সৈনিক বাহিনী, অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সেবার জন্য অসংখ্য দাস-দাসী বিদ্যমান—রহিয়াছে। তিনি জাঁকজমক পূর্ণ দরবারের দ্বারা পূর্ব্ব দেশীয় শাহান-শাহবৃন্দের প্রতাপের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছেন এবং জীবনের অন্তিম দশায় বহু মসজিদ প্রস্তুত করিয়া এবং আরও নানা প্রকার ধর্ম্মীয় দানের ব্যবস্থা ও দরিদ্র সাধারণের উপকারার্থ বিপুল সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া স্বীয় আত্মতুষ্টির বিধান পূর্ব্বক পারলৌকিক সম্বল সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী অযোগ্য অপরিণামদর্শী উত্তরাধিকারীবৃন্দের শোচনীয় অবস্থার চিত্র উপস্থিত করিয়া বলিতে হইবে যে,—তাঁহারা অবিমৃষ্যাকারিতা পূর্ব্বক বিলাস-ব্যসন এবং আরও নানাবিধ উপায়ে অপব্যয় করিয়া চরম দৈন্য দশায় এরূপ মর্ম্মান্তিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, কোন ইংরেজ আগন্তুকের উপস্থিতির সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারা লজ্জায় আত্মগোপণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ যখন বুঝাইয়া বলিবেন যে—"নবাগত দেখিয়া আত্মগোপন না করিয়া অতিথীকে অভ্যর্থনা ও সাদর আপ্যায়ন করিয়া বংশের ধারা বজায় রাখা কর্ত্তব্য," তখন তাঁহারা সেই ইংরেজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথম যে কথাটি বলিবেন, তাহা হইতেছে এই যে, তাঁহাদের সমস্ত কিছু ঘুচিয়া এই জরাজীর্ণ ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাটি শেষ সম্বল স্বরূপে রহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাও কয়েক শত টাকা ঋণের দায়ে অমুক হিন্দু মহাজন বিক্রীমূলে ক্রোক করিয়া রাখিয়াছে। দু'এক জনের কথা নহে, সারা বাংলায় প্রাচীন মুসলমান বংশীয়দের এই প্রকার শত-শত মর্ম্মান্তিক চিত্র নবাগতদের সুম্মুখে উপস্থিত হইবে।

অতঃপর আমি বাংলা তথা ভারতের যে ভাগ্যহীন মুসলমান সমাজের শোচনীয় চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইতেছি উহার ভূমিকা স্বরূপ বাংলার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় মুসলমান ও কৃষকদের বেদনাকর চিত্র আমার স্ব-জাতীয়দের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। কারণ বাংলার সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত রহিয়াছি। বলাবাহুল্য সেই পরিচয় কেবল শোনা কথার মাধ্যমে নহে, দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম্মচারী রূপে আমাকে দীর্ঘদিন যাবত বাংলার নগর, পল্লীসমূহ ভ্রমণ করিতে হইয়াছে এবং সেই ভ্রমণের মধ্য দিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই আমি উপস্থিত করিতেছি। বলাবাহুল্য সেই অভিজ্ঞতা আমাকে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে বাধ্য করিতেছে যে, ইংরেজের অধীনে বাংলার মুসলমানরাই সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা বাংলার মুসলমান সমাজের চিত্র হইলেও আমার মতে সমগ্র ভারতের মুসলমানগণ ঐ একই কারণে তুল্যভাবে দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছে।

আমার বিবেচনা মতে যদি কখনও কোন মহানুভব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনে কোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তবে সেজন্য দক্ষিণ বঙ্গের ধ্বংসপ্রাপ্ত মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় অপেক্ষা

Contents

উপযুক্ত পাত্র আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। তাহাদের ধনসম্পত্তি সমস্ত কিছুই ঘুচিয়া গিয়াছে এবং জীবিকা নির্বাহের সমস্ত উপায়ও তাহাদের সম্মুখে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহাদের পূর্ব্বের সেই রাজ্য রাজত্ব নাই, সৈন্যসামন্তও নাই যে পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু রাজার এলাকায় অভিযান চালাইয়া লাভবান হইবে। কৃষকপ্রজাদিগের নিকট হইতে ভূমির কর আদায় এবং আরও নানাবিধ নজর ওউপঢৌকনাদি প্রাপ্তির উপায়ও আর তাহাদে সম্মুখে নাই। প্রজা সাধারণের শাদী বিবাহ উপলক্ষে ভেট ও নজরের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য অথবা আবকারীকর আদায়েরও কোন অধিকার আজ তাহাদের নাই। তাহাদের আর একটি প্রধান আয়ের পন্থা ছিল দেওয়ানি বিভাগ। বলাবাহুল্য এই বিভাগটির উপর মুসলমানগণ প্রায় একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এবং ফৌজদারী আয় হইতেও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। এই ফৌজদারী বিভাগের উপর মুসলমানের প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর আদালত সমুহের উকিল মোখতার আমলার অধিকাংশই ছিল মুসলমান, কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সকল স্থানে মুসলমানের অস্তিত্ব মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। সৈনিক বিভাগটি ছিল মুসলমানের এক চোটিয়া এবং তাহা হইতে তাহাদের প্রচুর আয় হইত। কিন্তু উহাও তাহাদের সম্মুখ হইতে ঘুচিয়া গিয়াছে। ফলে আজ হইতে একশত বৎসর পুর্বে যে মুসলমানের নিকট দারিদ্র ছিল স্বপ্নেরও অগোচর, আজ তাহাদের সম্মুখে এরূপ মর্ম্মান্তিক আকারে সেই দারিদ্র নামিয়া আসিয়াছে যে, বর্ত্তমানে স্বচ্ছলতা কাহাকে বলে তাহা তাহারা ধারণাতেও স্থান দিতে সমর্থ নহে।

মোটকথা, মুসলমানগণ বিজয়ী রূপে ভারতে প্রবেশ করিয়া যে অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল বিভাগই তাঁহাদের করতলগত হইয়াছিল। তবে কখনও কখনও অর্থনীতিবিদ, ও সামরিক বিদ্যায় নিপুন হিন্দুদিগকে তাঁহারা উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে কখনও কখনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে দেখা গিয়াছে। যেমন সম্রাট আকবর রাজা টোডরমলকে অর্থ সচিব এবং জেনারেল মানসিংহকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলে অনেক প্রতিপত্তিশালী মুসলমান উহাতে আপত্তি জানাইবার জন্য সম্রাটের দরবারে এক প্রতিনিধিদলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ সম্রাট একটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। সম্রাট আপত্তিকারী প্রতিনিধি মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,—"আপনারা আপনাদের বিষয় সম্পত্তি ও ব্যবসায় বাণিজ্য তত্ত্বাবধানের জন্য যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন তাহারা হিন্দু না মুসলমান? উহার উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু।" এই উত্তর শুনিয়া বিচক্ষণ সম্রাট আকবর বলিয়াছিলেন যে,—"আপনারা যখন আপনাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্পত্তি এবং ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্য হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন না তখন এই বৃহৎ সাম্রাজ্য পরিচালনায় ব্যাপারে আমি যে কতিপয় দক্ষ হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি তাহাতে আপত্তি তুলিবার কি কারণ থাকিতে পারে?" বলাবাহুল্য সম্রাট আকবরের এই যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া আপত্তিকারীদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ নওয়াব উপাধিভূষিত ছিলেন। শাসনকর্ত্তা স্বরূপে তাঁহারা যুগপৎভাবে সেনাপতি পদেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে আয়ের তিনটি পথ উন্মুক্তছিল। ১। সেনাপতিত্ব, ২। রাজস্ব আদায়, ৩। রাজনৈতিক ও আইন সম্মত কার্য্যাদি নির্বাহ। এইগুলিই ছিল আইন-সম্মত বৈধ-আয়ের পন্থা। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও নানাবিধ উপায়ে তাঁহারা অর্থ আদায় করিতেন। আয়ের এই সমস্ত উপায় সম্মুখে রাখিয়া বর্তমানে বৃটিশের অধীনে তাঁহাদের সম্মুখে আয়ের কোন পন্থা আছে কি না তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

সর্ব্বাগ্রে সামরিক বিভাগটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, এই বিভাগটির দ্বার মুসলমানদিগের জন্য সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অথচ বৃটিশ অধিকারের পূর্ব্বে এই বিভাগটির উপর মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানে অবস্থা এরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোন অভিজাত বংশীয় উপযুক্ত মুসলমান শত চেষ্টা করিয়াও সামরিক বিভাগে প্রবেশ অথবা উচ্চপদলাভে সমর্থ নহে।

(অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান গভর্ণরজেনারেলের কমিশনলাভ করিয়া থাকিবেন। আমি যতদূর জানি রাজকীয় কমিশনপ্রাপ্ত একজন মুসলমানও নাই। ভারতীয়গণ মাত্র সাধারণ সিপাহী দলে প্রবেশ করিতে পারে। তবে কর্মদক্ষতা দ্বারা ক্রমোন্নতির পথে তাহারা দুই চারিটি অফিসারের পদে উন্নীত হইয়া থাকে। এযাবৎ কালের মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান অনারারী কাপ্তানের পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার নাম হইতেছে কাপ্তান হায়াত আলী খান। সিপাহী-বিদ্রোহের কালে কর্ণেল রোটারিয়রের সুপারিশক্রমে তিনি এই পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাপ্তান হায়াৎ আলীর যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে উহার উপর নির্ভর করিয়া আমি দ্বিধাশূন্যভাবে বলিতে পারি যে, তিনি রাজকীয় কমিশন লাভের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য পাত্র।) আমার ব্যক্তিগত মত হইতেছে এই যে, ভারতীয় অভিজাত বংশীয় মুসলমান যুবকদিগকে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষভাবে ইংরেজ সৈনিকদলে কমিশনের পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আমার এই উক্তির সমর্থনে বাংলা ক্যাভিলারীর কাপ্তান অস্বর্ণ সম্প্রতি অবজ্ঞারভাবে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন উহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমানে রাজকীয় কমিশন লাভ করিয়া যে অবৈধভাবে অর্থোপার্জ্জন করা যায়না মুসলমানগণ তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। সামরিক বৃত্তি মুসলমানের জাতীয় পেশার মধ্যে গণ্য বলিয়া উহা লাভের জন্য তাঁহারা লালায়িত। উচ্চ সামরিক পদ লাভ তাহাদের পক্ষে গৌরবের বস্তুও বটে। উহা দ্বারা উচ্চ বেতনের আশাও আছে। কিন্তু আমাদের উপেক্ষার দরুণ তাহারা মনঃক্ষুণ্ন হইয়া অভিযোগ করিতেছে যে, ইংরেজ তাহাদের রাজ্য রাজত্ব সমস্ত কিছু কাড়িয়া লইয়াও পৈত্রিক সামরিকবৃত্তি হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। মুসলমান অভিজাতবর্গের আয়ের আর একটি উপায় ছিল ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পালন। এটির উপর তাদের একচ্ছত্র অধিকার বর্ত্তিয়াছিল। কারণ রাজস্ব আদায়ও বিজয়ীর একটি নিদর্শনের মধ্যে গণ্য। বিজয়ী কেবল রাজস্ব আদায়ের উপর নির্ভরশীল নহেন, উহাদ্বারা অতিরিক্ত ভাবেও তাঁহারা লাভবান হন। তবে এস্থলে একথা বলিতে কোন বাধা নাই যে, ভারতবর্ষে জেতা বিজেতার সম্পর্ক যতটা না ইস্‌লামী কানুনের উপর নির্ভর করিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী নির্ভর করিয়াছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এজন্য উৎসাহী মুসলমান বিজয়ীগণ বিজিত প্রজাবর্গকে দেওয়ানী ব্যবস্থা দ্বারা ত্যক্ত করা পছন্দ করেন নাই এবং কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকার মধ্যসত্ত্বাধিকারও তাঁহরা সৃষ্টি করেন নাই।

স্যার উইলিয়মের এই উক্তি ঠিক নহে। ইসলামী কানুনই রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারী সৃষ্টিতে বাধা দিয়াছে এবং জেতা, বিজিত, ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ আপন পর এবং শত্রু মিত্র নির্বিশেষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী কানুনে কঠোর ব্যবস্থা রহিয়াছে। (অনুবাদক) কিন্তু মুসলমান শাসকগণ সাক্ষাৎভাবে কৃষক প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া হিন্দু কর্ম্মচারীদের দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়াছেন। এই কর আদায়কারী হিন্দু কর্ম্মচারীগণ দালাল, পেয়াদা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। তবে রাজস্ব দফতরের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী এবং তদধীনস্থ উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগের বেলায় মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করা হইত এবং উহা নীতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া সম্রাট জলালুদ্দীন আকবর টোডরমলকে রাজস্ব দফতরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিলে সেই নিয়োগ মুসলমানগণ পছন্দ করিতে না পারিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদ জানাইবার জন্য সম্রাট সমীপে একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ সম্রাট অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদ সমূহ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত ছিল এবং তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া হিন্দু কর্ম্মচারীগণ

কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিত। ইহারা কর আদায় করিয়া তহবিল উচ্চ স্তরের মুসলমান কর্ম্মচারিদের নিকট পৌছাইয়া দিত এবং রাজস্ব দফতর সম্রাটের নিকট সে জন্য জওয়াবদেহ ছিল। ইসলামী রাজস্ব বিধি মোতাবেক এই কার্য্য নির্বাহিত হইত। কিন্তু কৃষকদিগের নিকট হইতে বাকী কর আদায়ের জন্য প্রায় ক্ষেত্রে আদালতের আশ্রয় লওয়া হইতনা। বেশীদিন কর বাকী পড়িলে পেয়াদা এবং কখনও ফৌজ পাঠাইয়া তাহা আদায় করা হইত। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা সময় সময় প্রজাদের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তি-কর হইয়া উঠিত। কৃষক প্রজাবৃন্দ এবং সেই পক্ষে রাজস্ব আদায়কারী হিন্দু কর্ম্মচারীগণ সবদাই যাহ তে নির্দ্দিষ্ট পরিমান কর সরকারে জমা না দিতে হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকিত। পক্ষান্তরে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মুসলমান কর্ম্মচারীবৃন্দ সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট দাবীর উপরেও কিছু বেশী আদায় করিতে চা হতেন। [মোগল আমলের কর আদায়-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড যশোহরের যে রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন এই সংখ্যা উহা হইতে গৃহীত। বলাবাহুল্য যশোহরের করাদায় ব্যবস্থা হইতে সমগ্র রাজ্যের করাদায় নীতি অনুমান করা যাইতে পারে। হাণ্টার]

ইংরেজ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে যে দেওয়ানী লাভ করেন উহার বলেই তাঁহারা বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। এই দেওয়ানী চীফএজেণ্ট পর্যায়ভুক্ত ছাড়া আর কিছু ছিলনা। মিঃ এসিমন১৭১৫সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে যে দস্তাবেজ প্রস্তুত করেন সেই দলিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১২ সালের ত্রৈমাসিক রিপোর্টের ১৪ হইতে ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য এই জন্য মুসলমানগণ দাবী করিয়া থাকেন যে, ইসলামী নেজাম অনুযায়ী রাজকার্য্যসমূহ নির্বাহের অধিকারের চুক্তিমূলে ইংরেজ যে দেওয়ানী লাভ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে সেই চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলা উচিত। অমার নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে মুসলমানদিগের এই দাবীর মূলে অকাট্য সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্রাট শাহআলমের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করেন তাহাতে ঐরূপ শর্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাত্র কতিপয় বৎসরকাল উক্ত চুক্তির মর্ম্মানুযায়ী শরিয়তমত মুসলান কর্ম্মচারীদের দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করিয়া পরে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু পরিবর্তন আনয়নে এই ধীর পদক্ষেপের জন্য ইংরেজকে কাপুরুষ আখ্যায়—আখ্যায়িত হইতে হইয়াছে।

(ওহাবী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ভার প্রাপ্ত বৃটিশ অফিসারও উহা সমর্থন করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ইসলামী আইন কানুন মোতাবিক রাজ্য-পরিচালনার অঙ্গীকারে দিল্লী সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার যে দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন, উক্ত চুক্তি নামায় পারস্যার ভাষায় একথা উল্লিখিত আছে যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বরাবরের জন্য ইসলামী নেজাম অনুযায়ী শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু আমরা সেই চুক্তি ভঙ্গ করায় বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। এস্থলে উল্লিখিতব্য এই যে আমরা উক্ত চুক্তির উপর যে সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত হানিয়াছিলাম উহার সুদূরপ্রসারী আনিষ্টকারিতা ইংরেজ ও মুসলমান উভয়ের কেহই পূর্ব্বাহ্নে অনুভব করিতেপারেন নাই। ১৭৬৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্ত্তৃক ভূমিব্যবস্থার পরির্ত্তবনকে উদ্দেশ করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। বলাবাহুল্য উহাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দবস্তের গোড়াপত্তনের সূচনা। এই ব্যবস্থা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট ও প্রজাবৃন্দের মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারী যে-সমস্ত মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন তাহাদিগকে জোর পূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করা হইয়াছিল।

রাজস্ব আদায়ের জন্য মুসলমান তায়াল্লুকদার এবং তাঁহাদের অধীনস্থ নায়েব গোমস্তা ও পেয়াদা সৈনিকের স্থলে প্রতি জেলায় এক এক জন করিয়া ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করা হইল। কালেক্টরগণ তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং যে সমস্ত মুসলমান আমীর-ওমরাহ রাজস্ব আদায়ের দ্বারা লাভবান হইয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদের সম্মুখে ভীষণ অবস্থা দেখা দিল। তাঁহারা এখন আর সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব আদায়কারী রহিলেন না, মাত্র নিজ নিজ দখলী সম্পত্তির

আয়ের উপর নির্ভরশীল হইতে বাধ্য হইলেন। সে যাহা হউক, ১৭৬৫ সালের ব্যবস্থাটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলেও উহাই তাহার সূচনা করিয়াছিল এবং ঐ ব্যবস্থা মুসলমানদিগকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। কারণ ঐ ব্যবস্থা দ্বারা রাজস্ববিভাগের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুসলমান আমীর ওমরাহ বৃন্দের অধীনে যেসমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, দালাল ও পেয়াদা প্রভৃতি নামে অভিহিত সেই সমস্ত হিন্দুই ভূমির প্রকৃত মালিক হইয়া বসিয়াছিল। ১৭৮৮ ও ১৭৯০ সালের বন্দোবস্তের দলিল পত্রাদি আমি একান্ত সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, ১৭৯৩ সালের ব্যবস্থায় কর আদায়কারী দালালগণের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়া থাকুক না-কেন, অতীতের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় যে তিনটি উপায় বিদ্যমান ছিল প্রকারান্তরে তাহাকে বজায় রাখা হইয়াছিল। ইসলামী নিজামের সেই তিনটি উপায় হইতেছে এই,—যথাঃ—১। গভর্ণমেণ্ট, ২। কৃষকগণের নিকট হইতে কর আদায়কারী এজেণ্ট এবং ৩। চাষবাসকারী কৃষক। কিন্তু এই রাজস্ব আদায়ের—জন্য যেসমস্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুসলমান তায়াল্লুকদার বিদ্যমান ছিলেন তাহাদিগকে হয় আমরা সজ্ঞানে বিতাড়িত করিয়া ছিলাম অথবা নূতন ব্যবস্থার দরুণ স্বাভাবিকভাবেই তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত হইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য অসংখ্য অভিজাত বংশীয় মুসলমান রাজস্ব বিভাগে বিদ্যমান থাকিয়া প্রচুর ধনলাভ করিতে ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করায় মুসলমান সমাজের সম্মুখে ভয়াবহ আকারে আর্থিক সঙ্কট নামিয়া আসিয়াছিল। এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা বংশানুক্রমিকভাবে যে সম্মান প্রতিপত্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মুসলমান আমীর ওমরাহবৃন্দের যেসমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল তাহা হইতে তো তাহারা লাভবান হইতেছিলেনই অধিকন্তু তাঁহারা সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বভার বহনের বিনিময়ে নানাভাবে অর্থোপর্জ্জন করিতেছিলেন। বর্ত্তমান রাজস্ব ব্যবস্থার অধীনে জনৈক দায়িত্বপূর্ণ ইংরেজ কর্মচারী এতৎসংশ্লিষ্ট মুসলমান সমাজের অসন্তুষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা পূর্বে যেসমস্ত হিন্দু সামান্য অবস্থার কর্মচারীরূপে কৃষকগণের নিকট হইতে করাদায়কার্যে নিযুক্ত ছিল তাহাদিগকেই চিরস্থায়ী স্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়াছে এবং ইতিপূর্বে মুসলমানগণ ভূমি রাজস্ব হইতে যে প্রচুর অর্থলাভ করিতেছিলেন তাহা বর্ত্তমানে হিন্দু জমিদারগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। (মিঃ ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ড)।

এই সমস্ত অন্যায় অবিচারের জন্য মুসলমানগণ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকে যে, "কোম্পানী পূর্ব্বের ন্যায় ইসলামী-আইন কানুন মোতাবেক রাজ্য শাসনের অঙ্গীকারে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার দেওয়ানী লাভ করিয়া পরে যখন তাহারা নিজদিগকে শক্তিশালী মনে করিয়াছে তখনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে।"

উহার উত্তরে আমাদের পক্ষ হইতে বলা হইয়া থাকে যে, "আমরা যখন মুসলমান শাসকগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বাংলার দেওয়ানী ব্যবস্থার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, উহা যেমন পক্ষপাতমূলক তেমনি অযোগ্য এবং মনুষ্যত্বের অপচায়ক, সুতরাং উহাকে বজায় রাখিলে মানব সভ্যতার পক্ষে তাহা একান্তই লজ্জাকর ব্যাপার হইবে, তখনই আমরা—উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। জেলাসমূহের দেওয়ানী পদ্ধতির অনুসন্ধান লইয়া যাহ, দেখাগেল তাহাতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমান শাসকগণের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রজাপালন অপেক্ষা প্রজার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনের ব্যবস্থাই ছিল বলবৎ। করাদায়কারী আমীর ওমরাহগণ কেবল করাদায়কারী ছিলেননা, নিজ নিজ এলাকার শাসন পালন ব্যাপারেও তাঁহারা হর্ত্তা কর্তা ছিলেন। তবে বাৎসরিক দাবীকৃত অর্থ তাহাদিগকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট বুঝাইয়া দিতে হইত। কৃষক সাধারণকে নানারূপে শোষণ করা হইত এবং এই ভাবে শোষিত ও লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা

নগণ্য আদায়কারীগণ অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইত। এই সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াও প্রতিকারের কোন আশা ছিলনা। কারণ যে সময় আদায়কারীর দ্বারা প্রজা সাধারণ শোষিত ও অত্যাচারিত হইত তাহাদেরই প্রভুস্থানীয় আমীর ওমরাহগণের নিকট তাহাদিগকে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইত। সুতরাং রক্ষক যেক্ষেত্রে ভক্ষক সেক্ষেত্রে অভিযোগের যে দশা হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইজন্য অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া অল্পক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার পাওয়া যাইত। যদি কখনও কোন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ন্যায়বিচার পাওয়া যাইত এবং বিচারে অত্যাচারীর কারাদণ্ড হইত তবে সেক্ষেত্রে কারামুক্ত হইতে তাহার পক্ষে বিলম্ব হইতনা। কারণ—কৃষকদিগকে লুণ্ঠন করিয়া সে যে প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছে উহা হইতে কারাধ্যক্ষকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ স্বরূপ দিয়া সে অবলীলাক্রমে কারা মুক্ত হইতে পারিত।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের শেষভাগে যে এই অবস্থা হইয়াছিল তাহা হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী প্রভৃতি মুসলমান মনীষীবৃন্দের পুস্তকাদি হইতে জানিতে পারা যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র মোহাম্মদ শাহের সময় হইতে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা নওয়াবগণের অনেকেই যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য যেসমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী আমীর ওমরাহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন চরিত্রহীন বিলাসী এবং স্বার্থপর। তাহাদের অধীনে বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনীও ছিল। এই সকল সৈনিকের সাহায্যে করাদায়কারীগণ করাদায়ের নামে কৃষকদিগকে লুণ্ঠন করিত। বাংলার বারো ভূইয়ার লুণ্ঠন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইংরেজগণ যে নূতন জমিদার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাদের নির্মম অত্যাচারের মর্মান্তিক কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এস্থলে নিজেদের কৃত কর্মের জন্য যেকোন ইংরেজের লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল। সেই সকল অত্যাচার এতদূর সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল যে জনৈক ইংরেজ পাদ্রী উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার কতিপয় গ্রামের কৃষকদিগের যে বেদনাদায়ক কাহিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে হস্তিদ্বারা কৃষকের ঘরবাড়ী চুরমার করা, লাঠিয়াল দ্বারা তাদের হস্ত পদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া, এমন কি বহু কৃষক নারীর স্তন কাটিয়া ফেলার নিষ্ঠুর বৃত্তান্তও ছিল। পাদ্রী কর্ত্তৃক প্রস্তুকৃত সেই রিপোর্ট হাতে করিয়া মনীষী এডমণ্ডবার্ক যখন বৃটিশ পার্লামেণ্টে জ্বলন্ত ভাষায় বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার বর্ণন করিতেছিলেন যেন সেই নির্মম অত্যাচারের বেদনা পূর্ণ কাহিনী শুনিয়া পার্লামেণ্টের অনেক নারী শ্রোতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। (অনুবাদক)

বস্তুতঃ মুসলমান আমলের শাসন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিলে যাহা স্পস্ট হইয়া উঠে তাহা হইতেছে এই যে, ঐ পদ্ধতির ছায়া অল্প সংখ্যক লোক ধনী হইতে পারিত আর অধিক সংখ্যক দরিদ্র হইতে বাধ্য হইত এবং তাহাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আরও অনুসন্ধান লইলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ বিচারকের অন্তরে মজলুমদের প্রতি সমবেদনা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল কিনা সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যে কৃষকগণ প্রচণ্ড রৌদ্র ও মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে চাষ আবাদ করিয়া সকলের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে পক্ষান্তরে অন্যের অন্ন যোগাইয়া যাহারা পুত্র পরিজনসহ বৎসরের অধিকাংশ সময় অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিতে বাধ্য হন, তাহাদের কঠোর শ্রমার্জ্জিত অর্থ লুণ্ঠন করিয়া জেলার কতিপয় ধনী বিলাসী তাহাদের বিলাস স্পৃহা চরিতার্থ করিতেছে, এই মর্ম্মান্তিক অবস্থার কোন প্রতিকার নাই এবং সেজন্য শাসক গোষ্ঠির বিবেক বুদ্ধিতেও কম্পন অনুভূত হইতেছেনা, তখন এই অমানুষিক ব্যবস্থা কি প্রকারে বজায় রাখা যাইতে পারে? সুতরাং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দিল্লী সম্রাটের সহিত সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গ পূর্ব্বক ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন তখন অভিজাত শ্রেণীর পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইলেও প্রজা সাধা-

রণ যে সেজন্য আহ্লাদিত হইয়াছিল তাহা ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

এস্থলে বলিয়া রাখিতে চাহিতেছি যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন তাহাকে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার না বলিয়া সংহার আখ্যা দেওয়াই উচিত। তাহাদের ব্যবস্থায় কৃষকের সত্ব নাশ করিয়া এক শ্রেণীর অবাঞ্ছিত লোকদিগকে ভূমির উপর নিরঙ্কুশ অধিকার দান করিয়া যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহাতে কৃষকগণ পূর্ব্বের তুলনার বেশী পরিমাণ শোষিত, লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হইয়া জীবনের স্বাদ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিন। **অনুবাদক**

মুসলমান আমীর ওমরাহ বৃন্দের প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সর্ব্বাপেক্ষা অবিচার হইতেছে তাহাদের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া। ইতিপূর্ব্বে তাহাদের অধিকারের কোন সীমা ছিলনা, তাহাদের নিজ দখলে যে সমস্ত খাস জমি ছিল ইচ্ছা করিবা মাত্র তাঁহারা উহার সীমা যথেচ্ছ ভাবে বদলাইয়া লইতে পারিবেন। একদিকে মুসলমান আমীর ওমরাহ বৃন্দের যথেচ্ছাচারের বাহুকে সংযত করা হইল। এবং আর একদিকে ভুমির উপর চিরস্থায়ী সত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু যে সম্প্রদায়টি যুগ যুগ ধরিয়া জন সাধারণের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে অভ্যস্থ হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারা মাত্র গভর্ণরজেনারেলের ঘোষণা মূলে নিজ নিজ অধিকৃত সম্পত্তি ভোগ করিয়া নিরস্ত হইতে পারেন না। কিন্তু তাহারা সন্তুষ্ট হউন বা না হউন পল্লী অঞ্চলের কৃষকদিগকে তাহারা যেভাবে লুণ্ঠন করিয়া আসিতে ছিলেন তাহা হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণতঃ বঞ্চিত করা হইল এবং উহার ত্রিশ বৎসর পর নূতন আইন বলে বাজেয়াফত আইন যখন তাঁহাদের এক্তিয়ার ভুক্ত বেজাবেদা ভূমি সরকারের পক্ষ হইতে দখল লওয়ার ব্যবস্থা হইল তখন তাহাদিগকে দুই চখে সরিষার ফুল দেখিতে হইয়াছিল। এই নূতন আইনের উপকারিতা সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে বাংলার ভূমি জরিপ নিয়মিত ভাবে পাট্টা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি রাজস্ব এরূপ বৃদ্ধি পাইয়া ছিল যে, মুসলমান সম্রাটগণ তাহা কখনও কল্পনাতেও স্থান দিতে পারেন নাই। তবে একথা সত্য যে, এই সকল ব্যবস্থার ফলে বিগত পঁচাত্তর বৎসর কালের মধ্যে বাংলার মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়কে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে হয় সম্পূর্ণতঃ বিলুপ্ত হইতে হইয়াছে, অথবা কিছুকাল পূর্ব্বে যে সম্প্রদায়টি তাঁহাদের নিকট উপেক্ষার পাত্র ছিল ইংরেজ সরকারের ব্যবস্থাগুণে সেই হিন্দুগণই ধনৈশ্বর্যে শীর্ষ স্থানীয় হইয়া উঠায় তাহাদের সম্মুখে মুসলমানগণকে হেয় প্রতিপন্ন হইতে হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণকে অন্নে মারার ব্যবস্থা হইলেও তাঁহাদের মানসিকতা পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে। কারণ এখনও তাহারা নিজদিগকে বিজয়ী শাহনশাহবৃন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া অহঙ্কারপুর্বক ইংরেজকে ধিক্কার দিয়া থাকে। সামরিক ও দেওয়ানী বিভাগদ্বয়ের উপর মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকার দরূণ উহা দ্বারা এক দিকে যেমন তাঁহাদের ধনার্জ্জনের পথ সুগম ছিল তেমনি আর একদিকে উহার মাধ্যমে সমগ্র দেশের উপর তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই দুইটি উপায় হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করার ফলেই যে তাহাদের সম্মুখে ভীষণ আকারে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ব্যবস্থা মোতাবেক অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান আর সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন না। উহার কারণ হইতেছে এই যে, বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদিগকে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। উহার কারণ হইতেছে এই যে, যে ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের ধ্বংস অবধারিত উহাই বৃটিশ শক্তির স্থায়ীত্বের পরিপোষক হইয়া থাকে। তারপর বলা হইয়া থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা সাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে দেওয়ানী বিভাগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল নূতন ব্যবস্থার পক্ষে যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হউক না কেন, উহা যে মুসলমানের পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে এই কার্য যে সম্রাট শাহ আলমের

সহিত সম্পাদিত চুক্তির খেলাপ হইয়াছে সেবিষয়েও তর্কের কোন স্থান নাই এবং এই জন্যই ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরেজের প্রতি চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ চাপাইয়া থাকে। ১৯৬৪ অব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে বকসরে সম্রাট শাহ আলমের ও ক্লাইবের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

মুসলমানের সম্মান প্রতিপত্তির তৃতীয় উপায়টিছিল রাজনৈতিক ও আইনগত অর্থাৎ দেওয়ানী বিভাগের উপর এক চেটিয়া অধিকার। উহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার পক্ষে যতই জোরদার যুক্তির অবতারণা করা হউকনা কেন, প্রকৃত ঘটনা হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও হাইকোর্টের জজের পদ সমূহের মধ্যে একজন মুসলমানও দেখিতে পাওয়া যাইবেনা। কিন্তু এই দেশের শাসন ক্ষমতা যখন আমাদের করায়ত্ব হইয়াছিল উহার পূর্বেতো বটেই বরং উহার পরেও বহু বৎসর যাবত ঐ শ্রেণীর পদ সমূহে মুসলমানগণ প্রায় এক চেটিয়া অধিকার উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন। যেমন আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, কর আদায়কারী কালেকটরগণের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান এবং মুসলমান—কোতোয়াল গণই পুলিশ কমিশনার রূপে নগরীর শান্তিরক্ষার দায়িত্বভার বহন করিতে ছিলেন। অর্থাৎ দেওয়ানী ফৌজদারি বিভাগের উচ্চ শ্রেণীর পদ সমূহের প্রায় সমস্তই মুসলমাণের অধিকারেছিল। এই শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ। এই কেন্দ্র হইত প্রদেশের সর্ব্বত্রের জন্য সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিধিব্যবস্থা এবং আদেশ-নিষেধের ফরমানাদিও ঐ কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হইত। বাংলার কারাগারসমুহের অধ্যক্ষের পদ সকল মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। তবে একথা সত্য যে, কারাধ্যক্ষদের অনেকেই দুর্নীতির পথে প্রচুর ধনলাভ করিয়াছেন। দেওয়ানীও ফৌজদারী আদালত সমুহের সমস্ত বিচারকেরপদে মুসলমানগণ বিরাজমান ছিলেন। উহা নাহইয়া উপায়ও ছিলনা, কারণ ইসলামী নিজাম (আইনকানুন) অনুযায়ী পরিচালিত ও শাসিত রাষ্ট্রের জন্য শরিয়তের বিধি ব্যবস্থা তথা ফেকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানী বৃন্দ-ছাড়া অন্যের দ্বারা উহা নির্ব্বাহিত হওয়ারসম্ভাবনাছিলনা। এই জন্য শরিয়তজ্ঞ উলামা বৃন্দের দ্বারা বিচারক বা কাযীর পদ সমূহ অধিকৃত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল এই ব্যবস্থাই বজায় ছিল। পরে আমরা যখন নুতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া ঐ সমস্ত পদে ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলাম তখনও তাঁহাদিগকে শরিয়তের বিধি ব্যবস্থা এবং উহার ধারা উপধারা সমূহ সম্বন্ধে পরামর্শ যোগাইবার জন্য কাযী নিযুক্ত করা হইয়াছ এবং তাঁহারা ইংরেজ বিচারকের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া বিচার কার্য্যে সহায়তা যোগাইয়াছেন। উহা না করিয়া উপায়ান্তরও ছিলনা। কারণ তখনও রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা ছিল ফার্সী, আইন কানুন ছিল শরিয়তের ব্যবস্থা বা ফেকাহ। সুতরাং আদালতের রায় ফয়সালা লিপিবদ্ধ বরং পঠন পাঠন ও শরিয়তি আইন-কানুনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের জন্য মুসলমান মওলবী বা কাযী নিযুক্ত না করিয়া উপায়ান্তর ছিলনা। লর্ড কর্ণওয়ালিস ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিলেও বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই জন্য ইংরেজ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরকাল বিচার বিভাগের উপর মুসলমানের একচেটিয়া অধিকার বজায় থাকিয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে গিয়া অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও উহার গতি ছিল মন্থর। কারণ তখনও আদালতের ভাষা ছিল ফারসী। কিন্তু সরকারী ভাষা ফারসীর স্থলে ইংরাজি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখা দিল এবং হিন্দুগণ দলে দলে সরকারী দফ্‌তর সমূহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। এমনকি জেলা কালেক্টরীর সেরেস্তাসমূহে যেখানে পূর্ব্ব পরিচয় সূত্রে মুসলমানগণ কিছু চাকুরী প্রাপ্তির আশা পোষণ করিরা থাকে, সেস্থান হইতেও তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত সরকারী দফ্‌তর ইতিপূর্বে মুসলমান আমলা ও কর্ম্মচারীবৃন্দ দ্বারা পুর্ণ ছিল, বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান দুই চারিজন কর্ম্মচারী ছাড়া কোথাও মুসলমানের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। আজ হইতে দশ ১০ বৎসর পুর্ব্বেও নাজির এবং রাজস্ব বিভাগের

[৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

Contents

নারী স্বাধীনতা

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের
বি-এ (অনার্স), ই, পি, সি, এস্, ডি-লিট্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মেলবোর্ণে ইতালীয় যুবক, বিশেষতঃ নবাগত মুহাজিরেরা অষ্ট্রেলিয়ান মহিলাগণকে পথে ঘাটে ধর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নিয়তই অন্যান্য যুবকের সহিত ছোরা বাজিতে লিপ্ত রহিয়াছে। যুবক যুবতীরা বর্ত্তমানে নৈশ হোটেলগুলিকে অপকর্ম্মের আড্ডা হিসাবে ব্যবহার করিতেছে ও শহরের নির্জন উদ্যান সমূহকে বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছে। (১৮) অধ্যাপক সি, ই, এম, জোয়াদ বলেন, আপনারা কোন সেতু বা টাউন-হল নির্ম্মান করিতে চাহিলে রাস্তায় দৈবাত যাহার সাক্ষাৎ পান, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কাজে লাগান না, বরং কোন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও সুনিপুন স্থপতিকে ডাকিয়া আনেন। কিন্তু সেতু বা টাউন হল হইতেও মোটের-উপর যাহা অধিকতর প্রয়োজনীয় অর্থাৎ আধুনিক নাগরিক সৃষ্টি করিতে চাহিলে আপনারা শুধু সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, ঘটনা চক্রে মিলিত এরূপ এক জোড়া নর-নারীর উপর তাহার ভার ছাড়িয়া দেন। বিপরীত লিঙ্গের যে কোন এক জোড়া এক একজন নাগরিককে জন্মদান করিতে পারে, কাজটা প্রকৃতই নিতান্ত মারাত্মক রূপে সহজ। কিন্তু প্রজনন শক্তি থাকিলেই শিক্ষা দান, চরিত্র গঠন, বিচারশক্তিকে—সঠিকভাবে পরিচালন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের যোগ্যতা আছে, এমন বুঝায় না। বরং ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। নাগরিক তৈয়ারের কাজটা আমরা পথে ঘাটে মিলিত দম্পতির উপর ছাড়িয়া দেই বলিয়াই আমাদের সেতুগুলি আমাদের নাগরিকদের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং এজন্যই আমরা নিজেরা মোটামুটি হীন, অযোগ্য, অভদ্র, কদাকার ও নিঃস্বচিত্ত।" (১৯)

এ ভাবে সৃজনশক্তির অপচয়ের ফলে একদিন পাশ্চত্য জাতিগুলির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপের—আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাট্রাণ্ড রাশেল তাঁহার—*Principle of Social Reconstrution* গ্রন্থে বলেন, "যে সকল শ্রেণী ক্ষয় পাইতেছে, তাহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট লোকেরাই সর্বাপেক্ষা দ্রুত ক্ষয় পাইতেছে। আমাদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও নৈতিক মান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে পরবর্ত্তী ২। ৩ পুরুষে সমস্ত সভ্য দেশেই লোক-চরিত্রের দ্রুত অপকর্ষ ঘটিবে, ইহা অপ্রতিবাদ্য মনে হয়। সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতারই এই বিপদ।" তথাকথিত নারী স্বাধীনতা আন্দোলোনের ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

জনৈক ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেন, 'পুরুষের উপর নারীর আর্থিক নির্ভরতা বিবাহ-রূপী মিলনের মধ্যপ্রস্তর। (এখন) অর্থনৈতিক শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী বশ্যতা ও বিশ্বস্ততার হলফ লইতে অস্বীকার করিতেছে। বিবাহের পরেও সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখে, বাইবেল ও আইন দুইই বলশেভিকবাদের কার্য্যের সমর্থন করে। ক্ষুদ্র আলোহিত পদনিম্নে ভগবানের বাণীও ব্যবস্থাবিদদের আইন দলিত মথিত করিয়া নারী বিজয়গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেয়ে উহা ভগ্ন করিয়াই তাহারা তৎপ্রতি অধিক সম্মান দেখাইতেছে। (ডি,পাস্থ)। অবিবাহিতাদেরত কোন বালাইই নাই।

ইহার শেষ ফল কোথায় দাঁড়াইবে? বিখ্যাত দার্শনিক বাট্রাণ্ড রাশেল তাহার জওয়াব দিয়াছেন। তাঁহার মতে 'হয় বৃদ্ধেরা প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া নওজোয়ানদের দ্বারা তাহাদের 'নূতন নৈতিকতা' আইনানুমোদিত করিয়া লইবে। ইতালিতে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় দুশ্চরিত্রতার উপরও সরকারের একচেটিয়া প্রভুত্ব; সেখানে মুসোলিনী প্রবল উদ্যমে নারীদিগকে

---

(১৮) আজাদ ১৩।১০।৫২ মিল্লাত ২১।১।৫৬, ২।১২।৫৫
(১৯) Book of God 26.

সতীত্ব রক্ষায় বাধ্য করার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে রুশিয়ার ব্যপার ঠিক উল্টা। ফ্রান্সে যুগযুগান্তর ধরিয়া ভ্রষ্টতার কয়েকটী সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি লোকের গাসহা হইয়া গিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করার সাহস আমাদের নাই।

পুরুষ চিরদিনই বিবাহের পূর্বে অবৈধ সংসর্গ করিয়া আসিয়াছে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে বেশ্যাবৃত্তি ও রক্ষিতা প্রথার কল্যাণে। এই প্রতিষ্ঠান দুইটি রাখিয়া দিতে গেলে নারী জাতির এক বৃহদংশকে সর্ব্বপ্রকারে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত রাখিতে হয় এবং নারী স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। আবার পুরুষ সাধু না থাকিলে মেয়েরাই বা সতী থাকিবে কেন? যে সকল মেয়ে সতী না হইয়াও সতিত্বের ভান করে, কেহ কেহ তাহাদের সুবিধার্থ 'পতিত ভবন' স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে 'গো গোনো' নামে ইতঃপূর্বেই ইহাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নীতিবিদেরা এঅবস্থা মানিয়া না লইলে স্বীকার করিতে হয় যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর সতিত্ব অধিকতর প্রয়োজনীয়; কাজেই যুবকদের উচিত, সামাজিক মেয়েদের সংসর্গ অধিকতর লোভনীয় হইলেও তাহা বর্জ্জন করিয়া পতিতা সহবাস করা। ইহাকে 'নৈতিকতার কপট মান' বলে।

মোটের উপর, যত দিন আর্থিক কারণে অনেকের পক্ষে প্রথম যৌবনে বিবাহ করা সম্ভবপর হইবেনা এবং বহু নারী আদৌ স্বামী জুটাইতে পারিবেনা, (প্রধানতঃ এক পত্নীক দেশগুলিতে) ততদিন নারীর সতিত্বের মান শিথিল করিতেই হইবে। যদি তাহার সতিত্ব বা বিশ্বস্ততার দাবী করা না হয়, তবে হয় আমাদিগকে পরিবার রক্ষার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হইতে, নতুবা পরিবারের ভাঙ্গনে সম্মতি দিতে হইবে। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেন, পিতৃ কুলাত্মক বিশেষতঃ এক পত্নীক পরিবারে স্ত্রীই হইতেছে প্রধান পরিচারিকা—তাহাকে আজাদ করিতে হইলে এক বিবাহ প্রথাই বিলুপ্ত করিতে হইবে।'

"সমস্ত বিবাহেতর সহবাসের ফল গর্ভনিরোধক ঔষধাদি প্রয়োগে বিনষ্ট করিয়া দিলে চলিতে পারিত বটে, কিন্তু এরূপ কোন অব্যর্থ প্রণালী অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; তদুপরি ইহাতে স্ত্রীর বিশ্বস্ততার উপর অনেক বেশী নির্ভর করিতে হয়। নূতন নৈতিকতার বিকল্প ব্যবস্থা হইল (রুশিয়ার ন্যায়) পিতার পদ একদম উঠাইয়া দিয়া তাহার কর্ত্তব্য (অর্থাৎ সন্তান পালন) সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। সেক্ষেত্রে অজ্ঞাত জনকের জারজ শিশুদের বর্ত্তমানে যে অবস্থা, উহাদেরও সে দশা ঘটিবে।

পক্ষান্তরে প্রাচীন নৈতিকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রথম কাজ হইবে যাজকীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ন্যায় মেয়েদের অজ্ঞ, বোকা ও কুসংস্করাপন্ন করিয়া রাখা; দ্বিতীয়তঃ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অত্যুৎসাহী পুলিশের ন্যায় সমস্ত যৌনতত্ত্বের পুস্তক নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কেবল এ সমুদয়ই যথেষ্ট নহে। কাজেই একমাত্র পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা হইবে যুবক যুবতীদের একত্র মিলনের সমস্ত সুযোগ নষ্ট করিয়া দেওয়া। মেয়েদের গৃহের বাহিরে জীবিকার্জ্জন, মাতা, চাচী বা বৃদ্ধা সহচরী ব্যতিরেকে নৃত্যাদিতে গমন ও ৫০ বৎসরের কম বয়স্কা রমণীদের মোটর চালনা প্রভৃতি বন্ধ করিতে এবং মাসে একবার পরীক্ষা করিয়া অসতীদের আদালতে পাঠাইতে হইবে। অপব্যবহার নিবারণের জন্য পুলিশ ও ডাক্তারদের মুষ্কছেদন করাও দরকার। এক শতাব্দী বা আরোও কিছু অধিক কাল পর্য্যন্ত জোরেশোরে এই অভিযান চালাইতে পারিলে হয়ত বর্ত্তমান দুশ্চরিত্রতার বর্দ্ধমান স্রোত কতকটা প্রতিহত হইতে পারে। কিন্তু পুরুষের বদমাইশীর স্বভাব যেরূপ সহজাত তাহাতে (পুরোহিত ভিন্ন) সকলকে খাসী করিয়া দেওয়াই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা। কিন্তু তাহাহইলে আর পর্দা বা যুবক যুবতীদের পৃথক রাখার দরকারই বা কি?

মোটের উপর, যে পথেই চলা যাউকনা কেন, তাহাতেই অসুবিধা ও আপত্তি আছে। 'নূতন নৈতিকতা' চালু করিলে তাহার ফল হইবে আরও সুদূরপ্রসারী; তাহাতে এমন সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে যাহা এখনও ধরা পড়ে নাই। পক্ষান্তরে পূর্ব্বে যে সকল নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর ছিল, এখন তাহা জানাইতে গেলে মানব

প্রকৃতি অচিরে উহাদের কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কাজেই মৃত প্রথা পুনরুজ্জীবিত না করিয়া পৃথিবীকে আগাইয়া যাইতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ।(২০)

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য জগত কুক্ষণে নারীকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া এখন উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় তাহারা এমনভাবে পুরুষের ঘাড়ে জ়াকিয়া বসিয়াছে যে, আর নামাইবার উপায় নাই। ব্রেক হীন মোটরে গিরি শিখর হইতে অবতরনের ন্যায় তাহারা নিজেদের তৈয়ারী একমুখ বদ্ধ গলি হইতে নিষ্ক্রমনের কোনই পথ পাইতেছেনা, কেহই প্রতিকারের কোন উপায় বাতলাইতে পারিছেতেনা। তাহাদের শোচনীয় পরিণাম দর্শনে কালো আদমীদের চক্ষু ফুটিলে এখনও হয়ত শেষ রক্ষা হইতে পারে।

সত্য বটে, "সমাজকে নৈতিক সুস্থ রাখার দায়িত্ব নারীর যতখানি, পুরুষেরও ঠিক ততখানিই, কিন্তু পুরুষ চিরকাল এ দায়িত্ব একমাত্র' না হ'লেও অনেকটা নারীর কাছেই দাবী করে এসেছে (দিলরুবা, ফাল্গুন, ১৩৫৭)।" কেন? নিউইয়র্কে গার্হস্থ্য আদালতের মহিলা বিচারকের রায়ে ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে, তিনি বলেন "পুরুষের যৌননীতি অনেকটা নীচে নেমে গেছে। পুরুষ মাত্রই ব্যভিচারী, এই সবার ধারণা। কাজেই যে কোন মেয়ে বিবাহের পুর্বে ধরে নেয়—তার স্বামী ব্রহ্মচারী না হওয়াই স্বাভাবিক। পুরুষ মানুষ কিছু না হোক, এধার ওধার দু'চারবার কোন না কোন নারী সঙ্গম করেছে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় যৌন নীতির মান আজও যথেষ্ট উঁচু, দায়ে না পড়লে স্বেচ্ছায় কুমারিত্ব বিসর্জ্জন মেয়েরা দেয়না বললেই চলে। কাজেই বিবাহের সময় পুরুষ মাত্রেই ধরে নেয় ও নিশ্চয় কুমারী। পুরুষ প্রশ্ন না করলেও অক্ষুণ্ণ কুমারিত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আজকের দিনে সমস্ত অধিকারেরই বিবেচনায় পুরুষ ও নারী সমান এবং আইন অনুযায়ীই ব্যবহার গড়ে উঠে। কিন্তু যৌন বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার মেনেই আইনকে চলতে হ'বে। কোন একটি কাজ, তা পুরুষ করেছে কি নারী করেছে, আইন এ নিয়ে মাথা ঘামায়না, কিন্তু সমাজ ঘামায়। সমাজ ধরেই নেয় যে, বিবাহের সময় অধিকাংশ পুরুষই ব্রহ্মচারী হয়ে আসেনা। কোন কোন মেয়ের ধারনা যে যে পুরুষ অবাধ নারী সংসর্গ করেছে, স্বামী হিসাবে—সে-ই শ্রেয় (এবং যৌন অনভিজ্ঞ স্বামীকে 'তুমি কিছুই জাননা' বলিয়া ভ'ৎসনা'ও করে) কিন্তু মেয়েদের বেলায় বাপারটি ঠিক উল্টো। ধরেই নেওয়া হয় যে, অধিকাংশ মেয়েই অক্ষত। কুমারিত্বের কোন মূল্য নেই, দার্শনিক আলোচনা করে হয়তো তা প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কুমারিত্বকেই মর্য্যাদা দেয়।

ইহা অহেতুকও নহে "যৌন সঙ্গমে পুরুষ বীর্য্য ত্যাগ করে। তা কোন্ যোনিতে প্রবেশ করে বা সবসময় এক যোনিতে প্রবশে করে কিনা, পুরুষের পক্ষে তা অবান্তর (একমাত্র রোগের আশঙ্কা ছাড়া)। কিন্তু নারী বীর্য্য গ্রহণ করে, সে বীর্য্য তার সত্বায় ও মজ্জায় মিশে যায়, সে ক্ষেত্রে কার বীর্য্য সে গ্রহণ করেছে, সে প্রশ্নের গুরুত্ব যথেষ্ট, বহু পত্নীক পুরুষ যদি রোগশূন্য অবস্থায় স্বীয় পত্নীতে উপগত হয়, তাতে পুরুষ যোনির প্রাক সঙ্গমের কোন ফল তার পত্নীতে বর্ত্তায় না। কিন্তু—বহু বিলাসিনী নারীকে যদি কেহ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে রোগের প্রশ্নাদি বাদ দিয়েও সে নারী অশেষ দোষ যুক্ত হয়ে পড়েন এবং পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা করাও সব সময় কঠিন হয়ে পড়ে, অপরের ঔরষ জাত পিতৃত্ব কোন স্বামিই সুখীমনে গ্রহণ করেননা। (২১)

"অনেক তরুনী নিজেদের "স্মার্ট (চালাক) রূপে মনে করেন; তাঁরা ভাবেন যে, যথেষ্ট যৌন সংসর্গ করেও তাঁরা রোগ বা গর্ভসঞ্চার প্রতিরোধ করতে পারেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, এদের অনেককে অবাঞ্ছনীয় লোককে বিবাহ করতে হয়; কারণ, কোন এক রজনীর অভিসারে তাঁরা উদ্দাম প্রেমের প্রকাশ দেখিয়ে ছিলেন। এধরণের সংসর্গের মাঝে তাঁহাদের হয়ত আদৌ বিয়ে হবেনা বা বিবাহ সম্ভব হলেও তাঁরা সুখী হ'তে পারবেন-

---

(20) Russell, 70—75; Engles, 15.

(২১) নতুন জীবন, পৌষ, ১৩৫০, ৫২৩-৫পৃঃ,

Contents

কারণও আছে। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হ'ল পরিবার। ... সন্তানধারণের আনুসঙ্গিক বিপদ ও সন্তানকে রক্ষাকরার সমস্ত দায়িত্ব স্ত্রীদের। (২২) সুতরাং পুরুষ ইচ্ছামত চরিত্রহীন হইয়াও যে নারীকে সতীশিরোমণি দেখার আশা করিবে, তাহাতে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছুই নাই।

নারীর পক্ষে যৌনব্যাপারে তুল্যাধিকার লাভ সত্যই কি সম্ভব? নারীর অধীনতার কারণ তাহার লিঙ্গ বৈশিষ্ট; এজন্যই সে নানা দিক দিয়া পুরুষের উপর নির্ভরশীলা হইতে বাধ্য। (২৩) ইহাতে পুরুষের কোন হাত নাই। আত্মম্ভরী লোকেরা বলিতে পারে, কামপ্রবৃত্তি দমন করা সম্ভব, উহার তৃপ্তিসাধন সম্ভবপর নহে, কাজেই এরজন্য পুরুষের উপর নির্ভরতা পরিহার করা সহজ। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত প্রকৃতির গুণে মুষ্টিমেয় মেয়ে হয়ত ইহা দমন করতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের গুরুতর ক্ষতি হয়। "ভালবাসা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে ও বয়স্ক অবিবাহিত ছেলে তাদের প্রেম ও ভালবাসার এ অপমৃত্যু অন্তরের কোণে যে দ্বন্দ্বের ও আলোড়নের সৃষ্টি করে, তা বলা বাহুল্য মাত্র! এ দমননীতির ফলে তাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় যে পরিবর্ত্তন আসে তাহা অবর্ণনীয়। দেহ শিথিল হয়ে আসে, অন্তরে প্রেরণা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, ভগ্ন আর রুগ্ন দেহে মানুষকে শুধু হাহাকার করে ফিরতে হয় অশান্তির বোঝা নিয়ে। নারীর মাতৃত্বের আকাংখা যেখানে মর্য্যাদা পায়না, সেখানে নারীর সকল সম্ভাবনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করে যেখানে মনের বাসনা চরিতার্থের পথে আসে বাধা, সেখানেই আসে দ্বন্দ্ব। সভ্যতার যাত্রাপথে এ সমস্যারও জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। যখন অসুখ প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তখন মনের এ অসুখই বাহিরে এসে আর এক রূপ ধারণ করে। হয়তো হিস্টেরিয়া, পঙ্গুতা, হাত পা ফোলা কিম্বা মাথার বিকৃতি একটা না একটা রোগ এসে আমাদের শরীরকে ধরে আঁকড়ে।" জোর-করে ব্রাহ্মচর্য্য পালনে মানুষ হয় *neurotic* (স্নায়বিক রোগগ্রস্থ), মেজাজও হয় খিটখিটে, অনেকে *Pseudo-religionist* (মিথ্যা ধার্মিক) হয়ে উঠে। কেউবা ম্যানিয়াগ্রস্থ, কেউবা *vis vis* দেখে।

"মনীষী ফ্রয়েড আরও বলেন যে, এ *repression* বা দমনই অনেক সময় *Projection* (কল্পনা) এ এসে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায় অনেক অবিবাহিত পুরুষ বা নারী—পাখী, বিড়াল, কুকুর,এমনি কত কি পালন করে থাকেন। ... যে অন্তরের প্রেম ও ভালবাসাকে তাঁরা অন্তরে জমাট করে বেঁধে রেখেছেন—এ তারই একটা অভিব্যক্তি মাত্র। এর ভিতরই নিজেকে ডুবিয়ে রেখে তাঁদের হয়তো কতকটা সান্ত্বনা পাবার প্রচেষ্টা!" (২৪)

দেহ তত্ত্বের দিকদিয়া সাধারণ নারী সন্তানপ্রসব ও প্রতিপালনের জন্যই গঠিত। মাতৃত্বের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য উপেক্ষা করিলে প্রজনক অঙ্গ দ্বারা শাসিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাধারণ ক্রিয়াই বিশৃংখল হইয়া যায়। " (২৫) পরিণত বয়সে জিতেন্দ্রিয়তা স্নায়ুমণ্ডল ও সমগ্র দেহের উপর শোচনীয় ক্রিয়া করে। ইহার ফলে ভ্রম ও চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে, মানসিক বিকারের বশে কেহ কেহ এমন কি আত্মহত্যা করিয়া বসে। ডাঃ হোগারিসের মতে প্রকৃতি অনেক সময় নিষ্ঠুরতম রোগের আকারে এই অস্বাভাবিকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়তার দরুণ বক্ষ ও গর্ভাশয় ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অপর যে কোন ব্যাধির আক্রমণ অপেক্ষা অধিক কষ্ট পায়। অবিবাহিতা মেয়েদের আত্মহত্যার হার বিবাহিতাদের দ্বিগুণ। এমন কি তদপেক্ষাও বেশী।

রমনীর জিতেন্দ্রিয়তা তাহার এতদপেক্ষাও গুরুতর বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। জননেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য হইল জাতির বিস্তার সাধন। নিছক সম্ভোগের উদ্দেশ্যে হইলে প্রকৃতি বাড়াবাড়ির জন্য লোককে এত

---

(২২) নর-নারী, চৈত্র, ১৩৫০, ১৫০—৪পৃঃ

(২৩) Women owed the inferiority of her position to the pecularities of her sex, which placed her in a position of dependance on man;— August Bebel.

(২৪) ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৫২, ১১৬ পৃঃ; চৈত্র, ১৩৫১, ১৭৪ পৃঃ

(২৫) Walter Heape, 204

Contents

শাস্তি দিত না। কাজেই মেয়েদের পক্ষে নারিত্ব বর্জন সম্ভবপর হইলেও জাতি কিছুতেই তাহা বরদাশত করিবেনা। (২৬) কখনও বাস্তবিকই এমন দুর্দ্দিন আসিলে লোকে বরং অতীতের কন্যাশিশুর ন্যায় এই নিরর্থক আগাছাগুলি ছাটিয়া ফেলিতেই চাহিবে।

মিঃ ওয়াল্টার হীপ বলেন,'নারী আন্দোলনের ফলে নানা উপকার পাইবে বলিয়া মেয়েরা নানা যুক্তি দেখাইয়া থাকে। যৌন সম্পর্ক আর একভাবে সাজাইতে পারিলে ভাবী রমনীরা হয়ত উপকৃত হইতেপারে। কিন্তু প্রকৃতর কার্য্য প্রনালীর সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা যে যুক্তির উপর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিভুর্লতার সন্দিগ্ধ না হইয়া পারিবেন না! এমন কি অনেকেই হয়ত আশঙ্কা করিতে পারেন যে, এই 'নারী জাগরণ, যাহারা তাহাকে জাগাইয়াছে, তাহাদের প্রত্যাশা হইতে ভিন্ন ফল প্রসব করিবে।" (২৭)

"পুরুষ ও নারীর মধ্যে জীবিত বীর্য্যের পার্থক্য একটি প্রাথমিকতম আইন। ... কিরূপে তৃপ্তির সহিত এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে, পারিপার্শ্বিকতা তাহা প্রভাবান্বিত করিতে পারে; কিন্তু এক লিঙ্গ তাহা সম্পান্ন না করিলে উভয় লিঙ্গ জীবদেহের সমস্ত যন্ত্রে অবশ্যই ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে ও পরিণামে এ হিসাবে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। বন্য হংস পোষ মানিবার পর না উড়িতে উড়িতে উড়িবার ক্ষমতা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কোন মানুষই লিঙ্গের জীবতাত্বিক আইনের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারেনা। যে সকল নারী প্রকৃতির লৌহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহে না। যে সকল শিশু চাঁদের জন্য বায়না ধরে, তাহাদের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমতী নহে।

আমার মনে হয়, সাম্যের দাবী সম্পর্কে লোকে আর কোন নীতিরই এত কদর্থ করে নাই। নর-নারীর সম্পর্কে কোন ব্যাপারেই এই শব্দটী ব্যবহারের আদৌ কোন যৌক্তিকতা নাই। এরূপ সম্পর্ক প্রাকৃতিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য কিন্তু প্রকৃতিতে সমতা নাই। ইহা নিছক গণিতিক ধারণা। একটী অখণ্ড দ্রব্যের পরিপূরক অংশগুলি পরস্পরের সমান সমান হইতে পারে, এরূপ কল্পনা যুক্তি-বিরুদ্ধ।"

পুরুষ ও নারী পরিপূরক, তাহারা কোন অর্থেই এক বা পরস্পরের সমান নহে। সমাজের নির্ভুল ব্যবস্থা নির্ভর করে এই সত্য যথোচিতরূপে প্রতিপালনের উপর " (২৮) অবশ্য "শরীর-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া এক দু'য়ের বিভিন্নতা অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু প্রকট হইলেও নারী পুরুষের মধ্যে এই বিভিন্নতা দুইয়ের মধ্যে পরিপূরক বিশেষ। এক জনের যা অভাব ও দরকার, অন্য জনের তা আছে এবং দুইয়ের মিলনে ও সহজীবন ধারণে এই বিভিন্নতাই অপার আনন্দও সুখ বহন করিয়া আনে।" (২৯) মহাত্মা গান্ধী বলেন, "পুরুষের নকল করে বা তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে নারী জগতে কোন অবদানই সৃষ্টি করতে পারেনা। পাল্লা তারা দিতে পারে, তবে যত উচ্চে তারা উঠতে পারতো, পুরুষের অনুকরণ করলে তা' আর পারবেনা। তাদের হ'তে হ'বে পুরুষের পরিপূরক। নর ও নারী সমপর্য্যায় ভুক্ত হইলেও হুবহু এক নয়। তারা যেন এক অনুপম জোড়া পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।" (৩০)

ভরন পোষনের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য-হয় বলিয়াই মেয়েরা তাহাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই দুরবস্থা ও পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য নারী স্বাধীন জীবিকার পথ বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু অন্য কোন কাজে তাহাদের রুচি বা যোগ্যতা না

---

(২৬) Bebel. 43. 45.

(২৭) Walter Heape. 394.

(২৮) "No human being can scape from the biological laws of sex, and these women who demanded to be released from the iron letters of nature, are no wiser tham the Children who ery for the moon.... As to the demand for equality, there is absolutly no justification for the use that word in connection with any matter which concerns the relation of the sexes. The Male and the Female are complimentary; they are in no sense the same and in no sense equal to one another; the accurate adjustment of soeity depends upon the proper observation of this fact—Walter heape, 12,195.

(২৯) রাহেলা খাতুন,নারী প্রগতি ও তার মার্যাদা, ৩পৃষ্টা।

(৩০) লোক সেবক, ২৮'১।৫৪ ইং (৩১) আজাদ, ২১।৫।৫৪

Contents

থাকায়, যাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী একটু উন্নত, তাহারা দেহের বেসাতি না করিয়া চাকরী ক্ষেত্রে ভীড় জমাইয়াছে। শিল্প-যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারী ও শিশু দিয়া কারখানা ভর্ত্তি করিবার বাতিক দেখা দিয়াছে। বিগত বিশ বৎসরে শিল্পজগতে নারী নিয়োগ কল্পনাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধাত্রীগিরি, নার্সগিরি এবং স্ত্রীরোগ ও স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত চাকরী তাহাদের প্রায় একচেটিয়া। অন্যান্য বিভাগেও তাহাদের নিয়োগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারত সমস্ত চাকরীর দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহার পদাঙ্কানুসরণকারী পাকিস্তানই বা পশ্চাতে থাকিবে কেন? ১৯৪৯ সন হইতে এদেশেও 'দেশ সেবার সুযোগ দানের জন্য নারীকে উচ্চতর চাকরীতে গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নারীদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জ্জাতিক চুক্তিতে পাকিস্তানের স্বাক্ষর দানের ফলে ১৯৫৪ সনের ৭ই জুলাই হইতে তাহারা সমস্ত সরকারী পদ লাভের অধিকার পাইয়াছে। (৩১)

কিন্তু ইহাতে কি সত্যই তাহাদের আজাদী আসিয়াছে? ইহার ফলে কি তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে? ইহার বদওলতে কি তাহাদের নৈতিকতা উন্নত হইয়াছে বা যৌন দাসত্ব ঘুচিয়াছে? মিঃ বার্ণার্ড শ' বলেন, পুরুষের বেতন পারিবারিক বেতন অর্থাৎ তদ্বারা গোটা পরিবার প্রতিপালিত হয়, কিন্তু একক মেয়ের সে ঝঞ্ঝাট নাই। তদুপরি (মেয়েদের গর্ভ, প্রসব, দুগ্ধদান প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃতিক অসুবিধা থাকায়) বেতন সমান হইলে পুরুষ পাইতে কেহই নারী নিয়োগ করিতে চাহেনা। কাজেই মেয়েদের বেতন স্বভাবতঃই পুরুষের চেয়ে কম। ১৯৫০ সনের জুন মাসে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সাধারণ সভায় সমবেতনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এযাবত বেলজিয়াম, জুগোশ্লাভিয়া ও পাকিস্তান ভিন্ন কেহই তাহাতে সম্মতি দেয় নাই। রাষ্ট্র ইহা গ্রহণ করিলেও ধনিকেরা যে অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া সহজে তাহা আমল দিবে, এমন মনে করার কোন কারণ নাই। বেশী চাপাচাপি করিলে আয়কর, কণ্ট্রোলের মাল ও সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের ন্যায় ভিন্ন খাতায় হিসাব উঠিবে মাত্র।

নিঃসন্তান মেয়ের গৃহে কোন কাজকর্ম্ম থাকেনা; কাজেই সে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে চাকরী করিতে পারে। পিতার উপর নির্ভরশীল মেয়েরা এই দলে। অনেক দুশ্চরিত্রা মেয়ে আবার বিজ্ঞাপনের সুবিধার জন্য হোটেল রেস্তোরাঁ, রঙ্গমঞ্চ, ছায়া-চিত্র, প্রদর্শনী-কক্ষ ঔষধালয় প্রভৃতিতে কম বেতনে কাজ লয়। তাহাদের প্রতিযোগিতার ফলে সমস্ত নারীরই মজুরী হ্রাস পায়। তাহারা যে বেতন (ইংল্যাণ্ডে সাধারণতঃ সপ্তাহে ৫- শিলিং বা ৩৷৷০ টাকা) পায়, তাহাতে তাহাদের চলেনা। বাকীটা পূরণ করে তাহারা দেহ বিক্রয় করিয়া।—দুষ্কার্য্যের পারিশ্রমিক সাধারণতঃ সাধু কাজের চেয়ে অনেক অধিক। এতদ্ব্যতীত কোন অবিবাহিতা নারী অবৈধ সন্তান প্রসব করিলে সে (বৃটিশ আইনে) শিশুর বয়স ১৬ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার জন্মদাতার নিকট সপ্তাহের ৭৷৷০ শিলিং হিসাবে পাইতে পারে। কাজেই যে ভাগ্যবতী রমনী ৫ টি জারজ সন্তানের জননী, আমীরী হালে তাহার দিন চলিয়া যায়, (৩২) ফ্রান্সে বহু সন্তানের জননীকে শিশুর সংখ্যানুযায়ী সরকার হইতে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে, পিতৃত্বের প্রশ্ন সে দেশে অবান্তর।

"সোভিয়েট ইউনিয়নে সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে পিতা-মাতাকে খুব উৎসাহ দেওয়া হয়, প্রথম সন্তান জন্মের পর পিতা-মাতা মাসিক ২৪০ রুবল ভাতা পায়। এইরূপে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়। দশম সন্তান জন্মের পর পিতা মাতার মাসিক ভাতার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৬৫০ রুবল পর্য্যন্ত উঠে।" দশম সন্তানের জননী 'শ্রেষ্ঠ মাতা উপাধি পায়, ৮।৯ সন্তানের মাতা পুরস্কার পায় মেডেল। (৩৩)

(ক্রমশঃ)

---

(৩১) আজাদ ২১।৫ ৫৪

(৩২) Intelligent womanes guide to socialism Vol, 1. pags viii, 193-4.

(৩৩) আজাদ, ২।৮।৫২ ইং ও ৩।১।৫৬ ইং

Contents

স্পেন বিজয়

(নাটক)

মোহাম্মদ আসাদুয্‌যমান বি, এস-সি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২য় দৃশ্য

স্থান শিবির। কাল-সকাল।

সেনাপতি মুসা জায়নমাজে বসিয়া কোরাণ শরীফ পাঠ করিতেছিলেন। আবদুর রহমান প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে একখানি আসন গ্রহণ করিল। মুসা কোরাণ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

মুসা—শীতের তিরোধানে আবার বসন্ত তার পুষ্পহার নিয়ে আমাদের দুয়ারে উপস্থিত। নির্মেঘ নির্ম্মল আকাশ প্রান্তে বসন্তের স্নিগ্ধ সূর্য্যের আগমন-প্রতিক্ষা কত সুন্দর—এ দৃশ্য মানুষের অন্তরকে কত মহৎ, উদার করে দেয়। পরম করুণানিধান আল্লাহ তায়ালা তাই তাঁর কালামে অনেক জায়গায় এই উষাকালের শপথ করেছেন।

আঃ রহমান—এই সুন্দর নির্ম্মল উষাকালে যার মস্তক অসীম সৌন্দর্য্যশালী বিশ্বনিয়ন্তা মহাপ্রভুর চরণ তলে অবনত না হয় সে বড়ই দুর্ভাগা—তার জন্য মন বড়ই ব্যথিত হয়। যখন ফজরের নামাজ সাঙ্গ করে নির্ম্মল আকাশ তলে দাঁড়াই তখন মনে মনে প্রার্থনা করি হে সর্ব্বদোষ ক্ষমাকারী মহাপ্রভু আমার জীবনের সমস্ত পাপ মোচন করে দিয়ে আমার জীবনকে তোমার সৃষ্ট উষার মত সুন্দর, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ করে গড়ে তুল।

মুসা—আমাদের সৈন্য দলের মধ্যেত কোন গাফলতি প্রবেশ করে নাই—তারা ইসলামের বিধান সমস্তই যথাযথ পালন করে ত?

আঃ রহমান—সালারে আ'জম, তারা কোন রকম পাপের স্পর্শে এখনও আসেনি। আপনার সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবই সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে।

মুসা—আমার প্রতি মূহুর্তে ভয় হয়, আমার উপর যে বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে আমি তা পালন করছি কিনা। আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহে সহস্র সহস্র যোদ্ধৃবৃন্দ আমার ইঙ্গিতে চলে। আমি যদি তাদেরকে সঠিক পথে না চালাতে পারি তবে আমাকে দোজখের আগুণে প্রবেশ করতে হবে। তাই আমার অধিনস্থ সৈন্যের ধর্ম্মের ব্যাপারে আমি উদাসীন থাকতে পারি না। হাশরের মাঠে শেষ বিচারের দিন এর জন্য নিশ্চয়ই আমার জবাব দিহি করতে হবে। আমাদের সৈন্যদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, তাঁদেরকে আমি এই অজ্ঞ দেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষাদান করতে নিয়োজিত করেছিলুম তার ফলাফল কি হল?

আঃ রহমান—আপনার আদেশ যথাযথ পালিত হচ্ছে। তাঁরা আফ্রিকার পল্লীতে পল্লীতে জ্ঞানের দ্বীপ শিখা জ্বালাচ্ছেন—সেই আলোকে এদেশবাসীদের অন্তর কুসংস্কার মুক্ত হয়ে ইসলামের আলোকে সমুজ্জল হয়ে উঠছে।

মুসা—দেখ আবদুর রহমান, সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখ যাতে আমাদের লোকজন ধর্ম্ম বিষয়ে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি না করে—কোরাণেও তা নিষেধ আছে। যারা তাদের পুরাতন ধর্ম্ম পালন করতে চায় তাদের সেই বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে। মনে রাখবে শক্তিতে মানুষের মন জয় করা যায় না, মানুষের হৃদয় জয় করতে হলে চাই ভালবাসা, স্নেহ, দয়া-মায়া প্রীতি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—আমিরুল জুনুদ তারিক দূত পাঠিয়েছেন, শিবিরের দুয়ারে আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছেন।

মুসা—তারিকের দূত! যুদ্ধের ফলাফল শুনবার জন্য মন আমার উদগ্রীব। আচ্ছা তাকে এখানে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

আঃ রহমান—নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে আমরা সুসংবাদই পাব। তারিকের প্রশংসনীয় রণ কৌশলের সম্মুখে রডারিক কিছুতেই দাঁড়াতে পারবেনা।

Contents

(দূতের প্রবেশ)

দূত—আছ্ছালামু আলায়কুম

মূসা—ওয়ালাইকুমুছ্ছালাম। কি সংবাদ দূত?

দূত—আমিরুল জুনুদ তারিক মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আল্লার অনুগ্রহে রডারিকের লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাজিত করেছেন।

মুসা—আলহামদু লিল্লাহ্।

আঃ রঃ—আলহামদু লিল্লাহ।

দূত—রাজা রড়ারিক স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন—তিনি রাজধানী অভিমুখে পলায়ন করেছেন; আমিরুল জুন্দ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে রড়ারিকের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন—যাতে রড়ারিক রাজধানী ফিরে গিয়ে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে শক্তিশালী না হতে পারে এই তাঁর উদ্দেশ্য।

মুসা—দূত তুমি এখন বিশ্রাম করগে। তুমি তারিক কে বলবে যে আমি নিজে রাজধানী আক্রমন করার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছি—সে যেন আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত রাজধানী আক্রমন না করে।

দূত—যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

আঃ রহমান—সালারে আজম, অন্যান্য যুদ্ধ জয়ের পর আপনার মুখে যে প্রশান্তির ছায়া দেখেছি আজ যেন তা দেখতে পাচ্ছিনা। রড়ারিক একজন শক্তিশালী যোদ্ধা, তারিক মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে তার বিপুল বাহিনীকে যে ভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে. তাতে আমাদের আনন্দিত হওয়ার যথেষ্ট কারন নাই কি?

মুসা—তারিকের শৌর্য্য নিজে আমি বহু যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি, কিন্তু আজ যা শুনলুম তাতে তাঁর বীরত্বের প্রতি আমার ধারণা আরও অনেক উর্দ্ধতর হয়েছে। আমি এই বিজয়ের জন্য আল্লহ তায়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান আবদুর রহমান?

আঃ রহমান—কি, সালারে আজম,

মুসা—ত'ার এই অভূতপূর্ব বীরত্বে সে আত্মহারা হয়েছে, তাই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে আমার আদেশ উপেক্ষা করে রড়ারিকের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। আমার আদেশ ছিল রড়ারিকের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করা, তার রাজ্য অধিকার করা নয়।

আঃ রহঃ—কিন্তু রড়ারিকের পশ্চাদ্ধাবন না করলে সে আবার শক্তিশালী হয়ে মুসলীম বাহিনীকে বাধা দিতে উদ্যত হত বলে তারিক যে কারণ দিয়েছে, আমার মনে হয় তা যুক্তি সঙ্গতই হয়েছে।

মুসা—তা সত্য। হয়ত আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে তাকে এই আদেশই দিতুম। কিন্তু আমি তাকে সম্মুখে অগ্রসর হবার ক্ষমতা দেই নি। আমার এই আদেশ উপেক্ষা করার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

আঃ রহঃ—সালারে আজম!

মুসা—তুমি কি মুসলীম রণনীতি অজ্ঞাত? তুমি কি জাননা প্রত্যেক সেনাধক্ষ ও সৈন্যের প্রধান সেনাপতির আদেশ নিষেধ বিনা প্রতিবাদে পালন করাই মুসলীম রণনীতির বৈশিষ্ট? ওহুদের যুদ্ধে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট রণনীতি বিশারদ সেনাপতি হজরত মোহাম্মদ [দঃ] একটি গিরিগুহা রক্ষা করবার জন্য কয়েক জন তীরন্দাজ নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু যখন তারা দেখল মুসলীম বাহিনী জয়লাভ করছে আর বিধর্মীরা তাদের ধনসম্পত্ত ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে তখন তারা সেনাপতির আদেশ অবহেলা করে গিরিগুহা ছেড়ে লুণ্ঠনে ভাগ মিশালে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ উপেক্ষা করার শাস্তি আল্লার অভিশাপরূপ নেমে এল বিজয়ী মুসলীম বাহিনীর উপর। তারজন্য কত বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল মুসলমানদের তাকি তুমি জাননা? প্রিয় নবীর দান্দান মোবারক শহীদ হয়ে যায়—তাঁর মস্তকে শিরস্ত্রান বসে পড়ে সর্বাঙ্গ রুধিরে আপ্লুত হয়ে যায়;

আঃ রহঃ—সে করুণ কাহিণী আর বলবেন না জনাব। সে কথা মনে হলে আমি অশ্রুধারা সম্বরণ করতে পারিনা। আমি বুঝতে পেরেছি তারিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এবিষয়ে আর কোন প্রতিবাদ করব না।

মুসা—আমি তাঁকে প্রকাশ্য ভাবে সমস্ত সেনাদলের সম্মুখে শাস্তি দিয়ে দেখাব যে আল্লার সামান্য আদেশ নির্দ্দেশ অবহেলা করলেও মুসার দৃষ্টিতে তার নিস্তার নেই, হউক না সে যতই শক্তিশালী বীরপুরুষ।

Contents

আঃ রহঃ—আমি আপনার নীতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। ইসলামের নামে কোন কলঙ্ক না হতে দেবার দৃঢ় সঙ্কল্প আপনার অন্তরে সর্বদাই জাগে।

(সা ফকিরের প্রবেশ)

ফকির—আচ্ছালামু আলায়কুম।

মুসা—ওয়ালায়কুমুচ্ছালাম।

ফকির—শুনলুম আপনি নাকি এবার স্বয়ং স্পেনে যাচ্ছেন।

মুসা—হ্যাঁ তাই যেতে চাই।

ফকির—আমিও আপনার সঙ্গে যাবার অনুমতি নিতে এসেছি।

আঃ রহমান—ফকির সাহেব গেলে আমাদের ইসলাম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হবে—তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেবার প্রয়োজন বোধ করছি।

মুসা—হ্যাঁ, আপনাকে সঙ্গে নিতেই হবে। তা আপনি একটা গান করুন ত—আপনার সুমিষ্ট স্বরে পরম প্রভুর জয়গান শুনে মনটা একটু শান্ত করি।

ফকির—সালারে আ'জমের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হবে।

গান

প্রভু আমায় দেখা দাও আমার মনের মাঝে।
খুঁজি তোমায় দিবস রাত্রি আমার সকল কাজে।
আমি যখন যেথায় থাকি,
যেন তোমার সজাগ আঁখি,
সখার মত প্রীতি রাখি, জীবনে মোর রাজে।
প্রভু আমায় দেখা দাও আমার মনের মাঝে।
এস আমার জীবন প্রাতে,
এস মরন কাল রাতে,
সকল সময় সবার সাথে নিত্য নবীন সাজে।
প্রভু আমায় দেখা দাও আমার মনের মাঝে।
চিত্তে রাখ তোমার আসন,
মর্ম্মে রাখ কঠোর শাসন,
ছিড়ে দাও মায়ার বাঁধন, অপমানে লাজে।
প্রভু আমায় দেখা দাও আমার মনের মাঝে।

মুসা—আপনার গান সত্যই প্রশংসার্হ। যতই শুনি ততই শুনবার আগ্রহ বেড়ে যায়। আবদুর রহমান তুমি অদ্যই ঘোষণা করে দাও যে আগামী কল্যই ইন্শাআল্লাহ আমরা স্পেন যাত্রা করব—সৈন্যগণ যেন প্রস্তুত থাকে। ফকির সাহেব আপনি প্রস্তুত ?

ফকির—আমি সর্বদাই প্রস্তুত সালারে আ'জম ! ফকির মানুষ যোগাড় যন্ত্রও বিশেষ কিছু করতে হয়না কিনা। হাঃ হাঃ হাঃ।

৩য় দৃশ্য

স্থান-গ্রাম্য পথ। কাল-দ্বিপ্রহর।

আপাদ মস্তক কাপড় মুড়ি দিয়া ভয়ে ভয়ে টমের প্রবেশ

টম।—কেহত কোথও নেই ? (পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া) কেহত পিছে পিছে আস্‌ছেনা ? (ভাল করিয়া এদিক ওদিক চাহিল এবং গায়ের কাপড় একটু আগলা করিয়াদিয়া মুখ বাহির করিল) বাপরে বাপ একটু এদিক সেদিক বের হবার যো নেই। একদিকে মুসলমানেরা পাগড়ী মাথায় তরবারী হাতে নিয়ে ঘুরছে,শুনেছি নজরে পড়লেই অমনি নাকি ঘ্যাচাং; অপর দিকে রডারিকের সৈন্যদল দেশজোড়া একটা অরাজকতা আরম্ভ করে দিয়েছে।—আজ এর বাড়ী থেকে খাদ্যশস্য জোর করে কেড়ে নিচ্ছে, কাল ওকে জোর করে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করছে আপত্তি করলেই অমনি হত্যা করছে, আর মেয়ে ছেলে দেখলেত কথাই নেই, অমনি চুপ করে ঝুপ থেকে বেরিয়ে এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কেমন করে এদেশে বাস করা যায় ? আবার শুনছি মুসলমানদের সেরা সেনাপতি মুসাও নাকি এবার এসেছে এখন পৈত্রিক প্রানটা রক্ষা হলে বাঁচি (পিছনে খস্ খস্ শব্দ হইল) ওরে বাপরে কে ? বাবাগো আমায় মেরনা, আমি একজন নিরীহ ভেড়া পত্তনের লোক। (ভাল করিয়া চাহিয়া) মিছেই ভয় পেয়েছিলুম বোধহয় শিয়াল টিয়াল চলে গেছে। কাউকে ত কোথাও দেখা যাচ্ছেনা একটু জিরাই। (উপবেশন)

(জেকসনের প্রবেশ)

জেক।— আজ কি রোদ উঠেছে, এমন রোদে মানুষ বের হয় ?

(টম মানুষের স্বর শুনিয়া ভাল করিয়া কাপড় মুড়ি দিয়া বসিল)

জেক।— (টমকে দেখিয়া) কে গো তুমি অমন

করে বসে আছ?

(টম নিরুত্তর)

জেক।—(আরো কাছে গিয়া) বলি মেয়ে মানুষ নাকি? কথা বলছনা যে? বল নইলে এক্ষনি মেরে শেষ করে দেব।

(টম—কাঁদিয়া) মেরনা বাবা মেরনা। তুমিও যা আমিও তা।

জেক—আরে আমিত মানুষ।

টম—তবে আমিও মানুষ।

জেক—তুমি কি মেয়ে মানুষ?

টম—বাবা তুমি যদি মেয়ে মানুষ হও তবে আমিও মেয়ে মানুষ।

জেক—আরে আমিত পুরুষ মানুষ।

টম—তবে আমিও তাই।

জেক—তবে কি তুমি রডারিকের গুপ্তচর; মেয়ে মানুষ সেজে রাস্তায় বসে গোপন সংবাদ নিচ্ছ?

টম—তুমি যদি রডারিকের সৈন্য হও, তবে আমিও রডারিকের অনুরক্ত প্রজা—রাত-দিন তাঁরই মঙ্গল কামনা করি।

জেক—না, হে, না আমি মুসলমান—তারিকের সৈন্য।

টম—তবে বাবা খাঁ সাহেব, আমি ভুল বলেছি! আমি একজন খাঁটি মুসলমান—দিনে পাঁচ বারের জায়গায় ছয়বার নামাজ পড়ি, মাসে মাসে রোজা রাখি। আমায় মেরনা বাবা মেরনা, আমি আগে যা বলেছি সবই মিথ্যা বলেছি।

জেক—আচ্ছাত জ্বালাতন হল এই আহাম্মককে নিয়ে। (স্বগতঃ) লোকটা বোধহয় নিরেট বোকা, দেশের এই রকম আবহাওয়ায় ভয় পেয়েগিয়েছে। (প্রকাশ্যে) বলি ওহে সোনার চাঁদ! ঘোমটা খোল, বদন খানা দেখি, নয়ন জুড়াই।

টম—(কাঁদিয়া) আমায় মেরনা বাবা, আমি এমনি ভয়ে আধমরা হয়ে আছি। তোমরা বীর পুরুষ আমায় মেরে লাভ কি—বরং দেখলুম এইপথে রডারিকের অনেক সৈন্য গেল তাদের পিছে যাও বাবা। দোহাই বাবা দোহাই তোমাদের আল্লার—আমায় মেরনা (অঝোরে অশ্রুপাত)

জেকসন টমের আবরু ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করল! টানাটানিতে কাপড় খুলিয়া গেল।

জেক।— আরে এ-যে দেখছি আমাদের টম ভায়া।

টম!—জেকসন তুমি?—তা মানুষ এমনকরে ভয় দেখাতে হয়?

জেক।— তুমি যে এমন আহাম্মক তাকি আমি জানতুম? কি কান্নাইটা মিছে কাঁদলে—গলার স্বর শুনেও কি বুঝতে পারলেনা?

টম।—আরে আমি ভয়ে আধমরা হয়েগেছি তোমার গলার স্বর! পরীক্ষা করবার সময় কোথায় ছিল? তোমারত আমার স্বর শুনে বুঝা উচিত ছিল।

জেক--ভয়ে গলা থেকে কথা বেরুচ্ছিলনা আবার স্বর। কিন্তু তুমি এত ভয় পেয়েছিলে কেন বল দেখি?

টম—আমি শুনেছি মুসলমানেরা যেখানে যাচ্ছে তাদেরকে বলছে কলেমা পড়ে মুসলমান হও, যদি তারা একটু ইতস্ততঃ করছে অমনি কচাকচ ঘচাঘচ—আর কথা নেই দুখণ্ড করে ফেলছে, আর আমাদের রাজার যা বিচার তাত নিজ চক্ষেই দেখতে পাচ্ছ।

জেক—আমাদের রাজার বিচার ত নিজ চক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মুসলমানেরা যে সমস্ত জায়গা দখল করেছে যে সমস্ত জায়গায় উচিত বিচার করছে। এমনকি আমি শুনেছি সামান্য ডিম প্রর্যন্ত তারা পয়সা দিয়ে কিনে নিচ্ছে।

টম—বল কি, হে! তাহলে তাদের দেখে ভয় পাওয়ার তেমন কোন কারণ নেই?

জেক—না, হে, না, আমাদের রাজার শাসন অন্তর্ভুক্ত লোক মুসলমানদের বিজিত দেশে চলে যাচ্ছে তারিক যে সমস্ত জায়গা দখল করছে সেখানে শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ় করেই তবে অগ্রসর হচ্ছে তাতেইত তার দেরী হয়ে গেল নইলে এতদিনে রডারিককে সে ঘোল খাওয়াত।

টম—আমাদের রাজা কি তারিককে বাধা দিচ্ছে না?

জেক—হ্যাঁ দিচ্ছে। কিন্তু একটার পর একটা

যুদ্ধে হেরে রাজার সৈন্যরা রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছে। শুনেছি রাজধানীর নিকট ভীষণ যুদ্ধ হবে—সেই যুদ্ধেই হবে স্পেনের ভাগ্য-পরীক্ষা, যারা জয়ী হবে তারাই হবে স্পেনের ভাবী অধীশ্বর।

টম—জেকসন একটা মুসলমানের মত লোক আসছে না? চল পালাই।

জেক—সঙ্গে ঘোড়া নেই, তলোয়ারও দেখা যাচ্ছে না, নিরীহ গোছের লোক বলে বোধ হচ্ছে; চলনা গিয়ে একটু আলাপ করে দেখি লোকটা কেমন।

টম—না, গো না, আমি শুনেছি মুসলমানদের কাপড়ের নীচে অস্ত্র লোকান থাকে, সময় বুঝে ঘ্যাচাং! আমার পৈত্রিক প্রাণটার বড়ই মায়া। তোমার যদি এমন সাহস থাকে তবে তুমি তার সংগে আলাপ কর। আমি ঐ ঝুপের মধ্যে লুকুলুম অবস্থা ভাল বুঝলে ডাক দিও। (টমের প্রস্থান)

(মুসলমানের বেশ পরিহিত জলির প্রবেশ)

জেক—একি জলি একদম মুসলমান বনে গেছ? ওহে টম বেরিয়ে এস এ আমাদের পুরাতন বন্ধু টম।

জলি—টম কোথায়?

(টমের পুনঃ প্রবেশ)

টম—এই যে আমি, এই ঝুপের মধ্যে ছিলুম। বলি তুমিত বেশ নতুন ঢং আরম্ভ করেছ।

জলি—ঢং কোথায় দেখলে?

টম—কেন এই যে মাথায় টুপি, পরনে পায়জামা খাঁটি মুসলমানের সাজ ধরেছ?

জলি—বাইরে আমার যেমন মুসলমানের বেশ দেখছ, অন্তরে আমি তার চাইতেও খাঁটি মুসলমান।

জেক ও টম উভয়ে একত্রে। মুসলমান হয়েছ?

জলি—হ্যাঁ, আল্লাহ তালার পরম অনুগ্রহে আমার অন্তর থেকে কুসংস্কারের কালোমেঘ কেটে গেছে তৌহিদের উজ্জল জ্যোতির প্রভাবে।

টম—আস্তে আস্তে কথা বল নইলে রডারিকের গুপ্তচর শুনতে পেলে অমনি ঘ্যাচাং করে কেটে ফেলবে।

জলি—শত শত রডারিকের নির্ম্মম অত্যাচার আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়াতে সক্ষম হবেনা। মুসলমানের ঈমানের তেজ এমনই জিনিষ যা তাকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করে তুলে আর বিধর্ম্মীর রোষ দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে দেয়।

জেক—অকস্মাৎ তোমার এ ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

জলি—শুনবে সে ঘটনা? তবে শুন! তোমরা বোধহয় জান যে আমার ছেলে আইজাক রডারিকের সৈন্যদলে যোগদান করেছিল?

জেক—তাত তোমার কাছেই কিছুদিন আগে শুনেছি।

জলি—আইজাক রডারিকের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে তারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে সেও অনেক সৈন্যের সঙ্গে বন্দী হয়। প্রথমে সে মনে করেছিল আমাদের দেশের প্রথামত তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার সে ধারণা ভেঙ্গে যায়। মুসলমান সৈন্যেরা নিজেরা ভাল খাবার না পেলেও তাদেরকে ভাল খাবার দিত এবং ভাল পোষাক পরতে দিত। তারা বন্দীদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগল। তারিক তাকে বলল তার জন্য মুক্তিপণ দিতে হবে। আইজাক আমাদের সাংসারিক দুরবস্থার কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল যে মুক্তি পণের অভাবে তাকে সারাজীবন বন্দীহয়ে থাকতে হবে। তারিক হেসে বলল, না তোমাকে সারাজীবন বন্দী হয়ে থাকতে হবেনা তোমাকে আমি একটি সর্ত্তে মুক্তি দিতে পারি যে, তুমি তোমার দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবেনা—আমাদের সম্বন্ধে তুমি যা নিজ চোখে দেখে গেলে শুধু তাই বলবে।

জেক—তোমার ছেলে কি বলল?

জলি—আইজাক বলল যদি আমি আমার শপথ যথাযথ ভাবে পালন না করি? তারিক বলল মুসলমান নিজে যা বলে কার্য্যেও তা করে সুতরাং সে অন্য সম্বন্ধে হীন ধারনা করতে পারেনা। একে ত মুসলমানদের সদয় ব্যবহারে তার অন্তর ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল তার পর তারিকের মধুর চরিত্রে তার মন গলে গেল, সে তারিকের হাত ধরে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

টম—এত দয়া, মায়া, ও গরীবের প্রতি এতখানি অনুকম্পা যে ঐ দুধর্ষ অপরাজেয় মুসলমানদের অন্তরে

Contents

লুক্কায়িত থাকতে পারে তা আমি কল্পনাও করিনি। তবে আমরা তাদের কথা কল্পনা করে যে বিভীষিকার ছবি দেখি তা কি সত্যি মিথ্যা?

জলি—হ্যাঁ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ হলে দেখবে যে তারা কত মহৎ, উদার ও দয়াপরায়ণ।

জেক—তোমার ছেলের ধর্ম্মান্তর দেখেই কি তুমি মুসলমান হয়ে গেলে।

জলি—না, তা অবশ্য নয়। আইজাক বাড়ী আসার পর আর পাড়ার দুষ্ট যুবকদের সংগে মিশ্‌ত না সে সর্বদাই ভাল ভাল কথা বলত আর গরীবদের সাহায্য করত, সে দৃশ্য আমার বড়ই ভাল লাগত। সে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়ে—সে দৃশ্য আমার কাছে বড়ই পবিত্র বলে মনে হত। সে যখন ফজরের নামাজের পর কোরান শরীফ পড়ত তখন তার সুমধুর স্বরে আমার মন গলে যেত। আমি একদিন তার কাছে কোরানের অর্থ শুনতে চাইলুম। সে আমাকে বসে বসে কোরানের অর্থ শুনাতে লাগল। যতই শুনতে লাগলুম ততই এই ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলুম এবং মনের মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। শেষে একদিন মহান আল্লাহ তালার জয়গান শুনতে শুনতে আমার হৃদয়ের কালিমা দূর হয়ে গেল, আমি কলেমা পড়ে মুসলমান হলুম।

জেক—কোরান কি তোমার কাছে আছে?

জলি—হ্যাঁ আছে।

জেক—তুমি কি কোরানের অর্থ বলতে পার?

জলি—পারি বই কি? তবে আইজাক আরও ভাল পারে।

জেক—সে বাড়ী আছে?

জলি—বোধহয় বাড়ীতেই আছে।

জেক—তবে চল তোমার বাড়ীতে যাই। দেখি তোমাদের কোরান শরিফ কেমন। কি হে টম, যাবে নাকি?

টম—চল যাই জলির সঙ্গে থাকলে তারিকের ভয়টি অন্ততঃ কম থাকবে।

জলি—তবে চল।

(সকলে প্রস্থানোদ্যত)

(ফকিরের প্রবেশ ও গান)

গান

অন্ধকার দূরে গেল জ্বলল নতুন আলো।
জ্বলল জ্ঞানের দীপ শিখা দূরে গেল কালো।
সেই আলোকে দেখরে চেয়ে,
কোন পথে তুই যাবি ধেয়ে,
যাচাই করে নে-রে এবার সব কিছু যা ভাল।
অন্ধকার দূরে গেল জ্বল্‌ল নতুন আলো।
মনের মাঝে আছে যা ঘোর,
সব কিছু তোর হবে দূর,
সেই আলোকের পরশ পেয়ে দূরে যাবে কালো।
অন্ধকার দূরে গেল জ্বল্‌ল নতুন আলো।

জেক—কে তুমি—এমন সুন্দর গাইতে পার?

ফকির—আমি একজন মুসলমান ফকির আল্লার মহিমা প্রচার করে গান গাই।

জেক—তুমি কি কোরানের অর্থ করতে পার?

ফকির—আল্লার নেক দোয়ায় পারি বই কি?

জেক—তবে আর কোন চিন্তা নেই। আমাদের সঙ্গে এস কোরানের অর্থটা স্পষ্ট করে বলে দাও।

৪র্থ দৃশ্য

স্থান—শিবির। কাল অপরাহ্ন

তারিক একাকী

তারিক—বিভিন্ন প্রদেশের উপর দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে অগ্রসর হওয়ার পর আমার সমস্ত সেনাবাহিনী আবার আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করছি। দ্রুতগতিতে গমন করলে এতদিনে রাজধানী আমার করায়ত্ত হত, স্পেনরাজ রডারিকের প্রাসাদ শিখর হতে ঘোষণা হত ইসলামের তৌহিদ-বাণী। কিন্তু বিজিত অঞ্চলে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রজা সাধারণের মঙ্গল সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য—যাতে স্পেনবাসী বুঝতে সক্ষম হয় ইসলামের শাসন একটা বিভীষিকা নহে, এখানে বিধর্ম্মীরাও মুসলমানদের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। খৃষ্টানদের ধর্ম্ম বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তার আবেদনপত্র সংগ্রহের ভার কাউন্ট জুলিয়ানের উপর দিয়েছি—আর

আমার সেনাবাহিনীকে স্পেনবাসীদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে উৎসাহিত করবার জন্য তাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছি। এত করেও তবু মনের মধ্যে শান্তি পাচ্ছিনা, মনে হচ্ছে কোথায় যেন গলদ রয়েছে। সালারে আযম মূসার অনুমতি না নিয়ে অগ্রসর হয়ে হয়ত তাঁর আদেশই উপেক্ষা করেছি। দূত পাঠিয়ে তার অনুমতি চেয়েছিলুম কিন্তু আজ পর্যন্তও তার কোন জবাব এলনা।

(কাউন্ট জুলিয়ান ও ফিলিপের প্রবেশ)

তারিক—এস বন্দুগণ এস। নতুন কোন অভিযোগ পেলে?

জুলিয়ান—অভিযোগের আর কি অন্ত আছে? তোমার অনুকম্পার সুযোগ নিয়ে তারা এমন সব অভিযোগ করছে যা নিতান্ত হাস্যকর ও পরিত্যাজ্য, তবুও আমি তোমার আদেশে তাদের অভিযোগ শ্রবণ করেই চলছি। এ দেশবাসীর মনে ধারণা জন্মেছে যে, তোমার কাছে আকাশের চাঁদ চাইলে তাও তুমি স্বচ্ছন্দে দিতে পার। আমাকে এ কাজ থেকে রেহাই দাও বন্ধু!

তারিক—আচ্ছা সে পরে বিবেচনা করা যাবে নতুন কোন অভিযোগ থাকলে তা উত্থাপন করতে পার।

জুলি—একটা অভিযোগ অবশ্য ছিল কিন্তু আমি নিজেই তা অবান্তর বলে ফিরিয়ে দিয়েছি।

তারিক—বল সে কি অভিযোগ?

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়নের পথে রডারিকের একদল সৈন্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে রাত্রি যাপন করে। রাত্রে তারা গির্জায় থাকে এবং ইহা অশ্বশালায় পরিণত করে, এমনকি পরদিন যাবার সময় তারা গির্জ্জার অনেক মূল্যবান জিনিষ পত্র লুঠ করে নেয়। এরা তারই সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল আমার কাছে।

ফিলিপ—এমন একটা অবান্তর অভিযোগ করতে সাহস পেল!

তারিক—কয়টি গ্রামের লোক এই গির্জ্জায় উপাসনা করে?

জুলি—তারা বলেছে যে পার্শ্ববর্ত্তী আট দশটি গ্রামের লোক এই গির্জ্জায় উপাসনা করে।

তারিক—তা হলে তুমি একবার নিজে গিয়ে সব দেখে এস-তা সংস্কারের জন্য যা অর্থের প্রয়োজন তা আমি দিয়ে দেব।

ফিলিপ—এ কি, রডারিকের সৈন্য তাদের পবিত্র উপাসনাস্থল অপবিত্র করেছে আসবাব পত্র সব লুণ্ঠন করেছে আর আপনি তার ক্ষতি পূরণ দিবেন?

তারিক—হ্যাঁ আমিই দেব। তারা এখন আমারই প্রজা, আমারই আশ্রিত। তাদের ধর্ম্মকর্ম্মের যাতে কোন ব্যাঘাত না হয়—তাদের সুখ সুবিধার সর্ব্ব বিষয়ে নজর দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। মুসলমানদের জন্য যেমন নতুন মসজিদ নির্ম্মান করা আমার দায়িত্ব—খৃষ্টানদের গির্জ্জার সংস্কারের জন্য অর্থসাহায্য করাও আমার কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য বিচ্যুত হলে শেষ বিচারের দিন মহান আল্লাহ তাআলার কাছে কি জবাব দেব, তা কি ভেবেছ ফিলিপ?

ফিলিপ—আপনার উদার দৃষ্টিভঙ্গির আমি প্রশংসা করছি। আমি বুঝতে পেরেছি কেন স্পেনবাসী দলে দলে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছে। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই ধারণা করতে পারি যে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অদূর ভবিষ্যতে এই গির্জ্জাকে মসজিদে পরিণত করবে।

তারিক—আল্লার ইচ্ছায় সেই শুভদিনের উদয় হউক। আমরা মুসলমানরা কারও ধর্ম্মের অনিষ্ট করতে চাইনা আল্লাহ তার পাক কালামে স্পষ্টই এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন। অমরা চাই ইসলামের সৌন্দর্য্য ও আমাদের মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করুক,—অত্যাচারিত বা উৎপীড়িত হয়ে নয়।

(তারিফ জনৈক গ্রামবাসীকে লইয়া প্রবেশ)

তারিফ—আচ্ছালামু আলায়কুম! আমীরুল জুনূদ তারিক তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কাছে তোমার অভিযোগ পেশ কর।

পেট্রিক—আমার কোন অভিযোগ নেই সেনাপতি সাহেব, আমার মেষটি আমি রাস্তায় বেঁধে দিয়েছিলুম দোষ আমারই, আমায় ক্ষমা করুন সেনাপতি সাহেব,

তারিক—কৃষকটির কথাত কিছুই বুঝতে পারলুমনা তুমি সব খুলে বল তারিফ।

তারিফ—আমি এখান থেকে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে একটি গ্রামে নব দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম্মীয় অনুশীলনগুলি ব্যখ্যা করতে গিয়েছিলুম। ফিরবার সময় খুব দ্রুত গতিতে আসছিলুম। পথের পার্শে একটি মেষ বাঁধা ছিল, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে মেষটি খুব ভয় পেয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করে দেয়। মেষটি আমার ঘোড়ার নিচে পড়বে ভেবে আমি বর্শা দিয়ে দড়ি কাটতে যাই কিন্তু বর্শাটি স্থানচ্যুত হয়ে মেষটির পেটে বিদ্ধ হয়। লোকটি নেহায়েৎ গরীব। আমি এর জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে চাই কিন্তু সে ভয়ে কিছুই নিতে চায়না শেষে আপনার কাছে নিয়ে আসার প্রস্তাবে সম্মত হল, বোধ হয় আপনার ন্যায়বিচারের কথা ও লোকমুখে শুনেছে। এখন বিচার করুন আমিরুলজুনুদ!

পেট্রিক—(কম্পিত কলেবরে) আমার কোন অভিযোগ নেই সেনাপতি সাহেব! আমি আপনার দানশীলতা ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি, তাই আপনাকে দূর থেকে একটু দেখে যাবার ইচ্ছা ছিল। এত ফ্যাসাদ হবে জানলে আমি কিছুতেই আসতে চাইতুম না। আমায় ক্ষমা করুন সেনাপতি সাহেব!

তারিক—(পেট্রিকের কাঁধে হাত দিয়ে) ভয়কি বন্ধু, আমি এমন কোন বড় মানুষ নই যে আমাকে দেখে তোমার ভয় করতে হবে। আমি এমন একজন দরিদ্র লোক যার দিনান্তে একবেলা শুষ্ক রুটি আহার্য্য মিলে, আমি এমনই বিত্তহীন যে ঐশর্য্যের মধ্যে একপ্রস্থ যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যতীত আর কিছুই নেই—আর সহায় বলতে সর্ব-দুঃখ, ভয়-ব্যথা হরাকারী একমাত্র আল্লাই সহায়। বল বন্ধু এখনও কি আমায় দেখে ভয় হচ্ছে?

পেট্রিক—সেনাপতি সাহেব, আমায় ক্ষমা করুন, সেনাপতি সাহেব! আমার কোন অভিযোগ নেই। আমায় মুক্তি দিন আমি চিরদিন আপনার সুখ্যাতি করব।—আর যদি অপরাধ করে থাকি ত আমায় হত্যা করুন, আমার মত দীন দরিদ্রের সঙ্গে আপনার উপহাস করে লাভ কি সেনাপতি সাহেব?

তারিক—উপহাস নয় বন্ধু উপহাস নয়। মুসলমানের দেল যেমন সাচ্ছা, তার মুখ নিঃসৃত বাণীও তেমনি পাকা সোনার মত খাঁটি। মুসলমান রহস্যালাপের ছলে মিথ্যা কথা বলে না। তার স্থির বিশ্বাস শেষ বিচারের দিনে তার প্রত্যেক কথার জন্য পরম সূক্ষ্ম বিচারক মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তুমি তোমার সুবিচার পাবে।

পেট্রিক—সেনাপতি সাহেব!

তারিক—হ্যাঁ সত্যি সুবিচার পাবে। তুমি এই কৃষকের যে অন্যায় করেছ তার জন্য তুমি দোষী। তোমাকে এর মেষের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে—আর যদি এ মূল্য নিতে স্বীকৃত না হয় তবে তোমাকে একটি মেষই কিনে দিতে হবে—মনে রাখবে মেষ যেন নিহত মেষের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট না হয়। আর বন্ধু তুমি যাচাই করে নেওয়ার জন্য তারিফের সঙ্গে থাকবে। সুবিচার পেয়েছ বন্ধু?

পেট্রিক—হ্যাঁ পেয়েছি।

তারিফ—তবে চল ভাই আমাকে শীঘ্র দায়মুক্ত কর!

পেট্রিক—না, মেষের মূল্য আমি নেবনা। আমি তার চেয়েও বড় জিনিষ চাই।

তারিফ—বল বন্ধু কি সে দ্রব্য? যদি সম্ভব হয় তবে তোমার বিদগ্ধমন শান্ত করবার আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

পেট্রিক—আমি চাই সেই জিনিষ, যা আপনাদিগকে লৌহ কঠিন মানব করেও অন্তর করেছে কুসুমের মত কোমল,—দুর্ধর্ষ অপরাজেয় যোদ্ধা করেও বিবেক করেছে ন্যায়পরায়ন—আর বিশাল ভূখণ্ডের অধিশ্বর করেও জীবন করেছে দারিদ্র্যময়। হে আমিরুল জুনুদ! আমায় যদি উপহাস না করে থাকেন, আমায় যদি সত্যই বন্ধু বলে গ্রহণ করে থাকেন তবে তারই কনা মাত্র আমায় ভিক্ষাদিন, আমি কৃতার্থ হই। (জানুপাতিয়া উপবেশন)

তারিক—উঠ বন্ধু, ভিক্ষা চাইতে হবেনা। শক্তির সঙ্গে সৌন্দর্য্যের, আত্ম-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতার এবং বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় সাধনই ইসলামের কৃতিত্ব। পাপ জগতের ত্রানকর্ত্তা আল্লার দোস্ত

নূরনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন ইসলামের সুধা বিতরণ করতে। তাঁরই দেওয়া সুধা-পাত্র আজও আমরা হাতে নিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আকুল আগ্রহে বিচরণ করছি—তার জন্য ভিক্ষা চাইতে হবে না, ইচ্ছা করলেই ত পান করতে পারেন।

পেট্রিক—তার তৃষ্ণার্তকে সুধাদানে তৃষ্ণা নিবারণ করুন আমিরুল জুনূদ।

তারিক—তবে চল বন্ধু মসজিদে যাই—নামাজের সময় হল। আল্লার ঘরে গিয়েই শুভকার্য সমাধা হউক। এস ভাই তারিফ।

(তারিক তারিফ ও পেট্রিকের প্রস্থান। জুলিয়ান একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।)

ফিলিপ—দাদা।

জুলি—ফিলিপ?

ফিলিপ—আপনি তন্ময় হয়ে কি চিন্তা করছিলেন।

জুলি—আমি ভাবছিলুম, নবীন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারই সোনার কিরণ স্পর্শে কেমন করে ধীরে ধীরে অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান ফিলিপ?

ফিলিপ—কি, দাদা,

জুলি—আজ আমার মনে হচ্ছে মা ফ্লোরিন্দার আত্মদান বৃথায় পর্যবসিত হয়নি।

ফিলিপ—মুসলমানদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তাঁদের সদয় ব্যবহারে, অকৃত্রিম বন্ধুত্বে, সর্বোপরি তাঁদের অপুর্ব চরিত্র-মাধুর্য্যে তাদের ধর্মের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছি, মাঝে মাঝে মনে হয় পাত্র-পূর্ণ সুধা এত নিকটে থাকতে বঞ্চিত হই কেন?

জুলি—ছি ভাই, একটা ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে হঠাৎ কোন কার্য্য করতে নেই। নতুন কোন কিছু গ্রহণ করতে হলে তার ভাল মন্দ সব দিকে সূক্ষ্ম বিচার করে দেখতে হবে। আমরাত তাঁদের নিকটেই আছি যদি প্রয়োজন বোধ করি তবে কোন অসুবিধাই হবেনা।

(দূতের প্রবেশ)

জুলি—কি সংবাদ দূত, কাকে চাই?

দূত—আমিরুল জুনুদ তারিক কোথায়? সালারে আজম মুসা এই পত্র পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে।

জুলি—তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে গেছেন।

দূত—তবে তাঁকে সেখানেই পাব। (প্রস্থান)

ফিলিপ—তারিক এতবড় একটা বিজয় লাভ করে এবং সমস্ত স্পেন-বিজয় প্রায় সমাপ্ত করেও আফ্রিকার উপকূলে অবস্থানরত প্রধান সেনাপতি মুসার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করে। আশ্চর্য্য এদের একতা ও শৃঙ্খলা।

জুলি—এই একতা ও একনিষ্ঠতার জন্যই মুসলমান আজ বিশ্ববিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। দেখেছিলে নতুন একটা দেশ আক্রমণের জন্য মুসার ন্যায় পরাক্রমশালী সেনাপতিরও খলিফার আদেশের প্রয়োজন হয়েছিল। চল মসজিদের নিকটে যাই দেখি সেনাপতি মুসা কি নতুন আদেশ পাঠালেন। (ক্রমশঃ)

পাক-বাংলার অমূল্য সম্পদ
সাপ্তাহিক আরাফাতের
আপনি গ্রাহক হইয়াছেন কি?

জাতীয় উন্নয়নে ধর্মের স্থান

অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ

সূচনা :—

আধুনিক যুগে সর্ব দেশেই জাতীয় উন্নয়নের জন্য সমষ্টিগত চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টায় সব দেশই কম বেশী কামিয়াব হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ অনেক বিষয়েই উন্নতির চরমশিখরে আরোহন করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে প্রাচ্য দেশসমূহের ধ্বংসসাধনের মধ্য দিয়া। তাহারা প্রাচ্যের যেসব দেশে অনুপ্রবেশ করিয়া তথায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সে সব দেশের উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের জনসাধারণকে শোষণ করিতে করিতে কঙ্কালসার করিয়া তুলিয়াছিল। এই শোষণই পাশ্চাত্য দেশের আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কারণ।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের উন্নতি শুধু যে অন্যান্য দেশের জন্য অকল্যাণকর হইয়াছিল, তাহাই নহে, ইহাতে তাহাদের নিজেদেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল। শোষণব্যবস্থা দ্বারা মানুষের হাতে অর্থোদগম হইবার ফলে সমাজদেহে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি প্রবেশ করে। সেসব দেশের লোক বল্গাহীন আমোদ প্রমোদে গা ভাসাইয়া দেয়, পার্থিব সুখভোগ ও আরাম আয়েশই তাহাদের জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ফলে নীতিজ্ঞান, শালীনতাবোধ মানুষের জন্য মানুষের দরদ, স্নেহ, মায়া, মমতা ইত্যাদি মহান গুণসমূহ বিদায় গ্রহণ করে। দুর্নিবার যৌন আকাঙ্খা, ক্ষমতা মদমত্ততা শোষণ ও পীড়নের মনোভাব প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রাম সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে সেখানে নূতন নূতন আদর্শ ও মতবাদেরও উদ্ভব ঘটে।

যেসমস্ত আদর্শ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাদের সবগুলিই ধনতন্ত্রবাদী আর বস্তুবাদী— *Capitalism* এবং *Communism* ইহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কম্যুনিজ্‌ম শুধু বস্তুবাদীই নহে,ইহা সম্পূর্ণরূপে নাস্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধনতন্ত্রবাদ এবং কম্যুনিজম দুইটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ এবং এই দুইটিই বর্ত্তমান দুনিয়াকে দুইটি শিবিরে বিভক্ত করিয়া এক স্নায়ুযুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। এই স্নায়ুযুদ্ধ দুই শিবিরে অবিশ্বাসও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া বিশ্ববাসীদিগকে এক প্রলয়ঙ্করী তৃতীয় মহাযুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

বর্ত্তমান দুনিয়ার অশান্তি, অরাজকতা, ভীতি, ত্রাস এবং সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কারণ কি? সংস্কারমুক্ত মন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যেনিছক বস্তুবাদিতা, নাস্তিকতা এবং ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাই ইহার মূলীভূত কারণ আর বস্তুবাদী মনোভাব এবং নাস্তিকতার সূচনা ধর্মবর্জ্জিত জীবন ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত। আমাদের বিশ্বাস,ধর্মীয় জীবন-পদ্ধতী এবংধর্মীয় সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনেই জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মানব জাতির অধোগতির কারণ এবং তাহাদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং কল্যাণের পথের সন্ধান আমরা এই প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করিব।

বস্তুবাদিতা (*Materialism*)

অশান্তি এবং অরাজকতার প্রধানতম কারণ বস্তুবাদিতা। আত্মার অবিনশ্বরতা এবং পরবর্তী জীবনে মানুষের কৃতকর্ম্মের জবাবদেহির বিশ্বাসকে এক শ্রেণীর লোক প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদই—(*Darwin's theory of Evolution*)তাহাদের অবলম্বন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের নিকট এই মতবাদ আংশিক ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আত্মার অমরত্ব এবং মানুষের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ সম্পর্কে তথাকথিত প্রগতিপন্থীদের অবিশ্বাসই শুধু পার্থিব জীবনে উন্নতি সাধন এবং এই জীবনকেই যথেচ্ছ উপভোগ করার প্রেরণা যোগাইয়াছে। ফলে মানুষের স্বার্থপরতা নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার মন অপবিত্র ও কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বীয় সুখ সুবিধার জন্য যে কোন মুহূর্তে সুযোগের সদ্ব্যবহার

Contents

পূর্ব্বক অপরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে অকুণ্ঠচিত্তে অগ্রসর হইয়াছে। যাহাতে অন্যের প্রতি অন্যায় অবিচার না হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে তজ্জন্য অবশ্য সরকারের পক্ষ হইতে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু শুধু শক্তি প্রয়োগেই ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। সাময়িক ভাবে নিজ নিজ দেশে জাতীয় সরকার এ ব্যাপারে অল্পবিস্তর কৃতকার্যতা অর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের আশা সুদূরপরাহত। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এই—নীতিতে কোন দিনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা; বরং বস্তুবাদীদের শোষণ ও নিপীড়নমূলক নীতির ফলে বিশ্বব্যাপী অশান্তির দাবানল ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাস্তবক্ষেত্রে এই দৃশ্যই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যতই দিন যাইতেছে বিশ্বের সর্ব্বত্র দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ,ভীতি ও ত্রাসের ফলে এক বিভিষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতেছে।

নাস্তিকতা এবং ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণা

(ATHEISM)

অশান্তির দ্বিতীয় প্রধান কারণ নাস্তিকতা এবং ধর্ম্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ দীর্ঘদিনের গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং বাদপ্রতিবাদের পর প্রায় এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সৃষ্টির পশ্চাতে এক মহাশক্তির উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া বিরাজমান, কিন্তু কম্যুনিষ্ট এবং তথাকথিত প্রগতিপন্থীদের মতে বিশ্বের সমস্ত কিছুই আপনা হইতেই নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল ভাবে সংগঠিত এবং ধারাবাহিক ভাবে সুপরিচালিত হইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তা ও প্রতিপালক বলিয়া কিছুই নাই। বিশ্বস্রষ্টা, ধর্ম্মও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁহাদিগের প্রচারিত বিধিব্যবস্থা অনুসারে জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাহাদিগের মতে হজরত মুসা হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হইতেছেন জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রতারক ও,ভণ্ড !

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ নাকি শোষণের জন্যই ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহারা ধর্মকে শোষণের সার্থক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। শাষকগোষ্ঠির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহারা একযোগে শোষণ করিতেন। স্রষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পন করার আহ্বান জানানো হইত শুধু শাসন ও শোষণের সুবিধার জন্য। তাই তাহাদের মতে ধর্মই সমস্ত অনর্থের মুল কারণ ধর্ম্মই বিভিন্ন জাতি ও সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব বিশ্বকল্যাণের জন্য কিছু করিতে হইলে প্রথম কাজই হইবে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, আল্লার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার প্রেরিত নবীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। তাই নাস্তিকদের অন্যতম গুরু *Stalin* বলেন "The Party cannot be neutral in respect of religion, it wages an anti-religious propaganda against all religious prejudices, because, it stands for science. There are cases of party members interfering with the full development of anti-religious propaganda.It is good that such members are expelled."(a

"কমিউনিষ্ট পার্টি ধর্ম্মসম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতে পারেনা। সর্ববিধ ধর্ম্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টিকে এক ধর্মবিরোধী অভিযান ও প্রপাগাণ্ডা পরিচালনা করিতে হইয়াছে। কারণ পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক। ধর্মবিরোধী প্রপাগোণ্ডার পূর্ণ সাফল্য লাভের অভিযানে যে পার্টি সদস্য অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে সদস্যপদ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়াই সর্বদিক দিয়া মঙ্গলকর।"

নাস্তিকদের প্রধানগুরু মার্কস বলেন; "*The* idea of God must be destroyed, it is the key stone of a perverted civilization."

"আল্লার কল্পনা মানব মন হইতে উৎখাত করিতে-হইবে। বিকৃত সভ্যতার ইহাই সীমা প্রস্তর।"

ধর্ম্ম সম্পর্কে নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের বক্তব্য এবং অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত,অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক। ধর্ম্ম মূলতঃ কি তাঁহারা তাহা বুঝিতে সক্ষম হননাই।

---

a) Dr. K. A. Hakim: Islam and Communism

এবং ধর্মপ্রবর্ত্তকগণ (নবীগণ) ধর্মের নামে কি প্রচার করিয়াছিলেন এবং কি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা জানিতে চেষ্টা করেন নাই, ধর্ম্মের নামে প্রচলিত অধর্ম্মকেই তাহারা ধর্ম মনে করিয়াছিলেন এবং এই কারণেই ধর্ম মূলতঃ কি তাহা বুঝিতে সক্ষম হন-নাই। সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মন-নিয়া অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম কি তাহা জানা-যায়। যাঁহারা ধর্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন তাঁহারাও ধর্মকে বুঝিবার জন্য এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মনুষ্যত্বের বিকাশের এবং মানব জন্মের উদ্দেশ্য সাধ-নের পরিপন্থী প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং অন্যায় ও অনাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মতবাদ, আদর্শ এবং আচার অনুষ্ঠানকে তাঁহারা ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন নাই, যাহা সত্য ও ন্যায় নীতির এবং যাহা মানব জন্মের উদ্দেশ্যকে সার্থক করার সহায়ক তাহাকেই তাঁহারা ধর্ম মনে করিয়াছেন। কোরান এ সম্পর্কে বলিতেছে "বরং যে আল্লার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করিল এবং সৎকর্মশীল হইল, সে তাহার প্রভুর নিকট হইতে পুর-স্কার পাইবে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই, কোন দুঃখ নাই (২:১১২)। আল্লার এবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরিক করিওনা এবং পিতা-মাতার সহিত উত্তম ব্যবহার কর এবং নিকটআত্মীয় অনাথ, মিসকিন, প্রতিবেশী, পথিকদের সহিত (৪:৩৬)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ন্যায় এবং মঙ্গলজনক ও উপকারী কার্য এবং আত্মীয়স্বজনের জন্য দান করিতে আদেশ করেন, এবং অশ্লীল ও মন্দ ক্রিয়া কলাপ এবং বিদ্রোহাচরণ হইতে বিরত থাকিতে নির্দ্দেশ দেন।" (১৬:৯০) আরও দেখুন (২: ১৩০-১৪৩)।

ধর্ম্মের যাহা নির্দ্দেশ তাহা চিরদিনই মহান আদ-র্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্রষ্টা ও তাহার সৃষ্টিকে ভালবাসা, সৎকর্ম্ম করা, অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা, সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করা ইত্যাদি মহৎ কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই হইতেছে ধর্ম্মের নির্দ্দেশ। স্রষ্টার উপর যথা-রীতি বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকর্ম্ম সম্পন্ন করার নামই ধর্ম্ম এবং এই কারণেই বস্তুবাদী ও নাস্তিকদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ অসার এবং অযৌক্তিক। ধর্ম্ম সম্পর্কে তাহাদের ধারণা এবং বিশ্বাস যে একান্তই ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক তাহাও আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া আমাদের প্রবন্ধের মূল বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। নাস্তিকতাবাদী ও বস্তুবাদীরা ধর্মের নামে যে ব্যবস্থা এবং আচার অনুষ্ঠান দর্শন করিয়াছে, উহাকেই ধর্ম বলিয়া জানিয়াছে এবং এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সর্ব্বকালেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নামে অনেক অধর্ম হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অন্য-দিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক সময় বিদ্বেষের ফলে অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ধর্ম্মীয় নেতাদের স্বার্থপরতার জন্য সমাজের অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মের নামে জুলুম ও শোষণ চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্মের নামে অনেক অন্যায়, অবিচার এবং দুর্নীতি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মকে খারাপ বলিতে হইবে ইহার কোন যুক্তি নাই। মানুষের উচিত, ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা জানা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ভাল না মন্দ তাহাই স্থির করা।

ধর্ম্ম বিরোধী মনোবৃত্তি

বর্ত্তমানে অনেক দেশেই ধর্ম্মবিরোধী মনোবৃত্তি এবং ভোগ প্রবণতা ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর আকার ধারণ করিতেছে। ধর্ম্মীয় নিরপেক্ষতা, ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা, ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীনতা, এমনকি ধর্মবিরুদ্ধ কাজে উৎসাহ প্রদানই প্রগতি-শীলতার লক্ষণরূপে স্বীকৃতি পাইতেছে এবং যাঁহারা ইহার বিপরীত কাজ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ধর্ম মানিয়া চলেন, তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া আখ্যায়িত হন এবং মধ্যযুগীয় লোক রূপে উপহসিত হইয়া থাকেন। ধর্ম সম্পর্কে এহেন মনোভাবের বিশেষ কারণ রহিয়াছে। প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম সমূহের ত্রুটি ও অপূর্ণতা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে সক্ষম আদর্শ-ধর্ম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতাই ধর্মবিরোধী মনোভাবের জন্য দায়ী।

ধর্মীয় ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অপূর্ণতা

ধর্ম মূলে ছিল এক ও অভিন্ন, কিন্তু কালের পরি-বর্ত্তনে মানুষ নিজের মনগড়া বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি করে

Contents

এবং অনেক ক্ষেত্রে অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া চালাইয়া দেয় এই কারণেই প্রচলত ধর্ম সমূহে ত্রুটি ও অপূর্ণতা দেখা দেয়। একমাত্র ইস্‌লাম ছাড়া আর কোন ধর্মই পরিপূর্ণ নহে এবং অন্যদিকে তাহারা মানব জাতির প্রগতির ও উন্নতির পরিপন্থী!

আমাদের মন্তব্যকে যথার্থ প্রমানিত করিবার জন্য কয়েকটি প্রধান ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

খৃষ্টান ধর্ম্ম

জগতে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা সর্বাধিক কিন্তু এই ধর্ম মানব জীবনের সমস্যা সমূহের সমাধান করিয়া সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়িয়া তুলিবার কোন ব্যবস্থা দিয়া যায় নাই। তদোপরি কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাহার মৌলিকত্ব হারাইয়া ফেলে এবং ধর্মযাজকগণ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া নিছক একটি প্রাণহীন অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মে পরিণত হয়। এই ধর্মে একত্ববাদের পরিবর্ত্তে ত্রিত্ত্ববাদের জন্ম হয়। শাসকশ্রেণীকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বৈরতন্ত্রী শসন চালাইবার সুযোগ প্রদান করা হয়। বাইবেলে বলা হইয়াছে, "রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও"।

ক্ষমার আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া বলা হইয়াছে *If they brother smite thee on one cheek turn thou the other also to him.* "যদি তোমার ভাই তোমার একগালে প্রহার করে তবে অন্য গালটিও তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও." [১] এই প্রসঙ্গে আমরা বলিয়া রাখিতে চাই যে, বাস্তবক্ষেত্রে এই আদর্শ অকল্যাণকর। ইহা দুষ্কৃতিকারীকে শুধু প্রশ্রয় দিয়া থাকে, অথচ অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়াই বিধেয়।

খৃষ্টানদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে হজরত ঈসার ক্রুসে জীবন দানের ফলে তাহাদের পাপ মার্জ্জিত হইয়াছে। [২] তদোপরি তাহারা আরও বিশ্বাস করে যে অর্থদ্বারা ধর্মযাজকদিগের নিকট হইতে পুণ্য বিক্রয়ের সার্টিফিকেট (*Sale of Indulgence*) খরিদ করিতে পারিলেই তাহাদের সমস্ত পাপপঙ্ক বিধৌত হইয়া যাইবে। [৩] খৃষ্টানদিগের এই সমস্ত বিশ্বাস তাহাদের অনুসৃত শোষণ ও নিপীড়ন নীতির পরিপোষক এবং দুনিয়া জোড়া সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়ক হইয়াছিল।

সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে খৃষ্টান ধর্ম উদাসীন। হজরত ঈসা সমাজে নারীর যথোচিত মর্যাদ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সেই মর্যাদা ও সম্মান হইতে নারীসমাজকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাহাদিগকে পাপের উৎস বলিয়া মনে করা হয়। নারী সম্পর্কে খৃষ্টজগতের মধ্যযুগীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়া *Tertulian* বলিয়াছেন যে, নারীরা হইতেছে "The devil's gateway; the unsealey of the forbidden tree. The deserter of the devine law, the destroyer of God's imageman" [৪] "শয়তানের দ্বারদেশ, নিষিদ্ধ বৃক্ষ (সম্পর্কিত নির্দেশ) লংঘন কারিণী, স্বর্গীয় বিধান বিধ্বস্তকারিণী, আল্লার কল্পনার ছবি মানুষের ধ্বংশকারিণী।"

এসম্পর্কে প্রসিদ্ধ খৃষ্টান ধর্ম্মগুরু *Chrysostom* বলিয়াছেন যে নারী হইতেছে, "a necessary evil, a natural tamptation a desirable calamity. a domestic peril, a deadly fascination, a painted ill." [৫] "একটি প্রয়োজনীয় অনিষ্টকর বস্তু, একটি স্বাভাবিক প্রলোভন, একটি মনোরম বিপদ, একটি স্বাভাবিক বিপদ, একটি মারাত্মক মোহ, একটি রঙীন অমঙ্গলজনক বস্তু।"

এ বিষয়ে *Archbishop Rigand* বলেন *"Jesus had treated woman with humanity, his followers excluded her from justice"* "ঈসা নারী সমাজকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাঁহার অনুসারীরা নারীজাতিকে ন্যায়নীতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।" [৬]

বর্ত্তমানে খৃষ্টান সমাজে নারী পুরুষ উভয়কেই সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নারী বহু ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু নারীস্বাধীনতা এবং প্রগতির নামে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই

---

[১] The Bible

[২] The Religion of Man p. 135

[৩] Myers. A Short History of Modieval & Modern Times p. 142.

[৪] The spirit of Islam p. 256,

[৫] Ibid p. 251.

[৬] Ibid p. 252,

উশৃঙ্খলতা যৌনবিকৃতি এবং নানাবিধ দুর্নীতির জন্ম দিয়াছে।

খৃষ্টান ধর্মমতে কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা চলেনা। কেহ প্রথমা স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলে প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ রূপে ন্যায় নীতি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বাস্তবক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী রাখা অত্যধিক প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হইয়া উঠিলেও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদিগকে নিশ্চল হইয়া থাকিতে হয় অথবা প্রথমা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। তাই আমরা দেখি যে *Napoleon* যখন রাজনৈতিক কারণে অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা *ArchDuchess Maric Ionese* এর পানি পীড়ণ করেন, তাহার পুর্বেই তাঁহার প্রিয়তমা প্রথমা স্ত্রী *Josephine* কে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

খৃষ্টান ধর্ম মূলেতে ছিল সাম্য, প্রেম ও প্রীতির ধর্ম। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই ধর্ম্মে শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ ও অসাম্য নীতি প্রধান হইয়া উঠে। তাই আমরা খৃষ্টান জগতে দেখিতে পাই শ্বেত ও কৃষ্ণ জাতির মধ্যে বিপুল পার্থক্য ও বিভেদ, নিগ্রোদের জন্য পৃথক শিক্ষাগার এবং নিম্ন শ্রেণীর জন্য গীর্জার প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ।

এই ধর্ম্মের অধোগতি আরম্ভ হয় মধ্যযুগের প্রথম দিক হইতে। তখন কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসকে ধর্ম মনে করা হইত। খৃষ্টান জগতে শাসক ও যাজক শ্রেণী ছাড়া আর সকলের জন্য বিদ্যাশিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল এবং অজ্ঞানতা ও অশিক্ষাকে বলা হইত ধর্মভীরুতার লক্ষণ। এই ভাবটিই সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায় তখনকার প্রবাদ বাক্যে *Ignroance is the Mother of devotion*. অজ্ঞতাই হইতেছে খোদা প্রীতির প্রসূতি, এই ধর্মের গোঁড়ামী চরম ভাবে প্রকাশ পায় পোপ গ্রেগরীর কার্যকলাপে," তিনি রোমে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং গবেষণা বন্ধ করিয়া দিলেন, রোমের বিখ্যাত পাঠাগারের দ্বার রূদ্ধ করিলেন এবং নানারূপ উপকথা ও কিংবদন্তিকে ধর্ম্মের নামে প্রচলন করিলেন এবং ইহাই কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রধান ধর্মরূপে পরিগণিত হয়।

ইউরোপে ধর্ম্মীয় গোঁড়ামী এমন পর্যায়ে গিয়া পৌছিয়াছিল যে ধর্মগুরু পোপ যাহা বলিতেন বা ঘোষণা করিতেন তাহাই ধর্মের আইনরূপে মান্য করিতে হইত। চিন্তা বা বাকস্বাধীনতার কোন স্থান ছিলনা। যে-কেহ কোন নূতন সত্য প্রকাশ করিত অথবা প্রচলিত বিশ্বাস এবং মতবাদের বিপরীত কোন কথা বলিত তাহারই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিত, তাহাকেই ধর্ম্মাদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইত। তাই দেখা যায় যে ১৫৩০ খৃ:অব্দে যখন *Copernicus* প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আবিষ্কার করিলেন যে, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না, বরং পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে তখন তাঁহাকে শাস্তিভোগ করিতে হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যান্ত তিনি এই নূতন মতবাদ প্রচার করিতে পারেননাই। Copernicus এর মৃত্যুর পর Bruno এই মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পোপের প্রবর্ত্তিত পূণ্য বিক্রয় (Sale Indulgence) ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে গিয়া মার্টিন লুথারকে (Martin Luther) সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় এবং জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাকে অনেক দিন পর্যন্ত আত্মগোপণ করিয়া থাকিতে হয়। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি প্রচলিত ধর্ম্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং protestantism নামে নূতন -ধর্ম্ম ব্যবস্থার সৃষ্টি করেন। এর ফলে Catholic ব্যবস্থাতেও কিছু কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। [ক্রমশ:]

K.C.D. Hazen—Modern European **History**, P. 226

K. W. Stuart sewill :—Brief Bigrophies of famous Men & women p.44,

Myers A Short History of Medieval & Modern Times p. 14554.

হাজরে আস্‌ওয়াদ বা কালো পাথর

আবদুন্‌নঈম চৌধুরী এল, এল, বি

ইসলামের ভিত্তিগত পাঁচটি ক্রিয়ার মধ্যে হজ্জ অন্ততম। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা সামর্থশীল এবং শরীয়তের শর্ত্ত অনুসারে উপযুক্ত, জীবনে একবার হজ্জ করা তাঁহাদের ফরজ। হজ্জ করা কালে খোদার ঘর কাবা গৃহ তাওয়াফ করা অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। কাবা গৃহের যে স্থান হইতে তাওয়াফ্ আরম্ভ কবা হয় সে স্থানে কাবা গৃহের প্রাচীর গাত্রে কয়েক খণ্ড ঈষৎ বাদামী আভাযুক্ত কালো পাথর রক্ষিত আছে। হাজিগণ তাওয়াফ করিবার সময় এই কালো পাথরটীকে চুম্বন করিয়া থাকেন। ইহাকেই হাজারে আস্‌ওয়াদ বা কালো পাথর বলে।

হেজাজের পাক মক্কা নগরীতে মুসলমানগণের আদি পিতা ইব্রাহীম খলিলুর রহমান ও তদীয় পুত্র ইসমাইল যবিহুল্লাহ্ আলায়হেমাস্ সালাম এই পবিত্র কাবা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কাবা গৃহ নির্মিত হইলে আল্লাহ্ তা'লা জিব্রীল আলয়হেস্ সালামের মারফতে বেহেশত হইতে এই কালো পাথর হজরত ইব্রাহীমের নিকট পাঠাইয়া দেন ১। আল্লাহ্ তা'লার আদেশক্রমে জিব্রীল ফেরেশতা কা'বা গৃহের তাওয়াফ আরম্ভের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া হজরত ইব্রাহীম (দঃ)কে তথায় এই পাথর সন্নিবেশ করিতে উপদেশ দিলে হজরত ইব্রাহীম স্বহস্তে হাজরে আস্‌ওয়াদ উক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করেন। হাজরে আস্‌ওয়াদ আজও ঐ একই স্থানে স্থাপিত রহিয়াছে। জিব্রীল আলয়হেস্‌সালাম যখন এই কালো পাথর হজরত ইব্রাহীমের নিকট লইয়া আসেন তখন তাহা দুধের চেয়েও সাদা রঙ্গের ছিল। কিন্তু কালক্রমে মনুষ্য জাতির গোনাহ্ শোষণ করিয়া উহা কালো রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। হজরত ইবনে আব্বাস (রাজ্বিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রছুলুল্লাহ্ [দঃ] বলিয়াছেন "বেহেশত হইতে হাজরে আস্‌ওয়াদ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহা দুধের চেয়েও সাদা ছিল, মনুষ্য জাতি"র গোনাহ্ উহাকে কালো রঙ্গে পরিণত করিয়াছে। মেশকাত শরীরফে কেতাবুল্ মানাসেকে উক্ত হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে।

হাজরে আস্‌ওয়াদ্ বা কালো পাথর পৃথিবীর পাথর শ্রেণীর মধ্যে নহে। ইস্‌লাম বিদ্বেষীদের শিরোমণি *Sale* সাহেব তাঁহার "*A comprehensive commentary on the Quran* নামক পুস্তকের ১৮৪ পৃষ্ঠায় হাজরে আওস্‌য়াদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বার্টন সাহেবের অভিমত প্রকাশ করিয়া যে টীকা দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, '*Burton thinks it is an* AEROLITE' অর্থাৎ বার্টন সাহেব হাজরে আস্‌ওয়াদকে উল্কাজাত প্রস্তরখণ্ড বলিয়া মনে করেন। মোটকথা, হাজরে-আস্‌ওয়াদ আকাশ হইতে আগত, একথা অমুসলমান পণ্ডিতও স্বীকার করিয়াছেন। কুফর-ও-যুলমাতের পুরু পর্দ্দায় তাহাদের চোখ ঢাকা না থাকিলে তাহারাও ইহা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত বলিয়া দেখিতে পাইতেন।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) নবুওত প্রাপ্তির কিছুকাল পূর্বে মক্কার কোরায়শগণ কা'বা গৃহ সংস্কার করিয়াছিল। তৎকালে হাজরে আস্‌ওয়াদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোরায়শদের মধ্যে এক বিবাদ সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ছিল এইযে, কে এই পবিত্র পাথর যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করিবে? প্রত্যেক গোত্রেরই এই পাথর প্রতিষ্ঠা করার গৌরবের আকাঙ্খা ছিল। অতঃপর তাহারা একমত হইয়া স্থির করিল, যেব্যক্তি আগামী কাল সর্বাগ্রে কাবাগৃহে আগমন করিবে, সেই এই বিষয় মীমাংসার অধিকারী হইবে। পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সর্বাগ্রে কা'বা গৃহে আগমন করিয়াছেন। কোরায়শদের সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইল, তাহারা বলিয়া উঠিল "আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ আমীন্ অমাদের মীমাংসা করিবেন, আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই!" হজরত তাঁহার পবিত্র চাদরে হাজরে আস্‌ওয়াদকে স্থাপনকরিয়া প্রত্যেক গোত্রের সর্দ্দারের দ্বারা চাদর ধরাইলেন। হাজরে আস্‌ওয়াদ নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইলে তিনি স্বহস্তে

১। যেসকল বস্তু বেহেশতের স্মৃতি রূপে হযরত আদম সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, 'হাজরে আস্‌ওয়াদ' তন্মধ্যে একটি—ইহাও অন্য-অভিমত। নূহের মহাপ্লাবনের পর ইবরাহীম খলীল ফেরেশতাদের সহায়তায় উহা কাবায় সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন—সম্পাদক।

Contents

পবিত্র পাথরটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

হাজরে আস্ওয়াদ বর্ত্তমানে যেরূপ খণ্ড বিখণ্ড আছে পূর্ব্বে এরূপ ছিলেনা। বরং উহা একটী আস্ত পাথর ছিল। কালক্রমে আব্বাসীয় দুর্ব্বল খলিফাদের খেলাফত কালে কারমতী সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের অত্যাচারে সীরিয়া ও ইরাকের নাগরিক জীবনে শঙ্কা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই কারমতী সম্প্রদায়ের নেতা আবুতাহের হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিল। ভারতবর্ষের শেষ বদ্‌শাহ্ সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তদীয় সভাষদ মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন হোসায়ন মক্কায় হজ্জপালন করিতে গিয়াছিলেন। হজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফখরুদ্দিন হোসায়ন তাঁহার স্বসঙ্কলিত 'তারিখে মক্কা' নামক পুস্তক বাদ্‌শাহ্কে উপহার দেন। উক্ত "তারিখে মক্কা" নামক পুস্তকে কারমতী সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—কারমতীদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিল আবুতাহের। আবুতাহের হেজার নামক শহরে দারুল হেজরাহ নামে একটা মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। তাহার বাসনাছিল, লোকেরা যেন কাবার পরিবর্ত্তে তাহার দারুল হেজারাতে হজ সমাপন করে। তাহার দুরাশা চরিতার্থ করার জন্য সে বহু মুসলমানকে হত্যা করে। তাহার ও তাহার অনুগামীদের অত্যাচারে সামরিক ভাবে কাবাগৃহে হজ পালন বন্ধ হইয়া যায়। ৩১৭ হিজরি অব্দে ৮ই যিলহাজ্জ্ ইওমে তারওয়িয়ার দিন আবুতাহের সসৈন্যে মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কাবাগৃহে তাওয়াফ রত হাজী ও মসজিদে হারামের মুছল্লি এবং পারিপার্শ্বিক বহু মুসলমানকে আবুতাহের নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে। কা'বাগৃহে, মসজিদে-হারামে এবং তাহার পার্শ্বে যেসকল মুসলমান আবুতাহেরের হাতে শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা-অন্যূন ৩০ হাজার হইবে। কা'বাগৃহ আক্রমণ কালে আবুতাহের মাতাল অবস্থায় অশ্বারোহণে তরবারি হাতে কাবাগৃহের নিকট আগমন করে এবং ইঙ্গিত দ্বারা অশ্বটীকে তথায় প্রস্রাব ও পায়খানা করায়। কা'বা গৃহে তাওয়াফরত অনুমান সাতশত হাজীকে কারমতিগণ হত্যা করে। অতঃপর আবুতাহের কাবাগৃহের দরজা উপড়াইয়া ফেলে এবং উপস্থিত মুসলমানগণকে লক্ষ্য করিয়া বলে,-'ওহে, বোকারদল, তোমরা বলিয়া থাক, যেব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত হয় সে সর্ব্ব প্রকার আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকে। এখন তোমাদের সে নিরাপত্তা কোথায়?" তৎক্ষণাৎ জনৈক মুসলমান; তাহার অশ্ববল্গা ধরিয়া উত্তর করিল 'ইহার অর্থ এইযে, এই স্থানে যাহারা সমবেত হয়, তাহাদিগকে তুমি নিরাপত্তা প্রদান কর।"

কারমতিদের আক্রমণ কালে হারেমের অভ্যন্তরে যাহারা শহীদ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে মক্কার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা অবুল ফজল মোহাম্মদ জাওয়ারুদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দুই হাতে কা'বার দরজা ধরিয়া আবুতাহেরের হাত হইতে কাবা গৃহের দরজা রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু আবুতাহের নিরস্ত্র আমিরকে কাবার দরজায় হত্যা করে। তরবারির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আবুলফজলের চিরউন্নত শির কাবাগৃহের অভ্যন্তরে লুটাইয়া পড়ে। আবুতাহের মক্কাবাসীগণকে যদৃচ্ছা হত্যা করে এবং তাহার অনুচরগণ মক্কাশহরের বহু গৃহ লুণ্ঠন করে। সেবৎসর আরাফাতে কেহ যায়নাই। আবুতাহের কাবার যাবতীয় সম্পদ, সোনাচাঁদির সমস্ত আসবাব এবং কাবার গেলাফ লুণ্ঠন করিয়া লয়। উপরন্ত,মাকামে ইব্রাহীমনামক প্রস্তরও হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাবার খাদিমগণ তাহা পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হওয়ায় সে ঐ প্রস্তর হস্তগত করিতে পারেনাই। ১৪ই যিলহজ সোমবার আসরের সময় আবুতাহের জাফর ইবনে ইলাজ নামক জনৈক রাজ মিস্ত্রির দ্বারা হাজরে আস্ওয়াদকে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উপড়াইয়া হস্তগত করে। আবুতাহের ১১ দিন মক্কানগরীকে জনশূন্য করিয়া রাখে। তাহার এই দুষ্কার্য্যের সংবাদ তাহার মোর্শেদ আবদুল্লা মেহদীর নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহাকে বারংবার লা'নাত করিয়া পত্রদেন এবং তাহার কার্য্যাবলির নিতান্ত নিন্দা করেন। আবুতাহের আবদুল্লা মেহদীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয়। হাজরে আসওয়াদ অনুমান ২২ বৎসর আবু তাহেরের মন্দিরে

স্থাপিত ছিল। কারমতীগণ হাজরে আসওয়াদের আকর্ষণে লোকদের জোর করিয়া তাহাদের এই মন্দিরটীকে তীর্থস্থান করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয়নাই। হাজরে আসওয়াদের অভাবে ২২বৎসর পর্য্যন্ত হাজিগণ হাজরে আসওয়াদের খালি যায়গাটিকে চুম্বন করিয়া তাওয়াফ করিতেন। আবুতাহের কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহার দেহের মাংস পচিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে তাহার জীবনের অবসান হয়। কারমতীগণের উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায় ২২ বৎসর পর আবুতাহেরের ভ্রাতা আহমদ বিন আবু সঈদের আদেশে, সাবক্ত ইবনে হাসান নামক জনৈক কারমতী ৩৩৯ হিজরি অব্দে এক রবিবারে হাজরে আসওয়াদ সহ মক্কায় উপস্থিত হয় এবং মক্কার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা জাফর ইবনে মোহাম্মদ আব্বাসীর তত্বাবধানে যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। হাসান ইবনে মারযুক নামক জনৈক রাজমিস্ত্রী হাজরে আস্ওয়াদকে স্বস্থানে পুনঃ সন্নিবিষ্ট করে। হাজরে আস্ওয়াদ পুনঃ সন্নিবেশিত করা কালে কা'বার খাদিমগণ তাহা যথাসাধ্য দৃঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করেন। তৎপর হইতে হাজরে আস্ওয়াদ কাবাগৃহে যথাস্থানে অদ্যাবধি স্থাপিত আছে।

কা'বাগৃহের উত্তর-পূর্ব কোণে, দরজার সন্নিকটে প্রাচীর গাত্রে ৪।৫ ফুট উচ্চে হাজরে আস্ওয়াদ্ সান্নিবিষ্ট আছে। ইহার ব্যাস রেখার পরিমাপ ৭ ইঞ্চি। কারমতীগণের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্যন্ত ইহা একটী আস্ত-পাথরছিল। কারমতী সর্দ্দার পাপিষ্ঠ আবুতাহের লৌহদণ্ড দ্বারা ইহাকে খণ্ড বিখণ্ড করে। বর্ত্তমানে ইহা দশ বারটা খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু পাথর জোড়াই করার মশলা দ্বারা খণ্ডগুলিকে একত্রে জোড়া দেওরা হইয়াছে।

হাজ্‌রে আস্ওয়াদ্ পূর্ব্বে সাদা ছিল। মানুষের গোনাহ শোষণ করিয়া কালক্রমে উহার রঙ্গ কালো হইয়া যায়। *Sale* সাহেব তাঁহার লিখিত তফ্‌সীরের ১৮৩ পৃষ্ঠায় হাজ্‌রে আস্ওয়াদের বর্ণনা প্রসঙ্গে *Muir* সাহেবের "*Life of Mahomet*" নামক পুস্তক হইতে যে নোট দিয়াছেন তাহাতে *Muir* সাহেব "*Its (Hajre Aswad) Clour is now a deep reddish brown, approaching to black.*" অর্থাৎ হাজ্‌রে আস্ওয়দের বর্ত্তমান রঙ্গ গাঢ় লালচে বাদামী; ক্রমান্বয়ে কালো হইতেছে। "তারিখে-মক্কা" নামক পুস্তকে আছে যে, হাজ্‌রে আস্ওয়াদ্ পুনঃস্থাপনকালে মোহাম্মদ ইব্‌নেখুযায়ী প্রস্তরের মাথায় কালো রঙ্গ দেখিতে পান এবং বাকি অংশ ঈষৎ সাদারঙ্গের ছিল। শাহ আবদুলহক মোহাদ্দেছ দেহলভী তাঁহার শারহে-মেশকাত শরীফে লিখিয়াছেন'যে, সঈদইবনে জুবায়ের হাজ্‌রে আস্ওয়াদের কয়েক স্থানে সাদা অংশ দেখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সোলায়মান আস্‌কালানি তাঁহার "মানাসেক" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি হাজ্‌রে আস্ওয়াদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় সাদা অংশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সাত শত আট হিজরি অব্দে হাজ্‌রে আস্ওয়াদের মধ্যে তিনি সাদা অংশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

তিরমিজি, ইব্‌নেমাজা ও দারেমিশরীফের হাওয়ালা উল্লেখে মেশকাতশরীফের কেতাবুল মানাসেকে বর্ণনা করা হইয়াছে যে,—

হজরত ইবনেআব্বাস বর্ণনা করিতেছেন, হজরত রসূলুল্লাহ (দঃ) হাজ্‌রে আস্ওয়াদের হক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আল্লাহর হকসম! আল্লাহ্‌তা'লা হাজ্‌রে আস্ওয়াদ্‌কে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থাপন করিবেন। ইহার দুইটী চক্ষু হইবে তাহাদ্বারা সে দেখিতে পাইবে। ইহার জিহ্বা হইবে তাহাদ্বারা সেকথা বলিবে। যেব্যক্তি হকের সাথে ইহাকে চুম্বন করিয়াছে তাহার জন্য এই পাথর সাক্ষ্য দিবে।

[৪০৪ পৃষ্ঠার পর)

অন্যান্য যে সমস্ত পদে মুসলমান দেখিতে পাওয়া যাইত এবং তাহাদের কেহ অবসর গ্রহণ করিলে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ সেই সকল পদ লাভ করিত, বর্ত্তমানে সেই সকল পদেও মুসলমানের অস্তিত্ব মাত্রও দৃষ্ট হয় না। অবস্থা এতই শোচনীয় আকার গ্রহণ করিয়াছে যে, অতীতে যে মুসলমান জাতি বিজয়ীরূপে ভারতে প্রবেশ পূর্ব্বক সমগ্র ভারতের উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহারা দুই-একটি জেলার জেলদারগা অথবা আদালতের পেয়াদা, পিওন ও দফ্‌তরির পদ ছাড়া আর কিছুই আশা করিতে পারে না। আদালত সমূহের আমলা হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ বিভাগ সমূহ চতুর হিন্দু দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

Contents

মৃত্যুবার্ষিকী না ইসালেসওয়াব?

পরলোকপ্রাপ্ত 'বুযুর্গানেদ্বীনে'র মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি বৎসর 'ঈসালে সওয়াবে'র নামে সভাসমিতির ধুম পড়িয়া যায়। দূর দূরান্তর হইতে পর্যটন করিয়া সওয়াবহাসিল করার আশায় এবং 'বুযর্গানেদ্বীন'কে সওয়াব পৌঁছাইবার ভরসায় মুমিন-মুসলমানরা নির্দিষ্ট দিবসে 'ঈসালেসওয়াবে'র মহফিলে হাযির হইয়া থাকেন। এসকল সম্মেলনে ভূরিভোজনের ব্যবস্থার সংগে সংগে কোরআনপাকের তিলাওয়াত, তস্‌বীহ-তহ্‌লীল ও বুযর্গব্যক্তির নানারূপ অলৌকিক শক্তি ও কশফ-করামতেরও বয়ানও হইয়াথাকে। যদি সত্যসত্যই 'ঈসালে-সওয়াবে'র এই সকল মহ্‌ফিল পুণ্যবর্ধক হইত তাহাহইলে এগুলির জন্য মুস্‌লিমসমাজের বিপুল অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার সকল দিক দিয়াই সার্থক বিবেচিত হইতে পারিত। কিন্তু মৃতব্যক্তিদের বার্ষিকী পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মজলিসসমুহে যতগুলি কার্য সম্পাদিত হইয়াথাকে, তন্মধ্যে একটি কার্যেরও বৈধতার প্রমাণ নাই! বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার মত অবসর নাথাকায় কতিপয় মাননীয় ব্যক্তির অনুরোধে আপাততঃ শুধু একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াই আমি ক্ষান্ত থাকিব এবং প্রয়োজনবিবেচিত হইলে ইহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ইন্‌শাআল্লাহ ভবিষ্যতে প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট হইব।

পূর্বেই বলিয়া রাখা ভাল যে, কোন দল বিশেষকে কটাক্ষ করিয়া এ নিবন্ধ সংকলিত হইতেছেনা এবং ইহার ভিতর আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমতকেও স্থান দেইনাই। জাতির হিতকামনা করিয়াই আমি শিক্ষিত বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। 'ঈসালেসওয়াবে'র লাভালাভের সহিত আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্কই নাই।

'ঈসালেসওয়াবে'র সমর্থনে সচরাচর বলাহইয়াথাকে যে, ইহার মজ্‌লিসে কোন গর্হিত কার্য করাহয়না। কোরআনে-পাকের তিলাওয়াত, আল্লাহ তাআলার যিক্‌র অয্‌কার, খতমপাঠ ও ওয়াযনসীহৎ ইত্যাদি কার্যগুলি কি পুণ্যবর্ধক নয়? 'ঈসালেসওয়াবে'র মজ্‌লিসে ইহার অতিরিক্ত কিছু করা হয়না!

এ কথার জওয়াবে ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, কোন পুণ্যবর্ধক কার্য যদি নির্ধারিত নিয়মে সম্পাদিতকরা হয়, তবেই উহাকে পুণ্যবর্ধক বলা চলিবে। কোনপুণ্যবর্ধক কাজ নিজেদের খোশখেয়াল মত আঞ্জামদিলে উহা সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহর কারণে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইবাদত ও প্রতিশ্রুতসওয়াব সংক্রান্ত আমলের জন্য শরীআতের অনুমতি আবশ্যক, বৈষয়িক ব্যাপার সমূহের জন্য অর্থাৎ যেসকল কার্যের সহিত 'সওয়াব' বা 'আযাবে'র সম্পর্ক নাই, সেগুলির জন্য শরীআতের অনুমতি. আবশ্যক হয়না, শুধু নিষিদ্ধতামুলক নির্দেশ পালন করিলেই হইল। ফলকথা, পুণ্যবর্ধক কাজের জন্য শরীআতের অনুমতি আর বৈষয়িক কাজের জন্য নিষেধ আবশ্যক। কোন পুণ্যবর্ধক কার্য শরীআতের নির্দেশ ছাড়া করা চলিবেনা আরকোন বৈষয়িক কার্য শরীআতের নিষেধ ছাড়া নিষিদ্ধ হইবেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইস্‌লামে নমায অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবর্ধক কাজ আর নাই, কিন্তু উহা আদাকরার ভংগীমা নিয়ম, সময় ও স্থান ইত্যাদি শরীআতের ভাষায় নির্ধারিত রহিয়াছে। যদি এগুলির ব্যতিক্রম করিয়া কেহ নমায পড়ে, তাহার পক্ষে নমায পুণ্যবর্ধক হওয়ার পরিবর্তে পাপবর্ধক হইবে।

এই কথা কয়েকটি হৃদয়ঙ্গম করার পর দেখিতে হইবে যে, কোরআনে-পাকের তিলাওয়াত পুণ্যবর্ধক কার্য হইলেও মৃত ব্যক্তির জন্য তাহার মৃত্যুতিথিতে তাহার কবরে বা অন্যত্র সম্মিলিত হইয়া অথবা একক ভাবে কোরআনের তিলাওয়াত ও যিক্‌র আয্‌কারের অনুমতি (কওল), আদর্শ (ফেএল) বা সম্মতি (তক্‌রীর) রহিয়াছে কিনা? যদি থাকে, তবেই 'ঈসালে সওয়াবে'র কার্য পুণ্যবর্ধক ও নেকী বলিয়া গণ্য হইবে, নতুবা নয়।

সুতরাং 'ঈসালে সওয়াব'কে জায়েয করার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত ও ব্যাখ্যা যে সওয়াব-

বর্ধক শুধু সেকথা বলিলে যথেষ্ট হইবেনা। মৃতব্যক্তিদের জন্য এই সকল কার্য করা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ, আদর্শ অথবা অনুমতি প্রমাণিত করিতে হইবে।

১। হাফেয ইব্‌নুলকাইয়েম তদীয় 'যাদুলমাআদ' গ্রন্থে সাক্ষ্য দিয়াছেন, মৃতব্যক্তিদের জন্য মৃতের কবরের কাছে বা অন্যস্থানে একত্রিত হওয়া, তাদের জন্য কোরআন পাঠকরা রসূলুল্লহর তরীকা ছিলনা। এসকল কাজ বিদ্‌আত, নবাবিষ্কৃত ও মক্‌রুহ—(১) ১৫৯ পৃঃ।

و لم يكن من هديه صلى الله عليه و سلم ان يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لاعند قبره ولاغيره، و كل هذا بدعة حادثة مكروهة -

২। আল্লামা মজ্‌দ ফিরোযাবাদী 'সফ্‌রুস্‌সাআদা' পুস্তকে লিখিয়াছেন, মৃতের জন্য মৃতব্যক্তির কবরে বা অন্যস্থানে সম্মিলিত হওয়া, তারজন্য কোরআন খতম করা রসূলুল্লাহর (দঃ) অভ্যাস ছিলনা। এসব কাজ বিদ্‌আত ও মক্‌রুহ—৪৭ পৃঃ।

و لم تكن العادة ان يجتمعوا للميت و يقرؤا له القرآن و يجتمعوا عند قبره و لا فى مكان آخر و هذا المجموع بدعة مكروه —

শায়খুলইস্‌লাম ইব্‌নেতয়মিয়া তাঁর 'সিরাতে-মুস্‌তকীম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কবরের কাছে কোরআন পাঠকরা মক্‌রূহ। এমন কি, কবরস্তানে কাহারও জানাযা পড়িতে হইলে, সূরা ফাতেহা পর্যন্ত পাঠকরা চলিবে কিনা, সেসম্পর্কেও বিদ্বানগণের মতভেদ ঘটিয়াছে। ইমাম আহ্‌মদের যে ফত্‌ওয়া তাঁহার অধিকাংশ প্রাচীন সঙ্গীগণ যথা আবদুল ওয়াহ্‌হাব ওয়ার্‌রাক ও আবুবক্‌র মর্‌ওয়াযী প্রভৃতি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তদনুসারে উহা নিষিদ্ধ, ইহাই ইমাম আবু-হানীফা, ইমাম মালিক ও হুশয়ম বিনে বশীর প্রভৃতি পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের অভিমত। ইমাম শাফেয়ীর কাছেও ইহা বিদ্‌আত। ইমাম মালেক বলেন, এরূপ কার্য কোন বিদ্বান করিতেন বলিয়া আমি অবগত নই। ইহাতে জানা যায় যে, সাহাবা ও তায়েবীগণ একার্য করিতেননা,—১৮২ পৃঃ।

وقراءة القرآن عند القبور مكروه، حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة فى صلاة الجنازة اذا صلى عليها فى المقبرة و فيه عن احمد روايتان وهذه الرواية هى التى رواها اكثر اصحابه عنه و عليها قدماء اصحابه الذين صحبوه كعبدالوهاب الوراق و ابى بكر المروزى ونحوهما و هى مذهب جمهور السلف كابى حنيفة و مالك و هشيم بن بشير و غيرهم و لا يحفظ عن الشافعى نفسه فى هذه المسئلة كلام و ذالك لان ذالك كان عنده بدعة — و قال مالك: ما علمت احدا يفعل ذالك، فعلم ان الصحابة و التابعن ماكانوا يفعلونه —

৪। মোল্লা আলীকারী হানাফী 'শর্‌হে ফিক্‌হে-আক্‌বরে' লিখিয়াছেন, 'ইবাদতে বদনীয়া' অর্থাৎ নমায, রোযা, কোরআন-তেলাওয়াত ও যিক্‌র প্রভৃতির সওয়াব মৃতব্যক্তিদের পৌছান যায় কিনা, এসম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের সুপ্রসিদ্ধ মযহব অনুসারে জীবিত ব্যক্তিদের দৈহিক ইবাদতের সওয়াব মৃতদের কাছে পৌঁছেনা। আর ইমাম আবুহানীফা, মালেক ও আহ্‌মদের মযহবে কবরের কাছে কোরআন পড়া নিষিদ্ধ, উহা মক্‌রূহ ও নবাবিষ্কৃত। সুন্নতে উহার প্রমাণ নাই—১৬০ পৃঃ।

و اختلف فى العبادات البدنية كالصوم و الصلاة و قراءة القرآن و الذكر، فالمشهور من مذهب الشافعى و مالك عدم وصولها، والقراءة عند القبور مكروه عند ابى حنيفة و مالك و احمد لانه محدث لم ترد به السنة —

৫ ও ৬। হানাফী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় 'ফতাওয়ায় বয্‌যাযীয়া' ও 'ফতাওয়ায় শামিয়া'য় আছে—মৃতব্যক্তিদের জন্য কোরআন পাঠকরার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা মক-

و يكره اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن و جمع

রূহ এবং খতমে কোরআন কিংবা সূরা আন্‌আম ও সূরা ইখ্‌লাস ইত্যাদি পাঠ করার জন্য সাধুসজ্জন ও কারীদিগকে সমবেত করা নিষিদ্ধ—(১) ৬০৪ পৃঃ।

> الصلحاء و القراء للختم او لقراءة سورة الانعام او الاخلاص —

৭। হানাফী ফিক্‌হের 'মুসাফ্‌ফা'য় লিখিত আছে কোরআন পাঠের জন্য দাওয়াৎ কবুল করা আর কারীদিগকে কোরআন পাঠের জন্য সমবেত করা অবৈধ। ফলকথা, মৃতের জন্য কোরআনখানীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হালাল নয়।

> و يكره اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن و جمع القراء لقراءة القرآن والحاصل ان اتخاذ الضيافة لقراءة القرآن لايحل —

৮। আল্লামা শাইখ আলীমুত্তকী (শাইখ আবদুলহক দেহলভীর দাদা উস্‌তায) স্বীয় 'রদ্দে-বিদ্‌আত' পুস্তকে লিখিয়াছেন, মৃতব্যক্তির জন্য কোরআন পাঠের উদ্দেশ্যে কবরস্তানে অথবা মস্‌জিদে কিংবা কোন বাড়ীতে সমবেত হওয়া নিন্দনীয় বিদ্‌আত। কারণ সাহাবায় কিরাম হইতে ইহা প্রমাণিত নাই। আর এই কার্য দ্বারা বহুবিধ নিষিদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া—থাকে।

> الاجتماع للقراءة بالقرآن على الميت فى المقبرة و المسجد او البيت بدعة مذمومة، لانه لم ينقل من الصحابة رضى الله عنهم شيء و فيه ترك الاداب بالانواع -

৯। মুহাদ্দিসে-হিন্দ শায়খ আব্দুল হক দেহলভী 'সফ্‌রুস্‌ সাআদাহ' গ্রন্থের ভাষ্যে এবং 'মাদারিজুন্‌ নবুওয়াহ্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে মৃতের জন্য জানাযার নমাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সমবেত হওয়া ও কোরআন তেলওয়াত করা বা খতম পাঠ করার রীতি ছিলনা কবরের কাছেও নয়, অন্য স্থানেও নয়। এসব কাজ বিদ্‌আত এবং মক্‌রূহ—৩৫২ পৃঃ।

> و عادت نه بود كه براۓ ميت در غير وقت نماز جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند، نه بر سر گور و نه در غير آں و ايں مجموع بدعت است و مكروه -

১০। হানাফী ফিক্‌হের বিখ্যাত 'নিসাবুল ইহ্‌তিসাব' গ্রন্থে লিখিত আছে, মৃত ব্যক্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পড়া, ফার্সীতে যাহাকে 'সিপারা পাঠ' বলে, অসিদ্ধ।

> ان ختم القرآن جهرا بالجماعة و يسمى بالفارسية سيپاره خواندن مكروه -

১১। হানাফী ফিক্‌হের অপর গ্রন্থ 'খযানাতুর রেওয়াতে' আছে, কবরের কাছে কোরআন পাঠ করার জন্য পারিশ্রমিক দিয়া লোক নিযুক্ত করিলে মৃত ব্যক্তি বা পাঠক কেহই সওয়াবের অধিকারী হইবেনা।

> اجرة القرآن مثل ان يستأجر رجلا ليقرأ القرآن على رأس القبر ؟ قيل هذه القرآة لايستحق له الثواب لا ميت و لا قارئ

উপরিউক্ত দুইটি উদ্ধৃতি আল্লামা শাইখ মোহাম্মদ ইস্‌হাক দেহলভীর 'মিয়াতো মাসায়েল' হইতে গৃহীত, —৫৬ পৃঃ।

১২। আল্লামা শাইখ মোহাম্মদ রূমী বার্কলী হানাফী তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত 'তরীকায়-মোহাম্মদীয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে-সকল বিদ্‌আত ও বাতিল কার্যে জনসাধারণ এই ধারণা লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, এগুলি পুণ্যবর্ধক, সেই সমস্ত কার্যের বর্ণনা পুস্তকের এই অধ্যায়ে করা হইবে। এরূপ কার্য্য সংখ্যাবহুল, আমি শুধু বড় বড় গুলির আলোচনা করিব : এই সকল কার্যের অন্যতম হইতেছে ভূ-সম্পত্তি বিশেষতঃ টাকাকড়ি কোর-

> فصل فى بيان امور مبتدعة باطلة اكب الناس اليها على ظن انها قرب مقصودة، و هذه كثيرة فلنذكر اعظمها : منها وقف الاوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم او ليصلى نوافل او لانيسبح او لانيهلل او يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم و يعطى ثوابها لروح الواقف او لروح من اراده — و منها الو

صيـة باتخـاذ الطعـام
و الضيـافـة يـوم موتـه
او بعـده ء باعطاء دراهم
معـدودة لمـن يتـلـو
القـرآن لـروحـه او يسبـح
لـه او يهـلل —

আন তেলাওয়াতের জন্য বা তস্‌বীহ তহ্‌লীল অথবা দরূদশরীফ পাঠ করার জন্য ওয়কৃফ করিয়া যাওয়া—এই উদ্দেশ্যে যে পাঠকরা তাহাদের কার্যের সওয়াব ওয়াকৃফকারী বা বিশেষ কোন ব্যক্তির রূহকে দান করিবে। এইরূপ আর একটি বিদ্‌আত ও বাতিলকার্য হইতেছে, কোন মৃতব্যক্তির জন্য তাহার মৃত্যুদিবসে বা অন্য কোন দিবসে দাওয়াত যিয়াফত আর কোরআন পড়ুয়া আর তস্‌বীহ তহ্‌লীলকারীদের জন্য অর্থদানের ওসীয়ত।

১৩ ও ১৪। 'ফত্‌ওয়ায়-আলমগীরী' ও হিদায়া' প্রভৃতি সর্বজনপরিচিত গ্রন্থদ্বয়েও ইমাম আবুহানীফা ও কাযী আবুইউসুফের ময্‌হব অনুসারে কবরের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করার অবৈধতা উল্লিখিত আছে—দেখ হেদায়ার অনুবাদ আইনুল হেদায়া (৪) ২৮৮ পৃঃ ও ফতাওয়ায়-হিন্দিয়া (১) ২৩৩ পৃঃ।

১৫। আল্লামা শাইখ মোহাম্মদ ইস্‌হাক দেহ্‌লভী তাঁহার 'আরবাঈন' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

اجتماع نمـودن روز
سـوم و چـيـزے خورا
نيدن دراں روز باجتماع
صلحا و قراء ختـم
قرآن يا برائے ختم يک
سوره ازاں مکروه است

মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে লোকজন সমবেত করা এবং কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং কোরআনশরীফ সম্পূর্ণ বা উহার কোন সূরা খতম করার উদ্দেশ্যে আলেম উলামা এবং সাধুসজ্জনদিগকে সমবেত করা মক্‌রূহ—৩৬ পৃঃ।

১৬। আল্লামা শাইখ আবদুলহাই লক্ষ্ণৌভী তাঁহার 'মজ্‌মুআয়-ফতাওয়া'য় লিখিয়াছেন, মৃতব্যক্তির মৃত্যুর

مقـرر کردن روز سـوم
وغيره بالتخصيص کی مر
دماں بطلب يا بلاطلب
جمع می‌شوند و چنـد ختم
کلام مجيـد می‌خوانند
اورا ضـروری انگا شتـن
در شـريـعت محمـديہ
ثابـت نيسـت

তৃতীয় বা অন্য কোন দিবস পালন করার জন্য দাওয়াত সূত্রে অথবা বিনাডাকে লোকজনের একত্রিত হইয়া কোরআনশরীফের—কয়েক খতম দেওয়ার আবশ্যকতা মোহাম্মদী-শরীঅতে প্রমাণিত নাই,—(৩) ৩৮ পৃঃ।

এ পর্যন্ত 'ঈসালে সওয়াব' বা বা মৃত ব্যক্তিদিগকে সওয়াব পৌঁছাইবার জন্য লোকজনের সমাবেশ ও কোরআন-খানীর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যেসকল বিদ্বানের সাক্ষ্য বা ফত্‌ওয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আহ্‌লেহাদীস, মালেকী,হানাফী, শায়েফী ও হাম্বলী সকল শ্রেণীর বিদ্বানই রহিয়াছেন। সুতরাং এই নিষিদ্ধতাকে দল বিশেষের অভিমত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। বর্তমানে মুসলমানদিগকে এবং তাহাদের আচার অনুষ্ঠানকে উপহাস্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদিগকে ক্রমশঃ ইস্‌লাম বিরোধী কার্যকলাপে অভ্যস্ত করাইবার মত্‌লবে নাস্তিক ও ধর্মহীনের দল নানারূপ অপপ্রচারণা চালাইতেছে। এই সংকট মুহূর্তে সকল শ্রেণীর মুসলমানদেরই সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একটি সুন্নতের মৃতদেহের উপরেই এক-একটি বিদ্‌আত ভূমিষ্ঠ হয়। বিদ্‌আতের প্রতিরোধ ও নিরসণ ব্যতীত পাকিস্তানে ইস্‌লামের বিজয় অভিযান সার্থক হইবার নয়। সুন্নতের বিজয় বৈজয়ন্তিকে সমুন্নত করিতে না পারিলে শেষপর্যন্ত ইস্‌লামবিরোধী দলগুলিই প্রবল হইয়া উঠিবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম গয্‌যালী ও ইমাম ইব্‌নুল-হুমাম মৃতের জন্য কোরকান পাঠের ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। কিন্তু 'ইসালে-সওয়াবের' মহ্‌ফিলের পক্ষে এই ফত্‌ওয়া প্রযোজ্য নয়। কারণ তাঁহারাও জনসমাগম করিয়া কোরআন পাঠের অনুমতি দেননাই। মৃত ব্যক্তিদের বার্ষিকী পালন ও মহ্‌ফিল অনুষ্ঠান করার অনুমতি বিশ্বস্ত ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেহই প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ মষ্‌হবের মূল প্রবর্তক ইমামগণের স্পষ্ট নির্দ্দেশের মুকাবিলায় তাঁহাদের মুষ্টিমেয় অনুসরণকারীদের ফত্‌ওয়া গ্রহণযোগ্য নয় আর আহ্‌লেহাদীসদের,জন্য রসূলেপাকের (দঃ)জীবনাদর্শ এবং তাঁহার মাননীয় সহচরবৃন্দের মিলিত সুন্নত সকলদিক দিয়াই যথেষ্ট!

و ما على الرسـول الا البـلاغ المبيـن
و صلى الله على السيـد الاميـن و على آلـه و
صحبـه نجـوم المهتـدين و آخر دعـوانا ان
الحمـد لله رب العالميـن —

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল-কাফী
আল-কোরায়শী।

সোভিয়েত মার্কা চাঁদের মহড়া

و قال فرعون ، يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيرى ! فاوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحاً لعلى اطلع الى اله موسى ، اني لاظنه من الكاذبين!

ফিরআউন বল্লো, ওহে সভাসদরা, আমিছাড়া তোমাদের অন্যকোন উপাস্যকে আমি চিনিনা! ওহে হামান, মাটির ভাটায় আগুন প্রজ্বলিত কর আর আমার জন্য এক সুউচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ কর, আমি ওতে আরোহন করে মুসার উপাস্য আল্লাহকে ঝেঁকে দেখ্‌বো! আমি কিন্তু মূছাকে মিথ্যাবাদী বলেই মনে করি—আল্‌কাসাস, ৩৮ আয়ত।

গত-মাসের সবচাইতে রোমাঞ্চকর কাহিনী হচ্চে সোবিয়েত-রুষ কর্তৃক শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে কৃত্রিম চন্দ্র নিক্ষিপ্ত হওয়া। বিগত ৪ঠা অক্টোবরে মস্কো রেডিও থেকে যখন প্রচারিত হল যে, আড়াই মণ ওজনের একটা নেংটে চাঁদ প্রথম বারের মত আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে আর এই সোবিয়েত মার্কা চাঁদটা মাটি হতে দুশ ৮০ ক্রোশ উর্ধলোকে ফিঘণ্টা ১৮ হাজার মাইল হিসেবে দুনিয়ার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণে রত আছে। তখন সারা দুনিয়াতেই হৈহৈ রৈরৈ পড়েগেল। আমেরিকা ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক বনে গেলেন। এর পরেই ৩রা নভেম্বরের প্রত্যুষে বিঘোষিত হ'ল, ১৪ মণ ওজনের আর একটা অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন সোবিয়েত চাঁদ মিস্ লাইকা নাম্নী এক বৈজ্ঞানিকা কুকুরী যাত্রী সহকারে আকাশে চন্দ্রলোকের পথে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মিস্ লাইলার কুকুরের জন্য প্রেমিক মজ্‌নু যেমন ঈর্ষাবোধ কর্‌ত, মিস্ লাইকার চন্দ্রলোক ভ্রমণ সম্ভাবনার শুভসংবাদে তেমনি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের অনেকগুলি সাধক ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠ্‌লেন। বিশেষকরে যখন প্রচার করা হ'ল যে, মিস্ লাইকা উর্ধজগতের সবকিছু রহস্য ভেদকরে অনতিকাল মধ্যেই সুস্থশরীরে ও বহাল তবীয়তে এই মাটির দুনিয়ায় আবার ফিরে আস্‌বে তখন বিজ্ঞানের সেবায় আত্মোৎসর্গ করার জন্য পৃথিবীর কতিপয় অবৈজ্ঞানিকও চন্দ্রলোকগামী রকেটের যাত্রী হওয়ার জন্য অতি-আগ্রহে তাঁদের নাম-ধাম লিখিয়েদিলেন। সুখের বিষয়, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়াও এই গৌরবথেকে বাদ পড়েনি। সোবিয়েত রুষ গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিল, ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই আরও এক শ কুড়িটা চাঁদ আকাশ জয়করার জন্য ছোঁড়া হবে, তখনসারা জগতে রুষের ধন্যধন্য পড়েগেল, তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈজ্ঞানিকতার যশোবন্দনায় বিশ্বের কণ্ঠ মুখরিত হ'য়ে উঠলো, বৈজ্ঞানিক জগত যায় আমেরিকা ও গ্রেটব্রিটেন হাঁটুগেড়ে সোবিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষাত্রশক্তির স্তোত্র পাঠ কর্‌তে লেগেগেল!

মাঝখানে মস্কোর সত্যবাদী বৈজ্ঞানিকের দল একথাও রটিয়ে দিলেন যে, মিস্ লাইকা আকাশলোকের দুর্জ্ঞেয় রহস্যজাল ছিন্ন করে তথ্যবহুল দেহ নিয়ে ঠিক মস্কোর উপকণ্ঠেই উর্ধজগত থেকে অবতীর্ণা হয়েছে! কিন্তু আবার বিনা মেঘে বজ্রপাত! মিস্ লাইকার আস্‌মানি সফর হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল, প্রচারিত হ'ল মিস্ বাবার আর ফিরে আসার সম্ভবনা নেই, তার মৃত্যু ঘটেগেছে! বিজ্ঞানের চন্দ্র-সূর্যভেদী জয়যাত্রার পথেও আবার মৃত্যুর হানা! ইন্দ্রপুরীতে যমরাজের প্রবেশ! কতকটা যেন অনধিকার চর্চার মত ঠেক্‌লো! কিন্তু নিরীশ্বরবাদী কম্যুনিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা তৎক্ষণাৎ সারা দুনিয়াকে সান্ত্বনা দিলেন, তাঁরা বল্লেন, মাভৈঃ! যম টম সব মিছে কথা! মিস্ লাইকাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার সুব্যবস্থা ক্রেমলিনের শ্রেষ্ঠ নরঘাতকরা নেংটে চাঁদে পূর্বাহ্নেই করে রেখেছিল! দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, কিন্তু একদলের মনে এই প্রশ্ন অবিরত ঘুরপাক খেতে লাগ্‌লো—কেন? মিস্ লাইকাকে হত্যা করার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা হ'ল কেন? সে যে আর ফিরে আস্‌বেনা, আস্‌তে পারেনা, সেই জন্যই কি তার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে রাখা হয়েছিল? না প্রাণী জগতের নিষিদ্ধ ইলাকায় অনধিকার প্রবেশের অপরাধই তার মৃত্যুর আসল কারণ! বিষের কথা সত্যবাদী বৈজ্ঞানিকদের উর্বর মস্তিষ্কের ফল্ মাত্র! তবে কি চন্দ্রলোকের ভ্রমণ-সৌখীন মানবযাত্রীর জন্যও সোবিয়েত

Contents

রকেটে বিষাক্ত খাদ্যের সুব্যবস্থা থাক্‌বে?

ওদিকে কম্যুনিস্ট নেতা তাঁদের সামরিক বিজ্ঞানের সফলতার আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে অতিকায় মহাবাহু সোবিয়েত রকেটগুলোর প্রশংসায় ফেটে পড়লেন, পরমানন্দে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিলেন রুষ রকেটের অপরাজেয় মহিমা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ওঁরা দাবী করেছেন, রুষের বিক্রমাদিত্য রকেটগুলো-দিয়ে সোবিয়েত সরকার মস্কোর আরাম চেয়ারে বসে থেকে সারা দুনিয়ার বড় বড় সহর আর সামরিক আড্‌ডগুলো চোখের নিমিষে পুড়িয়ে ছার-খার করে ফেল্‌তে পারে! বাইবেলের গগ ম্যাগগ আর কি?

সোবিয়েত রকেট গুলো যে দুনিয়াকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যেই নির্মিত হচ্ছে, সেকথা অবিশ্বাস করার কারণ নেই, কিন্তু এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা সোবিয়েত চাঁদের শেষকথা শ্রবণ করার পূর্বেই আসমানী গ্রন্থের বর্ণিত চন্দ্র-সূর্য আর সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণকে উপহাস কর্তে শুরু করেদিয়েছে। সোবিয়েতের ক্ষুদে চাঁদে তাদের অদৃশ্য-ঈমান এতই মজ্‌বুত হ'য়ে উঠেছে যে, আকাশের চিরন্তন চন্দ্রলোকের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা যিনি, তাঁর প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের মনে এরা ছড়াতে চেষ্টা কর্‌ছে। নেংটে চাঁদের অর্ধসমাপ্ত গল্পকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার জন্য দলের পুরোহিত ক্রুশ্চেভ নাকিএই উপদেশই দিয়েছেন। অথচ মানুষ যদি কোন দিন সত্যসত্যই চন্দ্র-লোকে পেঁছে যায়, তাতে করে সৃষ্টিকর্তার আর তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের কোন ব্যতিক্রমই যে ঘট্‌বেনা, অন্ততঃ ইস্‌লামের 'ইলাহ' সম্বন্ধে যে ঘট্‌তে পারেনা, সেকথা ইস্‌লাম সম্পর্কে প্রকৃত ওয়াকেফহাল যাঁরা, তাঁরা নিশ্চিতরূপেই অবগত আছেন।

চাঁদ তৈরী করা আর তাকে আকাশে উদিত করা সম্বন্ধে সোবিয়েট রুষের চেষ্টা সর্বপ্রথম নয়। রুষের চাঁদের আলোতে জগদ্বাসী স্নান করেনি, উষর বসুন্ধরার পিঠ তার স্নিগ্ধ কিরণে সিক্ত হয়নি। কিন্তু ১২শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে সত্যই এমন একজন বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর তৈরী চাঁদের জ্যোৎস্নায় এক মাসের পথের লোকেরাও স্নাত হত। আমরা এই বৈজ্ঞানিকের সাথে আমাদের পাঠকদের পরিচয় করাতে চাই। প্রায় সব ইতিহাসেই এঁর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তাবারী, ইব্‌নেখল্লাকান, ইব্‌নেকসীর প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাঁদের ইতিহাসসমূহে আর *Encyclopaedia Britannica* তেও এই বৈজ্ঞানিকের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আমি উল্লিখিত গ্রন্থগুলির সারাংশ নিয়ে লিপিবদ্ধ করব।

নাম ছিল এঁর আতা, কিন্তু "মুকান্না" বলে পরিচিত ছিলেন। 'মুকান্না'র অর্থ হচ্ছে মুখোসধারী। পর্যটন কালে তিনি একটি স্বর্ণ মণ্ডিত মুখোস ধারণ করে চলতেন বলে 'মুকান্না' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল কোথায় আর তাঁর বংশ পরিচয়ই বা কি, সেসবের বিবরণ ঐতিহাসিকরা দেননি। শুধু এই টুকু জানাযায় যে, প্রথম জীবনে মর্‌ভ অঞ্চলে তিনি ধোপার কাজ কর্‌তেন। খ্যাতনামা বিপ্লবী, আব্বাসীয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবুমুস্‌লিম খুরাসানীর (১০০-১৩৭) বিশেষ ভক্ত ছিলেন। নামে মুসলমান হ'লেও তাঁর যে-সকল মতবাদের কথা ঐতিহাসিক ইবনে খল্লকান তাঁর চরিতাভিধানে উল্লেখ করেছেন, তদনুসারে তাঁকে মুসলমান বলে স্বীকার করা মুশকিল! তিনি নাকি অবতারবাদী ছিলেন, পুনর্জন্মবাদকেও বিশ্বাস করতেন। রসায়নশাস্ত্র ও যাদুবিদ্যায় (*Magic*) তিনি বিশেষ পারদর্শিতালাভ করেছিলেন। তাঁর মতবাদ যাইহোক, তিনি আবুমুস্‌লিমের মতই যে এক জন যথার্থ বিপ্লবী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সকলেই তাঁকে খারেজী বলে উল্লেখ করেছেন। খুরাসান প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে কিশ নামক স্থানে তিনি এক দুর্গ নির্মান করে খলীফা মহ্‌দীর (১২৭-১৬৯) বিরুদ্ধে উত্থান করেছিলেন। বহুলোক তাঁর পাণ্ডিত্য আর বৈজ্ঞাতিকতায় মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর দলভুক্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি চাঁদের মত এমন একটি উজ্জ্বল আলোক পিণ্ড নির্মাণ করেছিলেন, যা ধীরে ধীরে উর্ধ্বগামী হত আর পূর্ণচন্দ্রের মত আকাশের মধ্যস্থল থেকে আলো বিকীর্ণ কর্‌তো, তারপর উধাও হ'য়ে যেত। এক মাসের পথের ব্যবধান থেকে লোকেরা

মুকান্নার চাঁদের আলো দেখ্তে পেত। ১৬৩ হিজরীতে মহ্দীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর উল্লিখিত দুর্গে সংঘর্ষ ঘটে আর সপরিবারে বিষপান করে তিনি আত্মহত্যা করেন। [*]

সোবিয়েত রুষের যে চাঁদ আজ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হল আর যে ক্ষেপণযন্ত্র এই চাঁদকে শত সহস্র মাইল দূরে ছুঁড়ে মারলো, সৌরজগতের চির চলচলায়মান প্রাকৃতিক মহাশক্তির কাছে তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোকনা-কেন, কয়েকটি কথা এই ব্যাপার থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে একান্ত অনস্বীকার্য ভাবে।

প্রথমতঃ স্থষ্টির বিপুলতা ও বিরাটত্ব। আমাদের ওপরদিককার এই শতলক্ষ যোজনব্যাপী মহাশূন্য টা কতবড়? দুনিয়ার সব চাইতে উঁচু ভূভাগ হচ্ছে এভারেস্টের পর্বতশৃংগ। সমুদ্র পৃষ্ঠথেকে ২৯ হাজার দু ফিট উচ্চ। নিশ্বাসগ্রহণের জন্ম অম্লজানের বাক্স আবিষ্কৃত না হ’লে এতটুকু উচ্চতাতেই আরোহন করা সম্ভবপর হতনা তবুও এরজন্য কুড়ি বছরের বিরামহীন চেষ্টার প্রয়োজন হয়েছে। দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উঁচু এই পর্বতশৃঙ্গটির উচ্চতা হচ্ছে মাত্র সাড়ে পাঁচ মাইল! উড়ো জাহাজ এ পর্যন্ত ৮০ হাজার ফিট অর্থাৎ পনের মাইল পর্যন্ত ঊর্ধগামী হ’তেপেরেছে, একটা বেলুন মানুষ না নিয়ে ১লক্ষ ৪০ হাজার ফিট অর্থাৎ ওপরের দিকে ২৫ মাইল পর্যন্ত ধাবিত হয়েছে। গত মহাযুদ্ধে একান্ত আকস্মিক ভাবে এই সীমাগুলো বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। একটা উড়ো জাহাজ ১শত চৌদ্দ মাইল পর্যন্ত ওপরে গিয়েছিল আর একটা আড়াই শ মাইল পর্যন্ত!

ঊর্ধজগত কত বড়? জেম্স জিন্সের মুখে শুনুন:

> “The vast multitude of stars are wandering in space. A few form groups which journey in company, but the majority are solitary travellers. And they travel through a Universe so spacious that it is an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere near to another star. For the most part each voyages in splendid isolation like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over a million miles from its nearest neighbour …… …”

অগণিত নক্ষত্ররাজি দিগন্তপ্রসারিত মহাশূন্যে পর্যটন করে চলেছে, মাত্র কয়েকটি দলবদ্ধ হ’য়ে আর অধিকাংশ নক্ষত্র এককভাবে ভ্রমণরত হয়ে আছে। তারা এমন এক বিশাল মহাবিস্তৃত জগতের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করছে, যার দৈর্ঘ পরিসর কল্পনার বাইরে। এই বিরাট মহাশূন্য এতই বৃহদয়াতন যে, একটি চলচলায়মান নক্ষত্রের সাথে আর একটি ভ্রাম্যমান নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঠিক গোটা মহাসাগরে যেন একটিমাত্র জাহাজ! এমনি সুবিশাল মহাশূন্যে এক একটি নক্ষত্র এককভাবে ভ্রমণ করে যাচ্ছে। যদি নক্ষত্রগুলোকে জাহাজ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহ’লে বুঝ্তে হবে যে একটা জাহাজের নিকটতম প্রতিবেশী জাহাজ অন্ততঃ তার ১০ লক্ষ মাইল দূর দিয়ে পরিভ্রমণ করছে! [‡]

মহাশূন্যে এমন একটা এলাকা রয়েছে, যা ধরিত্রীর ৫০মাইল ওপর থেকে ৪শ মাইল পর্যন্ত ঊর্ধদিকে প্রসারিত। এই অঞ্চল থেকেই উল্কা বা *Shooting Stars* পরিদৃষ্ট হয় আর এই ইলাকা সম্বন্ধে কল্পনাজল্পনাও চল্তে পারে, কিন্তু তদূর্ধে অবস্থিত জগত সম্বন্ধে মানুষের ধ্যানধারণা আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ! চার-শ মাইল পর্যন্ত ঊর্ধজগত পৃথিবীর রেডিও তরঙ্গে আর এমনি ধারা দুনিয়ার অনেকানেক বিষয়ে প্রভাবান্বিত রয়েছে, কিন্তু তার ঊর্ধে মাটির দুনিয়ার কোন প্রভাবই নেই। সেঅঞ্চল সূর্য ও স্থিতিমান ঊর্ধ-জগতসমূহের রেডিও তরঙ্গ থেকে সরাসরিভাবে প্রভাবান্বিত!

দ্বিতীয় কথা, মানুষ স্থষ্টির সর্বসেরা না হলেও অধিকাংশের সেরা বটেই! তাকে ধরিত্রীতে স্থষ্টিকর্তার

---

[*] ইবনেখল্লকান, ৩১৯ পৃ;; Encyclopaedia Britannica 11 th, Edition. V. 5. p. p. 43 and V. 18 p.p. 651

[‡] Jeans' Mysterious Universe, Ch. 1.

প্রতিনিধি করা হয়েছিল। তার প্রকৃতিতে বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা রয়েছে। অসীম না হলেও এ-যোগ্যতার সীমারেখা নির্ধারণ করা সুসাধ্যনয়। সুতরাং মানুষের অনুসন্ধিৎসাও অস্বাভাবিক নয়। আজ মানুষ জান্‌তে চায়, চারশ মাইল উর্ধের বিশ্বে যে রেডিও প্রবাহ রয়েছে, তার যোগ্যতা কেমন? মানুষের দেহ তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হতে পারে? তার আণবিক শক্তির মূল্যমানই বা কি? সেজগত থেকে আণবিক শক্তি যদি মানুষ আহরণ কর্‌তে পারে, তাতে করে কি কি কাজ সমাধা হওয়া সম্ভবপর? মানুষের এই অনুসন্ধিৎসাই তাকে যুগযুগান্তর ধরে উর্ধমুখী করে রেখেছে। এ-জ্ঞানসাধনা যদি তার নাস্তিক্যবাদী না হত', তাহলে প্রত্যেকটি আবিষ্কার দিয়ে জগদ্বাসীর কল্যাণ সাধিত হতে পারতো প্রচুর! সাধনা ও জদ্দ ও জিহাদের পথে প্রাকৃতিক ধর্ম কোন দিন বাদ সাধেনি। কারণ বিজ্ঞানের গতি শুধু বহির্মুখী না হ'লে সৃষ্টির নব-নব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিকের আত্মা সৃষ্টি-কর্তার যথার্থ পরিচয় পথেও হত দিন দিন অগ্রসর, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক হত আরও নিবিড়। এতে করে সৃষ্টজীবের মধ্যেও গড়ে উঠ্‌ত প্রেম ও বিশ্বাসের দৃঢ়তর সম্পর্ক।

কিন্তু মানব জাতির দুর্ভাগ্য, সে তার বৈজ্ঞানিকতার অন্তরদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে, তার দশা হয়েছে একচক্ষু হরিণের মতই! তাই সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকদের সাফল্য এনেদিয়েছে তাদের মধ্যে অতিরঞ্জন আর দাম্ভিকতা আর দুনিয়া জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনায় হয়েছে ভীত ও সন্ত্রস্ত!

সোবিয়েত রুষ, তার নিক্ষিপ্ত ক্ষুদে চাঁদ যে অভিজ্ঞতার বাণী দুনিয়ায় প্রেরণ কর্‌ছে, তার একাই হবে অংশীদার। অবশ্য কালক্রমে অপরাপর শক্তি গুলোও যে এ-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পার্‌বেনা, তা নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার ঘোড়দৌড়ে রুষ ততদিনে যে অনেকদূর এগিয়ে যাবে। রুষ যেসব সংকেত আর ফর্মূলা আবিষ্কার করেছে, তাই দিয়ে সে ক্ষুদে চাঁদের প্রেরিত বার্তার অর্থ উদ্ধার করে চলেছে অথচ অপরাপর রাষ্ট্রের পক্ষে সংকেত আর ফর্মূলাগুলো আবিষ্কার কর'তেই লেগে যাবে অনেক দিন। সোবিয়েত রুষের রকেটগুলোর যে মহিমা কীর্তিত হচ্ছে তার ফলে সব আণবিক আর হাইড্রোজেন বোমা নাকি নিরর্থক হয়ে পড়েছে। সময় আর স্থানের সব দূরত্ব আর পার্থক্যই নাকি ফুরিয়ে গেছে। বোমাবর্ষণকারী আর হাওয়াই যুদ্ধ জাহাজগুলো নাকি এখন যাদুঘরেরই শোভাবর্ধন করবে। প্রেসিডেন্ট আইযেন হাওয়ার যদিও রুষরকেট সম্পর্কিত সদম্ভ উক্তি মেনে নেননি, কিন্তু এশিয়া, ইউরোপ আর আমেরিকার রাষ্ট্র পুঞ্জের মিলিত জোটের দৃঢ়তায় সোবিয়েত ক্ষুদে চাঁদ আর রকেট যে একটা শৈথিল্য সৃষ্টি করতে পেরেছে, তা অনস্বীকার্য!

কিন্তু সোবিয়েতের নেংটে চাঁদই হোক আর তার রকেটই হোক, কোনটারই প্রকৃতঅবস্থা সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হবার সময় আসেনি। প্রবন্ধের শিরোনামায় কোরআনের যে আয়তটি উধৃত হয়েছে, তাতে বুঝাযায়, সৃষ্টিকর্তার সাথে দুনিয়ায় অনেক ফিরাউনেই বিরোধিতা করে এসেছে, কিন্তু তাদের পরিণাম কোনদিন শুভ হয়নি। একচোখো বৈজ্ঞানিকরা দুনিয়ায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড পরিচালিত করার যে বিরাট প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে, এতে তাদেরই নিশ্চিহ্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দুনিয়ার আগুন নির্বাপিত করার যাদের ক্ষমতা হলনা, তারা আকাশের অগ্নি আহরণ ক্‌রতে ছুটেছে!

تو کار زمین را نکو ساختی ،
که بآسمان نیز پرداختی ؟

গগ-ম্যাগোগের অভিযানে আজ পৃথিবী যখন সশংক ও সসব্যস্ত, পাকিস্তান ইস্‌লামী গণতন্ত্রের নেতা ও নাগরিকরা তখন আত্মরক্ষার কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌ছেন? পৃথিবীর দিক চক্রবাল যখন প্রলয়শিখার রক্ত-রেখায় রঙীন হয়ে উঠ্‌ছে, পাকিস্তান কি তখনও কেবল দলীয় রাজনীতি আর নেতৃত্বের কোন্দল নিয়ে বিভোর থাকবে? জ্ঞানসাধনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে পৃথিবীর অপরাপর জীবন্ত জাতির সারিতে সে কি তার স্থান করে নেবেনা? বহির্মূখী বিজ্ঞানের মোড় ঘুরিয়ে তাকে অন্তর্মূখী রূপ দান করার দায়িত্ব কি আজ শুধু পাকিস্তানেরই নয়?

---

*তুমি পৃথিবীর কতর্তব্যগুলো তো খুব সুন্দর ভাবেই পালন করলে! তাই বুঝি এখন আস্‌মানে চড়াও করতে চলেছে?

Contents

ইমাম হুসাইন বিনে আলী বিনে আবূতালিব (রাযিঃ)
ও
সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবুছুফ্‌য়ান

শায়খুলইসলাম ইমাম ইব্‌নে-তয়মিয়াহ

(৩)

ইমাম হুসাইনের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করে মুসলমানদের মধ্যে দু প্রকার অনাচার ও বিদ্‌আত বিস্তারিত করার শয়তান সুবর্ণ সুযোগ পেয়েগেছে। একদল আশুরার দিনে অর্থাৎ ১০ম মুহার্‌রমে কাঁদাকাটি আর মাতম করে থাকে, বুক আর মুখ পেটে. পানাহার পরিত্যাগ করে, মর্সিয়া পাঠ করে। অনেকে আবার এই টুকু বিদ্‌আতে সন্তুষ্ট না থেকে সাহাবায়কিরামদের গালিগালাজ করে, তাঁদের অভিশম্পাৎ দেয়। আর এই মহাপাপকে পুণ্যবর্ধক কাজ বলে ধারণা করে থাকে! এমনকি মুহাজির ও আন্‌সার সাহাবীগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন যাঁরা, আর 'কারবালার' দুর্ঘটনার সাথে যাঁদের দূর বা নিকট কোন সম্পর্কই ছিলনা. তাঁরাও এই পাতকী দুর্মুখদের হাত থেকে রেহাই পাননি। 'শাহাদতনামা' নাম দিয়ে আশুরার দিনে যে বইগুলো পঠিত হয়, সেসমস্তের অধিকাংশ মিথ্যা, জাল, প্রক্ষিপ্ত ও কিংবদন্তিতে পরিপূর্ণ।[†] যারা এইসব বই প্রণয়ন করেছিল, তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল গোলযোগের নিত্যনূতন দ্বারোদ্‌ঘাটন করা আর মুস্‌লিমসমাজে কলহ ও শ্রেণীসংগ্রামের বিষ ছড়ানো। এসব কাজ ওয়াজিব, মুস্‌তহব কিছুই নয়, বরং পরলোকপ্রাপ্তদের জন্য এরূপ কান্নাকাটি আর পুরোনো শোককে পুনর্জীবিত করে মাতম করা শরীআতের হারাম কাজসমূহের অন্যতম!

এই দলের প্রতিপক্ষ স্বরূপ আর একটি এমন দলও রয়েছে, যারা আশুরার দিনে আমোদ, প্রমোদ আর স্ফূর্তির বিদ্‌আতে লিপ্ত হয়েছে, কুফা শহরে বর্ণিত দু'দলই বিদ্যমান ছিল। ইমাম হুসাইনের প্রতি সহানুভূতির দাবীদার 'শিয়া'দের নেতা ছিল মুখ্‌তার বিনে উবায়দ—আল্‌কায্‌যাব[১] আর হযরত আলীর প্রতি বিদ্বেষ্টা 'নাসেবী'দলের নায়ক ছিল হাজ্জাজ বিনে ইউসুফ সাকাফী। বুখারীতে রসূলুল্লাহর(দ:) উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে,সকীফগোত্রে سيكون فى ثقيف كذاب و مبير মিথ্যাবাদী আর ঘাতক উত্থিত হবে। এই শিয়া মুখ্‌তার ছিল সেই মিথ্যাবাদী আর নাসেবী হাজ্জাজ ছিল সেই ঘাতক!

নাসেবীরা কতকগুলো হাদীসও রেওয়ায়ত করে থাকে, যেমন, যেব্যক্তি من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ১০ম মুহার্‌রমে স্বীয় পরিবার বর্গকে খুব দেওয়া থোওয়া ক'রে খুশী করে, সমস্ত বছর সে প্রাচুর্যের ভিতরেই অতিবাহিত করবে। হরব কির্মানী বলেন, আমি ইমাম আহ্‌মদকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, এই হাদীসের সনদের অন্যতম রাবী মোহাম্মদ বিনুল মুনতাশার কুফী এমন

[†] অথচ এই শ্রেণীর বই পুস্তককে সম্বল করেই আজ কাল গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়। পাকিস্তানের উভয় বাহুতেই অনুসন্ধানের এই ধারা স্বতসিদ্ধ রীতি রূপে গৃহীত হতে চলেছে। প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য যে যোগ্যতা ও শ্রমস্বীকার আবশ্যক, মূলতঃ তার অভাবই সব চাইতে বেশী আর এর কুফলও অত্যন্ত মারাত্মক!— সম্পাদক।

[১] মুখতার বিনে আবিউবায়দ সাকাফী (১—৬৭)। উমাইয়া রাষ্ট্রের ঘোর বিদ্রোহী কুফার উমারা দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। ইবনে যুবায়রের দলে ভিড়িয়া গিয়া পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং হযরত আলীর অন্যতম পুত্র মোহাম্মদ বিনুল হানাফীয়ার পক্ষসমর্থন করে। কারবালার দুরঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তিকে হত্যা করে। ইবনুলহানাফীয়ার স্থলাভিষিক্ত রূপে তার হস্তে প্রায় ১৭ হাজার লোক দীক্ষিত হয়, তাদের সমভিব্যাহারে মুখতার সাময়িক ভাবে কুফা, মুসল ও আলজেরিয়া প্রভৃতি দখল করে বসে। ষোলমাস ছিল তার শাসন কাল। মুখ্‌তার শেষপর্যন্ত 'নবুওত' ও 'ওয়াহী'রও দাবীদার হয়েছিল। উস্‌তায ইব্‌নে তাহের বাগদাদী তার 'ওয়াহী'র আংশিক উধৃতি তাঁর 'আলফার্ক' নামক গ্রন্থে প্রদান করেছেন। ৬৭ হিজরীতে কুফায় মস্‌আব বিনে যুবায়রের সৈন্যদলের হস্তে সে নিহত হয়—সম্পাদক।

Contents

লোকের নিকট থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি অজ্ঞাতনামা ও অপরিচিত। এমনি ধরণের আর একটি হাদীস হচ্ছে যে, আশুরার দিনে যে চোখে সুর্মা দেবে, সারা বছর তার চোখ উঠ্‌বেনা, যেব্যক্তি আশুরার দিনে গোসল করবে, সেবছর সে রোগে পড়্‌বেনা—ইত্যাদি। এইসব বাতিল হাদীসের অনুসরণ করে কতকব্যক্তি আশুরার দিনে গোসল করা, চোখে সুর্মা দেওয়া, পরিবারবর্গের জন্য উত্তম খানা-পিনা ও বেশভূষার ব্যবস্থা করা পুণ্যবর্ধককাজ বলে মনে করে কিন্তু এগুলি সমস্তই বিদ্‌আত! ইমাম-হুসাইনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণরাই এসব আবিষ্কার! করেছে। আর মাতম আর ছাতিপেটা ইমাম হুসাইনের ভক্তিতে যারা সীমালংঘন করেছে, তাদের আবিষ্কার অথচ সব ধরণের বিদ্‌আতকেই রসূলুল্লাহ (দঃ) গোমরাহী বলেছেন। ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কেউ শিয়া বা নাসেবী-দের এসব কার্যকলাপের বৈধতা স্বীকার করেননি। অবশ্য আশুরার রোযাকে অনেকেই মুস্তহব বলেছেন, তাও আবার কোন কোন বিশস্ত বিদ্বান শুধু একদিনের জন্য আশুরার রোযাকেও মকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম হুসাইনের শাহাদতের কাহিনী যাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা তাঁদের কাহিনীতে অনেক অসত্য কথাও মিশিয়ে ফেলেছেন। হযরত উস্‌মানের শাহাদতের কাহিনীতেও এইরূপ অনেক অতিরঞ্জিত কথা স্থানলাভ করেছে। যুদ্ধ আর বিজয়অভিযানের পুস্তকগুলোর অবস্থাও এইরূপ! ইমাম বাগাভী ও ইব্‌নে-আবিদ্দুনিয়ার মত বিদ্বান ব্যক্তিরাও তাঁদের "হুসাইনের শাহাদৎ" সম্পর্কিত গ্রন্থে অলীক রেওয়ায়তের খপ্‌পরে পড়ে গেছেন আর যাঁরা সনদবিহীন ঘটনা স্বস্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেথাকেন, তাঁদের কথা না বলাই ভাল!

ইমাম হুসাইনের শাহাদত সম্পর্কে সঠিক বৃত্তান্ত, যা বুখারী প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন, তার সারাংশ এই-যে, ইমাম সাহেব শহীদ হওয়ার পর তাঁর মস্তক উবায়দুল্লাহ বিনে যিয়াদের কাছে উপস্থিত করা হয়। সে উক্ত মস্তক একটা থালায় স্থাপন করে তাঁর দাঁতে ছড়ি মারে আর তাঁর সৌন্দর্যের নিন্দাবাদ করে। সে দরবারে হযরত আনস ও হযরত আবুবর্যা আস্‌লমীও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আনস তৎক্ষণাৎ ইবনেযিয়াদের প্রতিবাদ করেন আর বলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র চেহারার সাথে ইমাম হুসাইনের চেহারার সৌসাদৃশ্যতা সর্বাপেক্ষা অধিক! অন্যান্য সাহাবগণও ইমাম হুসাইনের শাহাদতে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। বুখারী তাঁর সহীহ-গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমরের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তাঁকে মাছি মারা যায় কিনা, জিজ্ঞাসা করায় তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন, ওহে ইরাকীর দল, তোমরা মাছি হত্যা করার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো! অথচ তোমরাই রছুলুল্লাহর কন্যারপুত্রকে হত্যা করেছ! আর রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছিলেন, হাসান হুসাইন এই দুনিয়ায় আমার জন্য দুটি পুষ্প মুকুল।

فقال يا اهل العراق تسئلونى عن قتل الذباب ، و قد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال النبى صلى الله عليه و سلم: هما ريحانتاى من الدنيا -

একটি অপ্রমাণিত রেওয়ায়তে কথিত হয়েছে যে, এই ব্যাপার ইয়াযীদের সম্মুখে ঘটেছিল আর সেই ইমামের দন্তমুক্তায় ছড়ি মেরেছিল। এই রেওয়ায়ত শুধু অপ্রমাণিতই নয়, এটাযে একেবারে মিথ্যা তার জগজ্যান্ত প্রমাণ হচ্ছে এইযে, ইয়াযীদ কর্তৃক ইমামের দাঁতে ছড়িমারার ঘটনা যে সকল সাহাবীর বাচনিক উপরিউক্ত রেওয়ায়তে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের একজনও তখন শামে ছিলেননা, তাঁরা তখন সকলেই ছিলেন ইরাকে! একাধিক ঐতিহাসিক লিখেছেন, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনকে নিহত করার আদেশ দেয়নি আর এ দুষ্কার্যে তার কোন স্বার্থও ছিলনা, স্বীয় পিতা হযরত মুআবীয়ার নির্দেশ মত ইমাম হুসাইনকে খাতির ও সম্মান করাই তার অভিপ্রেত ছিল। অবশ্য তার এ ইচ্ছাও ছিল যে, ইমাম হুসাইন খিলাফতের দাবী যেন নাকরেন আর তার বিরুদ্ধে উত্থিত না হন। ইমাম হুসাইন কারবালায় পৌঁছে যখন কুফাবাসী গদ্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পারলেন, অমনি তিনি স্বীয় দাবী পরিহার করে সোজাসুজি ইয়াযীদের কাছে যেতে চেয়েছিলেন অথবা স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে বা সীমান্তের যুদ্ধে প্রেরিত হতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন।

Contents

কিন্তু শত্রুপক্ষ তাঁর কোন কথায় স্বীকৃত না হয়ে তাঁকে জীবন্ত কয়েদ করতে চেয়েছিল। ইমাম হুসাইন জীবীত অবস্থায় কয়েদ হতে রাযী হননি এবং স্বীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত শাহাদৎ কবুল করেছিলেন —রাযিয়াল্লাহো আন্‌হু।

ইয়াযীদের আর তার পরিবারবর্গের কাছে ইমাম হুসাইনের নিধনসংবাদ যখন পৌঁছে তখন তারা অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারা ইমামের জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেছিল। ইব্‌নে যিয়াদকে উদ্দেশ করে ইয়াযীদ বলেছিল, ইব্‌নেমর্জানার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ! আল্লাহর শপথ! যদি হুসাইনের সাথে ওর আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাক্‌তো, তাহলে ওঁকে কিছুতেই সে হত্যা করতোনা! ইয়াযীদ একথাও বলেছিল, আমি হুসাইনের কতল ছাড়াও ইরাকবাসীদের আনুগত্য মেনে নিতে পারতাম! অতঃপর ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনের পরিবারবর্গকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায় আর বিশেষ সম্মানের সাথে সর্বোৎকৃষ্ট উপঢৌকনাদিসহ তাঁহাদের মদীনার পথে বিদায় করে দেয়।

لعن الله ابن مرجانة
اما و الله لو كان بينه
و بين الحسين رحم
لما قتله - و قال:
قد كنت ارضى من
اهل العراق ! بدون
قتل الحسين !

অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনের পক্ষ সমর্থন করেনি, তাঁর হত্যাকারীদের গেরেফ্‌তারও করেনি তাদের কাছ থেকে এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধও নেয়নি। কিন্তু এই যে বলা হ'য়ে থাকে, সে ইমামের পরিবারবর্গকে দাসী বানিয়েছিল বা দেশে-দেশে তাঁদের ঘুরিয়েছিল বা বেপর্দা ভাবে উটের খালি পিঠে তাঁদের চড়িয়েছিল, এসব কথার বিন্দু বিসর্গও সত্য নয়! সমস্তই বিলকুল ঝুট! আল্লাহর ফযলে আজপর্যন্ত কোন মুসলমানের এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়নি, তারা কখ্‌খনো কোন হাশেমী নারীকে দাসী বানায়নি।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বিদ্‌আতী আর স্বার্থপরের দল এমনি ধরণের গালগল্প আবিষ্কার করে থাকে। হাজ্জাজ বিনেইউসুফ সাকাফী সম্পর্কেও এইরূপ কথা প্রচারিত হয়েছে। একবার এক ওয়ায়েজ সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাজ্জাজের অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা কর্‌তে কর্‌তে বলে ফেল্লেন যে, বনিহাশেম গোষ্ঠির সমস্ত পুরুষ সন্তানকেই হাজ্জাজ হত্যা করেছিল আর তাঁদের মহিলাগণ দুর্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্রদের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, বর্তমান হাশেমীগণ তাঁদেরই বংশধর! এসমস্ত কথা একবারেই ঝুট! হাজ্জাজ প্রসিদ্ধ হত্যাকারী হলেও একজন হাশেমীও তার হাতে নিহত হননি! মোটেরউপর মুসলমানরা কোন হাশেমিয়া নারীকেই কোনদিন দাসী বানায়নি, ইমাম হুসাইনের স্ত্রী কন্যা তো অনেক বড় কথা! ইমাম হুসাইনের পরিবারবর্গ যখন ইয়াযীদের মহলে প্রবেশ করেন তখন তাঁদের শোকে ইয়াযীদের পুরনারীদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে যায়। পরম সমাদরে বিশেষ সৌজন্য সহকারে সে তাঁদের গ্রহণ করে আর আলেহুসাইনকে বলে, তাঁরা ইচ্ছা কর্‌লে যাবজ্জীবন তার সঙ্গে বসবাস কর্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইয়াযীদ তাঁদের সসম্মানে মদীনায় পৌঁছেদেয়!

এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেইযে, ইমাম হুসাইনের হত্যা পৃথিবীর বৃহত্তম পাপের অন্যতম! যারা এ-কাজ করেছে, বা হত্যাব্যাপারে সাহায্য করেছে অথবা তাঁর নিধনে সন্তুষ্ট হয়েছে, তারা সকলেই এই মহাপাপের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করার যোগ্য! কিন্তু এবিষয়কে এতটা গুরুত্ব দেওয়াও উচিত নয় ইমাম হুসাইনের চাইতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের হত্যাকাণ্ডের চাইতে ইমামের হত্যা বেশী গুরুতর ব্যাপার নয়। যেমন নবীগণ, প্রাথমিক মুমিনগণ, ইয়ামামা, উহদ, ও বীরেমউনার শহীদগণ, হযরত উস্‌মান অথবা হযরত আলী স্বয়ং! হযরত আলীকে তাঁর হত্যাকারীরা কাফের বল্‌তো, তাঁর কতলকে পুণ্যবর্ধক মনে কর্‌তো, কিন্তু ইমাম হুসাইনকে স্বয়ং হত্যাকারীর একজনও কাফের বলেনাই আর তাদের মধ্যে অনেকে এ কাজে সন্তুষ্টও ছিলনা। শুধু দুনিয়ার লোভ ও স্বার্থের খাতিরেই তারা এই মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়েছিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

হত্যাকাণ্ড না বিজ্ঞান-চর্চা ?

জাপানের জনৈক বিজ্ঞানাচার্য ঘোষণা করেছেন, যে-গতিতে হাইড্রোজেন বোমার অভিক্রিয়া অগ্রসর হ'য়ে চলেছে, তার নিবৃত্তি ঘটাতে না পারলে ভাবী দশম পুরুষ পর্যন্ত জাপানিদের পৃথিবীর পিঠে কোন অস্তিত্বই থাক্‌বেনা। জাপানের প্রোফেসর স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি, তাই তিনি জাপানিদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অধীর হয়েছেন। নতুবা জাপান প্রশান্ত মহাসাগর ও চীনসাগরের একমাত্র দ্বীপ নয়। অদৃষ্টচক্র অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘুরে না গেলে হাইড্রোজেন বোমার অভিক্রিয়ার জন্য প্রসান্ত মহাসাগরেরবুক হয়তো জাপানেরই হত সবচাইতে বেশী প্রয়োজনীয়! নতুবা আচার্যের কথায় সংশয়াতীত ভাবেই প্রতিপন্ন হয়যে, হাইড্রোজেনবোমার পরীক্ষা যেসব অঞ্চলে চালানো হচ্ছে, সেসব অঞ্চলের সন্নিহিত মনুষ্যরূপী জীবদের ওপর এই অভিক্রিয়ার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েগেছে। বিশ্বের শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলো বড় বড় রাষ্ট্রের বিজ্ঞানের নামে এই "নরমেধযজ্ঞে"র তারস্বরে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও প্রকৃত অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছেনা! আর এর জন্য দোষ দেওয়াও বৃথা! কারণ যেস্থলে মারণ যন্ত্রের বিক্রম ও প্রাচুর্যই হয়ে পড়েছে মূখ্য আদর্শ, সেক্ষেত্রে শক্তিচর্চার ধাক্কা সামলাতে না পেরে দুর্বলরা যদি মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়, তারজন্য শক্তিমানরা দায়ী হবে কেন? আমেরিকাকে রুষের মুকাবিলায় বেঁচে থাকতে হবে আর মারণযন্ত্রের প্রতিযোগিতায় সোবিয়েত রুষ যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, সেকথা যেমন তারা স্বয়ং প্রচার করে বেড়াচ্ছে, দুনিয়ার ক্ষুদ্রবৃহৎ শক্তিগুলোও তেমনি তাদের সে দাবী মেনে নিয়েছে। এহেন অবস্থায় আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমার অভিক্রিয়া বন্ধ রাখবে কেমন করে? আর রুষই বা তার বিশ্বধ্বংসী প্রলয়াভিযান স্তব্ধ করবে কোন্ বিচারে? আণবিক-বিজ্ঞান জাপানে মানব-কল্যাণের যে মহিমা প্রদর্শন করেছে, রুষকে কি তা ভুলে যেতে হবে? ভারতী সাংবাদিকরা রুষের ওকালতি করে বলেছেন, হাইড্রোজেন বোমার অভিক্রিয়া চালাতে রুষের রুচিবিকার দেখা যাচ্ছে, শুধু আমেরিকার জিদের জন্যই তাকে এটা পরম অনিচ্ছায় চালিয়ে যেতে হচ্ছে, কিন্তু এ রুচিবিকার যে অত্যধিক আহারের ফলেই ঘটেনি, সে কথা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে? হয়তো রুষ অভিক্রিয়ার স্তর অতিক্রম করে ফেলেছে, তাই নিত্য নূতন মারণাস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক যন্ত্র আবিষ্কারেই সে মন দিয়েছে বেশী! আমেরিকা আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের চুক্তি পূর্বে সম্পাদিতহলে দুবছরের জন্য হাইড্রোজেন বোমারপরীক্ষা স্থগিত করতে সম্মতি দিয়েছে কিন্তু তার এ দাবীর অনেকেই দোষ ধরেছেন, মায় ব্রিটেনের লেবর পার্টির সভানেত্রী পর্যন্ত! তাঁরা বলছেন, আগে অভিক্রিয়ার কাজ বন্ধ হোক, তারপর নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা হতে থাকবে! বেশ কথা! রুষের পরীক্ষা যখন আপাততঃ শেষ হয়েছে, তখন নিশ্চিন্ত মনে সে তার হত্যাযজ্ঞের অস্ত্র সস্ত্র নির্মাণ করতে থাকুক আর আমেরিকা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে খুশী হোক! আদম সন্তানের দানবীয় দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন করে কে? বিজ্ঞান হোক, শিল্পকলা বা সাহিত্য হোক, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা যাইহোক, মনুষ্যত্বের মূল উদ্দেশ্যই যদি ব্যর্থ হ'য়ে গেল, তাহলে তারপক্ষে হাহাকার আর নৈরাশ্যের নিষ্ফল অশ্রুবর্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। দেখা যাক, আতলান্তিক কনফারেন্স আদম সন্তানের এ নিষ্ফল অশ্রু কেমন করে সার্থক করেন!

Contents

খৃষ্টধর্মের অভিশাপ

বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হয়না, কিন্তু রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, চার্চ অব্ ইংল্যাণ্ড আইন অনুসারে সম-মৈথুন বৈধ হওয়া উচিত বলে ফত্‌ওয়া দিয়েছে। বিলেতি সভ্যতার এক তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে সুফারিশ করেছিল, পরিণত বয়স্ক পুরুষরা পরস্পরের সম্মতিতে যদি সমমৈথুনে রত হয়,তাতেকরে এই বীভৎস কার্যকে বেআইনী বলে গণ্য করা চল্‌বেনা। বস্তুবাদী সভ্যতার এই হৃদয়বিদারক পরিণতির জন্য আমরা ততটা বিস্ময় বোধ করিনা, কারণ যেস্থলে নৈতিকতার কোন বাস্তব ও অনড় মূল্যমাণ নেই, যেস্থলে সমুদয় ব্যাপার সাময়িক অবস্থা ও চাহিদা অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে, যেস্থলে পারলৌকিক জীবনে আস্থা নেই, কর্মফলে বিশ্বাস নেই, সে ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে পুরীষের ক্রিমিকীটে পরিণত হওয়া দুঃখজনক হ'লেও অস্বাভাবিক নয়! কিন্তু আমরা সত্যই বিস্ময়ে ও দুঃখে হতবাক হয়েগেলাম যখন জানাগেল, চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের জেনারেল অ্যাসেমব্লীও এই শয়তানী সুফারিশে সায়দিয়েছেন। অ্যাসেমব্লীর জনৈক পাদ্রী ডক্টর রবার্ট পাপীতাপীদের জন্য করুণার্দ্র হয়ে বলেছেন, পথে ঘাটে যেসকল ব্যভিচারিণী প্রকাশ্য ভাবে ঢলাঢলি করে বেড়ায়, তাদের ওপর থেকেও আইনগত বাধা বিদূরিত করা আবশ্যক! দুনিয়ার পাতকীরা হয্‌রত ঈসার পুণ্য পরশ লাভ কর্‌তে ছুটতো পাপের জ্বালা থেকে মুক্ত ও স্নিগ্ধ হ'তে আর আজ সেই মহাপুরুষের নামে যারা ধর্মের দোকানদারী চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের ব্যবসার সব চাইতে বড় পুঁজি হচ্ছে হরেক রকম পাপ, অনাচার, সম্ভোগ, প্রবৃত্তিপরায়ণতার মাল ধর্মের পারমিট দিয়ে জোগাড় করে দেওয়া! চার্চ অব্ ইংল্যাণ্ডের এই দুষ্কার্যকে আমরা খৃস্টানিটির অভিশাপ মনে করি। সকলধর্মের সমুদয় ধর্মজীবীদের মস্তক তাদের এই নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতায় অবনত হবে! আধুনিক খৃস্টানিটির সাথে আমরা সব দিক দিয়ে একমত হতে না পারলেও হযরত ঈসাকে আমরা পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করি। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, নবী ও রসূলগণ শুধু নাম্‌কেওয়াস্তে উপাসনালয় বা চার্চের সংখ্যা বৃদ্ধি কর্‌তে আসেননি, দিশাহারা, বিভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত মানুষ বস্তুবাদী, নাস্তিক ও ঈশ্বরদ্রোহীদের কবলে পড়ে নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে নবী ও রসূলগণ তাদের জন্য মুক্তির পয়গাম নিয়ে আগমন করতেন। তাই ধর্মের মৌলিক আদর্শে, বিশুদ্ধ, উন্নত ও সার্থক জীবন গঠন করার বুনিয়াদী ফর্মুলায় তাঁদের মধ্যে বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়না। ধর্মের এই তত্ত্বকথা অবগত নয় যারা, তারাই ধর্মকে অবিশ্বাস করে। ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হেনে নীতিনৈতিকতার ঐশী মূল্যমানকে নাস্তিক্যবাদের বেদীমূলে যারা হত্যা কর্‌তে চায়, পশ্চিমী সভ্যতার অভিসারীরা যে তাদেরই অন্যতম নয়, সেকথা বিশ্বাস কর্‌বে কে?

নির্বাচনী ফাসাদ,

যারা পাকিস্তানের জন্য ইস্‌লামী শাসনতন্ত্র রচনা করার ঘোর বিরোধিতা করেছিল, যারা পূর্বপাকিস্তানকে পূর্ব বঙ্গ নাম প্রদান করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েছিল, যারা মুস্‌লিম জাতীয়তাকে কোন দিন বিশ্বাস করতে শেখেনি, যারা ইস্‌লামি নীতিনৈতিকতার মানকে সব সময় উপহাস করে বেড়িয়েছে, যারা কোরআন ও সুন্নাহর নাম শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, যারা সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের চতুঃসীমায় ইস্‌লামের প্রবেশাধিকার বরদাশত করতে পারেনা—তারাই ছলে বলে কৌশলে সব রকম বৈধ ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করে পূর্বপাকিস্তানের চারকোটি মুসলমানের অদৃষ্টকে ভারতমুখী হিন্দুদের হাতে সোপর্দ করার উদ্দেশ্যে যুক্তনির্বাচন পদ্ধতি বলবৎ করেছিল। জনাব সহ্‌রাওয়ার্দীর পদত্যাগে যেপরিস্থিতির উদ্‌ভব হয়, তার ফলে যুক্ত নির্বাচন বাতিল করে স্বতন্ত্র নির্বাচন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। মুসলিমলীগ উক্ত সুযোগ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানে আবার স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাতিল করার জন্য ইস্‌লাম বিরোধী জোট লাঠি বন্দুক, সরকারি তহ্‌বীল ও উপরি আয়ের সাহায্যে দেশে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে। ইস্‌লামপন্থীদের টাকা ও গুণ্ডামীর জোর না থাকলেও তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়তর ঐক্যের সাহায্যে সন্ত্রাসবাদীদের সমুদয় তৎপরতা ব্যর্থ করেদিতে পারেন।